রাণী জয়মতী

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত)

(শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা স্বরলয়ে গঠিত)

৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর
পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২১ সাল

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র পাত্রী।

পাত্র

মহাদেব, নন্দী, ভৈরবগণ, চণ্ডেশ্বর (আসাম দেশীয় জনৈক রাজা), শিবরাম (আসাম-রাজ-মন্ত্রিগণের বিশ্বস্ত গুপ্ত ঘাতুক), জয়কেতু (জনৈক চাটুকার ব্যক্তি); গদাপাণি (আসাম-রাজ চণ্ডেশ্বরের পুত্র), রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথ (গদাপাণির পুত্রদ্বয়), পাগল (ছদ্মবেশী মহাদেব), আনন্দ বরুয়া (আসাম-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী), কুকিরাজ (রাজ্যভ্রষ্ট জয়মতীর পিতা), চুলিকৃফা (আসামের শেষ রাজা), ঘাতকগণ, প্রহরি-গণ, কুকিগণ, কুকিবালকগণ, সৈন্যগণ, চুলিকৃফার কর্ম্মচারিগণ, কাঠুরিয়াগণ, গুপ্তচরগণ, কুকিরাজ, মন্ত্রিগণ, আসাম-রাজ-মন্ত্রিগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

পাত্রী

ভগবতী, ভৈরবীগণ, পাগলিনী (ছদ্মবেশিনী ভগবতী), জয়মতী (গদাপাণির সতী স্ত্রী), কপালিনী (চুলিকৃফার স্ত্রী), ডাণ্ডব (আনন্দবরুয়ার ক্রীতদাস, ছদ্মবেশী কুকিরাজের কনিষ্ঠকন্যা, জয়মতীর কনিষ্ঠা ভগিনী বরুণা), সখীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

রাণী জয়মতী।

(ঐতিহাসিক নাটক)

প্রস্তাবনা।

কৈলাস।

মহাদেব, ভগবতী, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রমথগণ ও
ভৈরবীগণের প্রবেশ।

মহাদেব। এই দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে উমে ! ভিখারীর পত্নীর কি রাজ-রাজেশ্বরী-মূর্ত্তি শোভা পায় ?

ভগবতী। মাঝে মাঝে ভোলানাথ যে বিভূতি মেখেও রাজরাজেশ্বর হ'য়ে কৈলাসে বিহার করেন, তাই ত নাথ ! তখন

কাজে কাজেই ভিখারী-পত্নীকে রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে হয়; তা না হ'লে আমার এই হাতের শাঁখাই সম্রাটের মুকুট-মণি! মহারাণীর শতেশ্বরী হার।

মহাদেব। তাই ত তারা, তুমি আমার ত্রিতাপের শীতল শান্তিবারি! ধূর্জ্জটির ধ্যানের ধ্যেয় ধন! বিশ্বের চিন্তায় যখন ডুবে যাই, তখনই তোমায় ধারণ ক'রে উত্থিত হই। লোকে বলে, শিব কেন স্ত্রীর চরণ বুকে ধ'রেছে? বুকে তোমার প্রতিমা না ধ'র্‌লে যে ভালবাসা শিখ্‌তে পারি না পার্ব্বতি! ভালবাসাই যে তোমার মূর্ত্তি!

ভগবতী। আবার সেই কথা কেন নাথ! ঐ কথা নিয়েই ত আপনাতে আমাতে কোন্দল হয়। লোকে ত তা বুঝে না, বলে, হর-পার্ব্বতীরও ঝগড়া। কিন্তু সেই বিবাদের ত এই তাৎপর্য্য— কথায় কথায় আপনি আমার প্রশংসা করেন।

মহাদেব। এ প্রশংসাও ভালবাসার। ভালবাসায় যে তুমি পাগলকে পাগল ক'রেছ শঙ্করি! যাক্, হঠাৎ আজ এ ভিখারিণী-সজ্জা কেন?

ভগবতী। প্রভুরই বা সহসা শুধু ভিখারী নয়—অতিদীন ভিখারী-ভাব ধারণের কি আবশ্যক হ'ল?

মহাদেব। ভিখারীর প্রতি আমার যে অতি ভালবাসা দয়াময়ি! তাই ভিখারীর বেশ ভুল্‌তে পারিনি? যার সম্মুখে মান-অভিমান আসন পায় না, ঘৃণা-লজ্জা যার ত্রিসীমা স্পর্শ ক'র্‌তে চায় না, আত্মসুখ যাকে স্থানভ্রষ্ট ক'র্‌তে পারে না, তাকেই যে ভাল-

বাস্‌তে প্রাণ চায় ঈশানি! সেই যেন আমার আনন্দের নির্ম্মল স্বচ্ছ উৎস—আমার শ্মশানবাসের বিরাট শান্তি-মন্দির—আমার সর্ব্বস্বত্যাগেরও একটী অপ্রত্যক্ষ আসক্তি। শঙ্কর সংসার-সুখ, বিলাসিতা অনায়াসে ত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছে, কিন্তু ভিখারীকে তাই সে ত্যাগ ক'র্‌তে পারেনি; আর কখনও যে পার্‌বে, সে বিশ্বাস ও সন্দেহে কখন সে হৃদয়মধ্যে স্থান দিতে পারেনি।

ভগবতী। কেন আমি ভিখারিণী সাজি, তা আমি জানি না; তবু আমি ভিখারিণী সাজি। তবু সাজি কেন, এর উত্তর দিতে হ'লে বলি, আমার সর্ব্বস্ব ভিখারী, তিনি কিছুই চান না; তাই আমি তাঁর দাসী ব'লে আমিও তাই করি। তাই ত—বড় বিলম্ব হ'য়ে প'ড়্‌ছে; মা—মা—

মহাদেব। কিসের বিলম্ব সনাতনি! মা, মা ব'লে কারে ডাক্‌ছ?

ভগবতী। মা মেয়েকে মা বল্লে, আর মেয়েও মাকে মা ব'লে থাকে ত নাথ!

মহাদেব। এখন মহামায়ার কোন্ মাকে মনে প'ড়্‌ল—তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি কাত্যায়নি!

ভগবতী। আমার দাসী-কন্যা নাথ! আসাম প্রদেশস্থ তুঙ্গ—খুঙ্গিয়াবংশীয় রাজকুমার গদাপাণির সহধর্ম্মিণী—আমার সতী কন্যা, নাম জয়মতী। তিন দিন অনশনাবস্থায়—অন্য কোন কারণে নয়, কেবল স্বামীর প্রাণরক্ষার চিন্তায় কুলবালা কুললক্ষ্মী আমার, আপন দুগ্ধপোষ্য দু'টী শিশু-সন্তান ল'য়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে

থেকেও আমায় "মা—মা" ব'লে কেবল স্মরণ ক'র্‌ছে। কি করি নাথ, তাই মনে ক'র্‌ছি, দিন কতক তার কাছে গিয়ে থাক্‌ব। তাহ'লেও বাছা আমার কতকটা শান্তি অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বে। অহো নাথ! বাছার কাতর ক্রন্দন যেন আমার বুকে শক্তি-শেলের মত এসে লাগ্‌ছে। যাই মা! বিদায় দিন প্রভু, দিন কতক আমি মর্ত্ত্যধামে থাকিগে। মর্ত্ত্যের লীলাই আমার শান্তি, বিশেষতঃ যেখানে আমার সতী কন্যা পৃথিবীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান থেকে একমাত্র পতির মুখাপেক্ষিণী হ'য়ে সকল দুঃখের পাষাণ বুকে ধ'র্‌তে পেরেছে, সে স্থান আমার সাধের কৈলাস-ক্ষেত্র হ'তেও প্রিয়তর পদার্থ। দিন্ প্রভো, পদে ধরি, আমার সতী কন্যা কাঁদ্‌ছে, আমাকে যাবার অনুমতি প্রদান করুন।

মহাদেব। সতী আমার আদরিণী, সতী আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, সতী আমার ধ্যানের ধ্যেয় মণি, সেই সতী-কন্যা আমার বিপদাপন্না সতি! সেই বিপদের সঙ্গেই ত আমার অনুমতি আমার নিকট হ'তে মুক্ত হ'য়েছে! তবে আবার অনুমতির অপেক্ষা কেন? যাও সতী-কুলেশ্বরি, সতীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাও। তবে—দেখ' শিবমনোমোহিনি, মানবের সমাজে গমন ক'র্‌ছ, অতি সাবধানে থেক, কিছুতেই যেন তারা পরিচয় না জান্‌তে পারে। সংসারের শ্রেষ্ঠজীব মানব সব ক'র্‌তে পারে! তারা ভক্তি-বলে শেষে যেন তোমার সাধের কৈলাসকে ভুলিয়ে না দেয়, ভোলানাথ যেন পর না হয়।

ভগবতী। গীত

কারে পর ভাবিব পরাৎপর, ভোলা-ভাবে ভুলে আছি পাগলিনী।
ভবে সেই ভাবে যাব, দ্বারে দ্বারে গাব, সতির গুণকাহিনী॥
সতীর পরীক্ষা-কালে, মুছাব নয়ন-জলে,
জাগ সতি জাগ ব'লে—তারে নিব কোলে শূলপাণি—
আমায় দাও হে বিদায় সতীপতি ডাকে আমার সতীনন্দিনী॥

[প্রস্থান।

মহাদেব। সতি! সতীর জন্য চ'ল্লে? আমি তবে কিরূপে স্থির থাক্‌ব! আমাকেও যে শৈব গদাপাণি কাতরঅন্তরে শিব শম্ভু ব'লে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ ক'রে আহ্বান ক'র্‌ছে। আমিও পূর্ব্ব হ'তে প্রস্তুত হ'য়েছি! তারা! তুমি সতীর জন্য পাগলিনী সেজেছ, আমিও শৈব ভক্ত গদাপাণির জন্য পাগল সেজেছি! তুমিও মর্ত্ত্যে গিয়ে মানবী-লীলায় মত্ত হ'বে, আমিও মর্ত্ত্যে গিয়ে তোমায় সেই লীলায় যোগদান ক'র্‌ব। তবে তোমাকেও আমি আত্মপরিচয় দান ক'র্‌ব না! আমি একটা পাগল, লোকে এই বুঝ্‌বে। তুমিও মহামায়া, আমায় পাগল ভেবে আপন মায়ায় মুগ্ধ থাক্‌বে। আমি তোমায় ভুল্‌তে পার্‌ব না। বৈরাগী সন্ন্যাসী শঙ্কর তোমার জন্যই সংসারী!

গীত

সতী গেলে ত চ'লে, না গেলে ত ব'লে, পাগল কার তরে সন্ন্যাসী।
বল বা না বল, ভাবব্রহ্মময়ি, ভাবে ব'লে ক'রেছ তুমিই আমায় উদাসী॥

আপন ভাবে হইনি পাগল, হরি ব'লে খেল্‌তাম কেবল,
তোমায় পেয়েই হ'তাম বিভোল, এমন তোমার ভালবাসাবাসি।
আমি জাগিয়ে ঘুমায়ে দেখি সদাই তোমার রূপের রাশি॥

সতি! যাও, যাও, আমিও তোমার অনুসরণ ক'র্‌লাম।

[প্রস্থান।

গীত

প্রমথগণ। চলো বাবা ভাবে ভুলে আমরা কেন থাক্‌ব আর।
ভৈরবীগণ। আমাদের মা গিয়েছে আগে থেকে, মা আমাদের আমরা মা'র॥
প্রমথগণ ভাই রে ভাই আমরাও যাব, কি সুখে আর ঘরে রব,
সবাই যাব সবাই যাব, কৈলাস হ'য়ে থাকুক অন্ধকার।
সকলে। রত্নপ্রদীপ থাক্‌ নিবাণ মা বাপ এলে জ্বাল্‌ব আবার॥

[প্রস্থান।

———(:০*০:)———

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

শিকারী বেশে রাজা চণ্ডেশ্বর ও জয়কেতুর দ্রুতপদে প্রবেশ।

চণ্ডেশ্বর। জল্—জল্—একটু জল আন জয়কেতু! আমি অতিশয় পিপাসিত, প্রাণবহির্গমনের উপক্রম হ'য়েছে! হায়, তাহ'লে বন্যবরাহের অত্যাচার সম্পূর্ণ মিথ্যা!

জয়কেতু। মিথ্যা বৈকি রাজাবাহাদুর! এখন বুঝ্ছি, আপনাকে শিকারে নিয়ে আসা এ সব দুষ্ট মন্ত্রীদিগের কূট ছলনা! দেখুন না, প্রধান মন্ত্রী আনন্দবরুয়ার আকেলটা, মহা-রাজকে একপথে পাঠিয়ে দিয়ে আর একপথে সে সব রাজ-অনুচর

আর আর শিকারীদের নিয়ে কেমন সটকাল। যে ক'টা আমাদের সঙ্গে দিলে, সে কটাও—ও বাবা একেবারে গা ঢাকা!

চণ্ডেশ্বর। জয়কেতু, মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে যে আসামের রাজপরিবার একেবারে উৎসন্ন যেতে ব'সেছে, একথা তুমি কেন—রাজ্যের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও তা বুঝ্‌তে পেরেছে। কিন্তু হায়, তা বুঝ্‌লে আর কি হবে! দুরাত্মা মন্ত্রিগণের যে সমুদয় রাজশক্তি করতলগত। আমরা তাদের হস্তের ক্রীড়ার কন্দুক! উঃ—প্রাণ যায় জয়কেতু! আমার জন্য একটু জলের ব্যবস্থা কর। তা না হ'লে—এ নিদারুণ পিপাসা আর সহ্য করা যায় না!

জয়কেতু। তাই ত—মহারাজ, জল? এ বনের মধ্যে জল পাওয়াই বড় বিষম কথা হ'চ্চে—কিন্তু মহারাজ, মন্ত্রীদের এ সকল দুর্ব্ব্যবহারের কথা আমি আপনাকে প্রতি পদে জানিয়ে জানিয়ে আস্‌চি। যেদিন মহারাজ চক্রধ্বজের মৃত্যু হ'ল, সেই দিন হ'তেই কয়েকটা মন্ত্রীর এই রাজ্যের প্রতি বিশেষ লোলুপ-দৃষ্টি হ'য়েছিল। একথা আমি বুঝ্‌তে পেরেই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ চক্রধ্বজের পুত্র চন্দ্রধ্বজ রাজকুমারকে ব'লেছিলেম; তিনি ত আর আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌লেন না। তার ফলও কথায় কথায় ঘ'ট্‌ল—তিন মাসও রাজ্য ক'র্‌তে হ'ল না। তারপর তাঁর তিন সহোদর তাঁরাও পর পর রাজা হ'য়ে ঐ দুষ্ট মন্ত্রিগণের কৌশলে একে একে নিহত হ'লেন। তখন আসামবাসীর বুঝ্‌তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রৈল না। বিশেষতঃ—

চণ্ডেশ্বর। বিশেষতঃ আর কি জয়কেতু, এ সকল ঘটনা আমি

সকলই বিদিত হ'য়েছিলেম, তারপর পাপাত্মারা যখন আমার পিতা পূজ্যপাদ গঙ্গাব্রহ্মকে রাজা ক'রে তাঁকে একটী কাষ্ঠের পুত্তলিকা ক'র্‌তে মনস্থ ক'র্‌লে, যন্ত্রবৎ পরিচালন ক'র্‌তে প্রয়াসী হ'ল, তখন পিতা ধূর্ত্তগণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত বহু ষড়যন্ত্র ক'র্‌লেও পরিশেষে কালচক্রে তাঁরই পরাজয় সংঘটিত হ'ল! আহা—তারপর অন্নদ্রোহী রাজদ্রোহী পিশাচগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে পিতার অদ্ভুত মৃত্যু! বিষান্ন প্রদানে—উঃ! জল দাও—জল দাও, দেখ—জল অন্বেষণ কর!

জয়কেতু। তাই ত মহারাজ, সৈন্যসামন্ত কারেও ত দেখ্‌তে পাচ্চি না; জল—তাই ত! এ যে গভীর বনপথ!

চণ্ডেশ্বর। উঃ! জয়কেতু, তুমিও বুঝি এ সময় মন্ত্রি-দলের সহিত যোগ দান ক'র্‌লে! এখন বুঝ্‌ছি—এ বিপদসঙ্কুল পথে আনয়ন আমার সংহারের নিমিত্ত! জলাভাবে প্রাণ গেল! পিতাও মৃত্যুকালে "জল জল" ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আর আজ আমিও সেই দশায় উপস্থিত হ'য়েছি!

জয়কেতু। (স্বগত) তাই ত মন্ত্রীরা কি তবে রাজাকে এই ভাবে হত্যা ক'র্‌বে ব'লে আজ শিকারে এনেছিল! ও বাবা, তা হ'লেই ত চিত্তির! তা আমার তাতেই বা চিন্তা কি; রাজার যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, তাহ'লে আবার মন্ত্রিদলের সঙ্গে ভিড়ে গেলেই হবে। আমার কথার দৌড়ে মন্ত্রী ত মন্ত্রী—মন্ত্রীর বাবা মহামন্ত্রীরও পেরে উঠা ভার। যাক্, এখন রাজার কি করা যায়! দেখি রাজার যদি কোন রকমে প্রাণটা রক্ষা ক'র্‌তে পারি। (প্রকাশ্যে) তা

মহারাজ! যাই বলুন, আমি ত আপনাকে ছাড়া আর কারুকে জানিনে, ভগবান বিচার ক'রবেন।

চণ্ডেশ্বর। ভগবান—ভগবান কি আছেন? আর যদিও থাকেন, তাহ'লে তিনিও অন্ধ হ'য়েচেন। জল দাও, জল দাও—

জয়কেতু। (স্বগত) আরে বাপ—এ যে দেখ্‌চি, জলাভাবে খাঁচ! নিশ্চয়ই মন্ত্রীরা রাজাকে কিছু খাইয়ে দিয়েচে! গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্চে না। আমি একটু স'রে পড়ি। কি জানি, আবার যদি জল এনে দিয়ে মন্ত্রীদের কোপে পড়ি, তাহ'লে ত তারা একদিন আমারও এ দশা ক'রতে পারে। (প্রকাশ্যে) তাহ'লে রাজাবাহাদুর, আমি একটু জলের চেষ্টায় যাব কি? আপনার কি নিতান্তই জল-তৃষ্ণা পেয়েছে? তাই ত, তাই ত এমন বনে—এমন জলতৃষ্ণা পেলে কেন? তাই ত মন্ত্রীরা কিছু ক'র্‌লে নাকি?

চণ্ডেশ্বর। সে বিবেচনা কর্‌বার সময় নাই। শীঘ্র জল আন, নতুবা প্রাণ যায়; উঃ জয়কেতু! জল। (উপবেশন)

জয়কেতু। (স্বগত) না, অবস্থা আর বড় ভাল নয়। এখানে আর কোথায় জল পাব। তবে চ'ল্লুম রাজাবাহাদুর! জল আন্‌তেই চ'ল্লুম! এখন পেলে হয়।

[প্রস্থান।

চণ্ডেশ্বর। উঃ, জলাভাবে আজ আমার প্রাণ যায়! দুরাত্মা মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে আজ আসাম-রাজ চণ্ডেশ্বর এই বিজন বনপথে সহায়হীন, শক্তিহীন, নিতান্ত দুর্ব্বল! কে এমন ভাবতে পারে,

বন্যবরাহের অত্যাচার নিবারণ ক'র্‌তে এসে আমায় আজ এই দুরবস্থায় পতিত হ'তে হবে। হায়! শিকার ক'র্‌তে এসে নিজেই অন্য শিকারীর হাতে আত্মজীবন উৎসর্গ ক'র্‌চি।

বিষাক্ত ফলা হস্তে বেগে গুপ্তঘাতক
শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। এই যে—এই যে শিকার এখানে ব'সে! তুমি নাকি বড় চতুর রাজাজি! মন্ত্রিদলের মধ্যে শিবরামকেই অনেক দিন বিশ্বাস ক'রে আস্‌ছ! এখন এই বিষের ফলার সঙ্গে সঙ্গে যমের বাড়ী গিয়ে সেই বিশ্বাস একেবারে মিটিয়ে ফেল!

(চণ্ডেশ্বরের বক্ষে বিষাক্ত ফলার আঘাত)।

চণ্ডেশ্বর। উঃ, প্রাণ যায়! শিবরাম! তোর এই কাজ?

শিবরাম। হাঁ রাজাবাহাদুর, আমার এই কাজ!

চণ্ডেশ্বর। এখনও যে বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না—শিবরাম, তুই আমার প্রাণহন্তা?

শিবরাম। মন্ত্রিদলের মধ্যেও ঐরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হয় রাজাবাহাদুর! তারাও আমাকে অতি বিশ্বাসী ব'লে বিশ্বাস করে; আর তুমিও আমায় অতি বিশ্বাস ক'র্‌তে, কিন্তু আমি তোমায় কোন দিন, "আমাকে বিশ্বাস কর" ব'লে অনুরোধ করিনি; তুমি নিজেই আমায় বিশ্বাস করেছিলে। তাতে আমার অপরাধ কি? আমি এখনও তোমার কাছে শপথ ক'র্‌চি রাজাবাহাদুর, আমি

দস্যু, নরাধম চণ্ডাল, নিষ্ঠুর পশুপ্রকৃতি দুর্বৃত্ত বটি, কিন্তু আমি বিশ্বাসহন্তা নই।

চণ্ডেশ্বর। উঃ, বড় যন্ত্রণা শিবরাম!

শিবরাম। যন্ত্রণা হবে বৈ কি রাজাজি? যে ফলা তোমার বুকে আমি আঘাত ক'রেচি, এ বিষাক্ত শাণিত ফলা। যার একবার রক্তের সঙ্গে এ ফলার অগ্রভাগ মিশ্রিত হবে, তার আর কিছুতেই জীবন রক্ষার উপায় থাক্‌বে না।

চণ্ডেশ্বর। তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি শিবরাম! জীবন ত যাবেই; কিন্তু একটী কথার তুমি আমায় উত্তর দাও। আমি তোমায় যে বিশ্বাস ক'র্‌তাম, মাত্র সেই বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ সেইটীই আমি প্রার্থনা ক'র্‌চি। আমি ত জন্মের মত যাচ্চি, তাই একটী সত্য কথা জেনে যেতে চাই. তুমিই কি আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্যগণকে মন্ত্রিগণের পরামর্শক্রমে হত্যা ক'রেছিলে শিবরাম?

শিবরাম। হাঁ রাজাজি। আমি প্রধান মন্ত্রী আনন্দবরুয়ার সহিত বন্ধুত্ব ক'রে সত্যবন্দী হ'য়েছিলাম, তাতে আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না! কেবল বন্ধুত্বের প্রতিদান। সে ভালবাসায় স্ত্রীহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—গুরুহত্যা ক'র্‌তেও পশ্চাদ্‌পদ হইনি।

চণ্ডেশ্বর। শিবরাম! বন্ধুত্বের প্রতিদানে তোমার প্রশংসনীয় হ'লেও অন্নদাতা পিতা বিশেষতঃ রাজ্যের রক্ষক মহারাজগণকে হত্যা করা তোমার গৌরবের কথা নয়, একথা বোধ হয় তুমিও স্বীকার কর!

শিবরাম। খুব স্বীকার করি, বিশ্বাস করুন, খুব স্বীকার করি!

এরূপ স্বীকার করি যে, তার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে আজ প্রস্তুত হ'য়েছি।

চণ্ডেশ্বর। আর না শিবরাম, বড় যন্ত্রণা! আমি তোমায় সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও বিশ্বাস ক'র্‌তুম, যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ ক'র্‌তে অঙ্গীকৃত হও, তাহ'লে এখনও আমি সেই বিশ্বাস ক'রে ভবধাম ত্যাগ ক'র্‌ব। স্নেহের গদাপাণি রৈল, দেখ'! এখন এই অবস্থায়—দেখ্‌তে পাচ্চ শিবরাম, আমার চক্ষের নীলতারা বাহিরে আস্‌ছে—দেখ্‌তে পাচ্চ শিবরাম, জিহ্বার অবস্থা কি? ক্ষত স্থানের রক্তধারা আর প্রশমিত হ'চ্চে না, সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌ছে! তাই ব'ল্‌ছি, এ অবস্থায় বোধ হয় তোমায় আমি এখন বিশ্বাস করে যেতে পারি শিবরাম! আমার প্রাণাধিক পুত্র শান্ত-মতি গদাপাণির রক্ষার ভার তোমার। জল দাও, উঃ, শিবরাম! সব বুঝেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুমনি! যাই শিবরাম। বাবা শিবশম্ভু! অন্তিমকাল উপস্থিত, দেখা দাও, জ—ল— (মৃত্যু)

শিবরাম। রাজাবাহাদুর! চলে গেলে? ফুটন্ত গোলাপ একটুকু আতপ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লে না? আমি তোমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে বলিনি, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে। আমার মুখের একটা কথায় আবার তুমি আমায় সেই বিশ্বাস ক'রে আপনার বংশের দুলালকে আমারই হাতে রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পদ্মপলাশ চক্ষু চিরদিনের তরে মুদ্রিত ক'র্‌লে, আর প্রসন্নপ্রাণে পোড়াপাপের পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলে? আর আমি কি ক'র্‌লুম? তুমি মৃত্যুতেও শান্তি অনুভব ক'র্‌লে, আর আমি

জ্যান্ত থেকে জ্বল্‌তে থাক্‌লুম? আনন্দবরুয়া—বন্ধু, ভাই, তোমার এমন কাজ! সরল প্রাণে সরল জ্ঞানে তোমাকে লাভ ক'রে আজ আমার এই দুর্দ্দশা হ'ল। উ হু—হু—জ্বলে যাচ্চে—অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে যাচ্চে। ছয় ছয়টী নিরপরাধ রাজহত্যা ক'রেচি, কেবল আনন্দবরুয়া তোর ভালবাসায়! তোকে ভালবাস্‌বার আজ আমার এই পুরস্কার। এখন—এখন—এখন করি কি? এ বিষাক্ত ফলায় আত্মঘাতী হব'? না—না—আত্মহত্যা ক'র্‌লে ত প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না। প্রায়শ্চিত্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই! নরকেও যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। নরক অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর যাতনা নিতে হবে, তবে যদি এ নরশ্রেষ্ঠরাজ-হত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। আর কি—আর কি—মৃত মহারাজের অন্তিম বাক্য তাঁর প্রাণের প্রাণ স্নেহের মাণিক গদাপাণির প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে হবে! দুর্বৃত্ত মন্ত্রিদলের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, আর কি—আর কি—আর যেন কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আরও যেন কিছু দু' একটা আমার ক'র্‌বার আছে। কি আছে—কি আছে—কেন আমার মাথায় আস্‌ছে না? হাঁ—হাঁ—উপস্থিত মহারাজের সৎকার ক'র্‌তে হবে! তারপর—তারপর আর কি, অহো হো—অনেক অনেক—আমার করণীয় অনেক—আমার প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন অনেক! কে তুমি—কে আস্‌চ!

জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু।—ক—ক—ল বা—বা—রাজার বড় তেষ্টা পেয়ে-

ছিল! রাজার জন্যে জল আন্‌তে গেছনু বাবা। ও বাবা—এ যে কুপোকাত রে! হাঁ বাবা, তুমি বুঝি এ বেটাকে সাবাড় ক'রেচ? তা—তা—বেশ ক'রেচ? বেটা ভারি শয়তান ছিল! কি করি বাবা; এ বেটার অন্ন খেয়েছি, কাজেই একটু জল আন্‌তে গেছনু! তা তুমি বুঝি মন্ত্রাদের দলের লোক। তা আমিও তাদের বুঝ্‌লে, এখন চল্‌, সাবড়ান ত হ'য়েছে। এখন এখান হ'তে সরে পড়ি।

শিবরাম। নিমকহারাম,—না—না; নিমকহারাম নয় কে? সংসার স্বার্থের দাস! মানুষ একদিকে যত বড়, আর দিকে তেমনি ছোট—তেমনি ছোট! যার চেয়ে আর নীচু হ'তে পারে না। না ভাই, অপরাধ হ'য়েছে, দুর্ব্বাক্য ব'লেছি, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর! রাজার অন্ন তুমিও খেয়েছ, আমিও খেয়েছি; একবার ধর্ম্মের দিকে চেয়ে দেখ! এস, এস, একবার কর্ত্তব্যের পাষাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি এস! আমি মন্ত্রীদের দলের লোক বটি, এখন আর নই। চোখ ফুটেছে, চ'খের কাজল মুছে গেছে! আর অন্ধকার নেই! এবার রাজার জন্যে জীবন দিয়ে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব। আর কেউ রাজহত্যা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আজই রাজকুমার গদাপাণিকে এ পাপরাজ্য হ'তে সরাব; এখন ধর, মহারাজের সৎকার করিগে। ভাব্‌ছ কি!

জয়কেতু। না, না, ভাব্‌ছি না; (স্বগত) ভালই হ'য়েছে; এ সকল সংবাদগুলো মন্ত্রীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে ভিড়্‌তে পার্‌ব। জয়কেতু বাবা শুলোনা জলে পা দেয় না। তবে আজ গতিকে পড়ে বুঝি মড়া বৈতে হয়।

শিবরাম। ধর, জান আমার নাম শিবেবরুয়া।

জয়কেতু। (আঁতকাইয়া) ও বাবা, ধ'র্‌ছি; (স্বগত) একবার বেটার হাত হ'তে পরিত্রাণ পেলে হয়, তারপর বুঝ্‌ব, তুমি কেমন শিবরাম, আর আমি কেমন জয়কেতু। (মৃত দেহ ধারণ)।

শিবরাম। তাই ধর। তুমি না এলেও শিবরাম একাই এ সকল কার্য্য সম্পাদন ক'র্‌ত। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল।

জয়কেতু। (স্বগত) বেটা মড়া ব'ইয়ে ছাড়্‌লে মশায়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত

সই লো সই ঠিকে যেন হয় না ভুল।
প্রেমের নৈবেদ্য হেরিয়ে মদন, আসে রতি নিয়ে হ'যে আকুল॥
মিলন-মলয় আপনি বয়, বিরহের গীতি কোকিল গায়,
আবেশে হাসে কুসুমচয়, আনন্দে গুঞ্জে ভ্রমরকুল॥

জনৈক সখীর প্রবেশ।

জনৈক সখী। এ তোদের কেমন গান লা; পুরোণ মান্ধাতা আমলের সেই মলয় বাতাস, কোকিলের গান, আর ভোমরার ডাক!

নূতন কি হ'ল? এখন যে নূতন না হ'লে যুবক-যুবতীদের আর প্রেমের বন্যা বয় না। যা হয় তা কর, কিন্তু নূতন চাই। বল্ না ভাই, কাট্‌কাপাসী দেখনহাসি, কথাগুলো মিছে ব'ল্‌চি?

১ম সখী। তাই বোন; আজকালের নূতন নূতন ছুঁড়ীদের নানা ভঙ্গি। পরম ইষ্টদেব স্বর্গের দেবতা স্বামীকে তাঁরা দাদা—ভাই সম্বোধনে নূতন সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

৩য় সখী। আবার আজকালের গুণের অবতার স্বামীরাও তেমনি সহধর্ম্মিণী স্ত্রীকে দিদি—বোন সম্বোধন ক'রে থাকেন।

২য় সখী। তা হ'ক্ গে বোন, নূতন ত? প্রেমের ধারা নিত্যি নূতন না হ'লে মিষ্টি হয় না।

১ম সখী। এ কথা একবার বৌ রাণী জয়মতীকে বলিস্ দেখি, কেমন তোমায় মিষ্টি বাসে!

২য় সখী। তাঁর ধারাকারার কথা ছেড়ে দে বোন! সমস্ত বয়সের ছুঁড়ী যেন বশিষ্ঠ দেবের অরুন্ধতি মা ঠাকৃরুণ। না আছে একটু ফূর্ত্তি, আর না আছে একটু আমোদ—কেবল জপ আর তপ! স্বামীর সুখ—স্বামীর শান্তি ব'সে ব'সে ভাব্‌ছেন। অমন যে সোনার চাঁদ দু'টী ছেলে, তাদের উপরেও বিশেষ দৃষ্টি নাই। রাজকুমারও আবার তেম্‌নি, দিনরাত্রিই কেবল ভাবেন, আমোদ আহ্লাদ তাঁরও যেন চক্ষের বালাই।

৩য় সখী। সত্যি বোন, রাজকুমার কি ভাবেন বল্ দেখি? দেখিস্ না, তেমন যে চাঁপা ফুলের মত রং, তা যেন দিন দিন কালি

প'ড়ে যাচ্চে। তেমন যে ননীর মত কোমল মূর্ত্তি, তা যেন দিন দিন কাঠ হ'য়ে যাচ্চে।

২য় সখী। ও সকল ভাই, বড় লোকের বড় ভাবনায়। আমরা চুনো পুঁটি, তার ওপর কেমন ক'রে বুঝ্‌ব বল? তার চেয়ে দু' একটা ফূর্ত্তি গোছের গান টান করি আয়। মন বেশ খুসীতে থাক্‌বে।

৩য় সখী। তা ব'লে পুরোণ কাসুন্দি বের কর' না। নূতন রকমের, নূতন ঢংয়ের গান চাই ধন! তা না হ'লে ভাল হবে না।

সকলে। গীত

বেশী পীরিত নয় ক' ভাল রাই।

৩য় সখী। চুপ, চুপ, ঢের হ'য়েছে; ও বাবা, এ যে আবার মান্ধাতারও আগেকার। র'ক্ষে কর উর্ব্বশী-রম্ভা; আর তোমাদের গান গেয়ে কাজনি!

১ম সখী। হ'ল না? তবে (কর্ণে কথন) এই গান গাই আয়।

সকলে। গীত

বড় বিরহ বঁধু, গা করে ছম্ ছম্।

৩য় সখী। মরণ, গানের ভঙ্গী দেখ! এমন গান কার বাঁধা লা? সে কবিওয়ালার যদি একবার দেখা পেতুম, তাহ'লে খেংরে তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতুম।

১মসখী। ওলো, তবে সেই গানটা। (কর্ণে কথন)

গীত

সকলে। আঙুরের রসে ভিজ্যান প্রণয় ভেরান ক'রেছে প্রেমিকবর

৩য় সখী। এটা তত মন্দ হবে না।

সকলে। নীলবসনা হেমাঙ্গী ললনা আয় লো আয় ধর্ ধর্ ধর্॥

১ম সখী। লাগ্‌ছে কেমন?

সকলে। তুই নোস্ লো কচি খুকি, কটাক্ষে মদন ডাকি,
ক'র্‌তে পারিস পলকে লো আশৈলবসুন্ধরা থর্ থর্ থর্॥

৩য় সখী। এ কবিকে শীঘ্রই কিছু উপঢৌকন প্রেরণের ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হ'লে আমাদের মত রসরঙ্গিনীদের সম্মানের ত্রুটি হবে। এতে ন্যায়দর্শন, বেদবেদান্ত, বিজ্ঞান সব র'য়েছে, বিশেষতঃ ছন্দ-বন্দ অতি মধুর।

জয়মতী ও গদাপাণির প্রবেশ।

জয়মতী। অতি মধুর হ'লেও হৃদয় অতি চঞ্চল হ'য়েছে বোন! তোমরা একটু বিশ্রাম কর গে।

৩য় সখী। ওলো আয় লো আয়। (জনান্তিকে) এ চঞ্চলতার ভাব কি বুঝ্‌লি অম্বিকে! মাগ-ভাতারের প্রণয়-কথা হবে।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

জয়মতী। হৃদয়সর্ব্বস্ব! ওরূপ বিমলিন মুখ দেখ্‌তেও বড় কষ্ট

হ'চ্চে! শরতের চাঁদ মেঘে ঢাকা থাক্‌বে কেন? সুখের বসন্তে কোকিল গান গাইবে না কেন?

গদাপাণি। চাঁদ যে গুরুপত্ন্যপহারী মহাপাপী; তাই মেঘ মাঝে মাঝে এসে তার মুখ ঢেকে ফেলে, সকল সময় দেখ্‌তে দেয় না। কোকিল বড় প্রেমিক, তাই সে সুখের বসন্তে বিরহ্-মিলনের মধুর মিলন ক'র্‌তে সকল দিন প্রাণের উচ্ছ্বাস বা'র করে না জয়মতি! জয় শিব-শম্ভু!

জয়মতী। ভুলালে চ'ল্‌বে না; ব'ল্‌তে হবে, কেন আপনার আজ ভাবান্তর! মা দুর্গা কি আপনাকে দিনরাত্রি ভাবাবেন?

গদাপাণি। ভাবান্তর কেন? জানি না জয়মতি, ভাবান্তর কেন! প্রাণে যেন কেমন হতাশের বাতাস হুহু ক'রে ব'য়ে যাচ্চে! কে যেন কে পাগলিনী নিরাশায় শোকের গান বেদনার সুরে কানে এসে গাচ্চে! কে যেন কে পাগল হাহাকারের ধুধূ শ্মশান বুকের ভিতর দেখিয়ে দিচ্চে! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কল্পনাতেও আন্‌তে পার্‌ছি না—কেন দুর্লক্ষণের অভিজ্ঞান এত আমায় অনুভব করাচ্চে। তাতে পিতা আজ বন্যবরাহ শিকারে মহারণ্যে গমন ক'রেছেন, নীচমতি মন্ত্রী আনন্দবরুয়া নাকি তাঁর অনুসঙ্গী হ'য়েছে। শুন্‌লাম, পিতার শিকারে যাবার তত অভিমত ছিল না; কেবল প্রজামনোরঞ্জনে ভাবী বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আনন্দবরুয়ার মতে শিকারে বহির্গত হ'য়েছেন। দু'দিন হ'ল, এখন পিতা প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন না! কি জানি, বাবা শিব-শম্ভুর মনে কি আছে!

জয়মতী। পিতা পাপিষ্ঠ আনন্দবরুয়াকে সঙ্গে নিলেন কেন? যে দুরাত্মা ষড়যন্ত্রে আসামের রাজবংশকে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌লে, সে কালসর্পকে তবু তিনি চিন্‌লেন না?

গদাপাণি। না জয়মতি, তুমি বোঝ না, পিতা সঙ্গত কার্য্যই ক'রেছেন। বর্ত্তমান কালে সমুদায় রাজশক্তি মন্ত্রী আনন্দবরুয়ারই করতলগত। তার বিরুদ্ধে বা অনভিমতে পিতৃদেব কোন কার্য্য ক'র্‌লে, আমরা যে পিতার আশা এখনও ক'র্‌ছি, সে আশা এতক্ষণ বহুপূর্ব্বে ধ্বংস হ'ত। ক্রূর কালসর্পকে স্ব ইচ্ছায় উত্তেজিত ক'রে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে কার ইচ্ছা হয় জয়মতি! পিতা একান্ত অনভিমত ক'র্‌লে দুষ্টপ্রকৃতি হয় ত জনসমাজে রাজসম্মান দেখিয়ে উপস্থিত পিতার অনুসঙ্গী হ'তে ক্ষান্ত হ'ত, কিন্তু গুপ্তভাবে গুপ্তঘাতুককে পিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ ক'র্‌ত। এতে বরং সে নিকটে থাকায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহজে পিতার অহিত সাধন ক'র্‌তে পার্‌বে না।

পুস্তকহস্তে রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

রুদ্রসিংহ। ব'লে দি? ব'লে দি? মাকে ব'লে দি চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ। ব'লে দি? ব'লে দি? আমি বাবাকে তোমার কথা ব'লে দি?

রুদ্রসিংহ। ওমা, তোমার চন্দ্রনাথ আজ পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে বোকা! লোড়াপাঠের একটা কথাও ব'ল্‌তে পার্‌লে না।

চন্দ্রনাথ। ও বাবা, পণ্ডিতজী ব'ল্লে—দাদার বুরুঞ্জির পড়া একেবারেই হয়নি।

জয়মতী। তোরা দু'জনেই বড় দুষ্ট হ'য়েছিস্!

চন্দ্রনাথ। হাঁ মা, দাদা বড় দুষ্টু!

রুদ্রসিংহ। হাঁ মা, আমি একাই দুষ্টু, চন্দ্রনাথও দুষ্টু নয়?

গদাপাণি। আচ্ছা কে কেমন ঠাণ্ডা ছেলে—আপন আপন পাঠ লেখ দেখি?

চন্দ্রনাথ। আমি গোড়া থেকে লিখে যাই, কেমন বাবা! দেখ না, কার আগে লেখা হয়। (লিখন)

রুদ্রসিংহ। তাতেই বোঝা যাবে। চন্দ্রনাথ, যেন ধিং হ'য়ে উঠেছে। (লিখন)

জয়মতী। আপনি কেন পিতার অনুসন্ধানে গুপ্তচর প্রেরণ ক'র্লেন না?

গদাপাণি। গুপ্তচর। হায় জয়মতি! দুরাত্মা আনন্দবরুয়া কি আমাদের স্বপক্ষীয় প্রজাগণকে আমাদের নিকটে রেখেছে? তারা রাজধানীর বাহিরে। বিশেষতঃ এখন আসাম রাজ্যের যে অবস্থা, তাতে কে আমাদের স্বপক্ষ আর কে আমাদের বিপক্ষ, তা বুঝ্বার উপায় নাই। যাকে হয় ত স্বপক্ষ ব'লে নিশ্চয় ক'রে গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'র্ব, সে হয় ত আনন্দবরুয়ার পক্ষভুক্ত, আমাদের বিপক্ষীয় ব্যক্তি; সুতরাং রাবণের চিতার মত জলন্ত চিতা নিয়ে আমাদের দিনরাত্রি জ্বল্‌তে পুড়্‌তে হবে। সে চিতার আর নির্ব্বাণ নাই। বাবা শিব-শম্ভুরও ইচ্ছা তাই।

চন্দ্রনাথ। আমরা অহমবাসী; মোদের লগে পারিব কে?

(পাঠ করিতে করিতে লিখন)

জয়মতী। সকলই বাবার ইচ্ছা নাথ! তার জন্য ভাব্‌চেন কেন? মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মানুষের বাসনা কোন্ কালে পূর্ণ হয় নাথ! কোটী কোটী লোকে ত উচ্চপদ প্রার্থনা ক'র্‌ছে, কিন্তু কয় জনের আশার পূরণ হ'য়ে থাকে? মা যে আমার ইচ্ছাময়ী নাথ!

চন্দ্রনাথ। এই মা, দেখ ত কেমন আমি লিখিচি? দাদার এখনও হয়নি!

রুদ্রসিংহ। না, হয়নি, এই দেখ ত আমি কত লিখেছি।

জয়মতী। এত বর্ণাশুদ্ধি! রুদ্রসিংহ, তোমারই বড় ভুল। যাও, একটু খেলা ক'রে এস গে। সরমার কাছে খাবার খেয়ে যেও।

রুদ্রসিংহ। না, আমি না লিখে যাব না। কেন মা, আমার তাড়াতাড়িতে লিখ্‌তে ভুল হয়?

গদাপাণি। একটু মনোযোগ দিলে আর ভুল হয় না। এখন যাও, খাবার সময় খেতে হয়, খেলার সময় খেল্‌তে হয়, পড়ার সময় প'ড়্‌তে হয়। যারা সময়ের সৎব্যবহার করে, তারাই সংসারে উন্নতি লাভ ক'র্‌তে পারে।

চন্দ্রনাথ। এস না দাদা, তুমি বড় এক গুঁয়ে।

রুদ্রসিংহ। আহ্লাদে পুতুল আমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়মতী। মহামায়ার কি সৃষ্টি নাথ! কোথা হ'তে এ আনন্দের ধারা দু'টী এ দুঃখের মরুকে রসাতে এল? বাছাদের যখন দেখি, তখন তাদের অর্দ্ধস্ফুট মধুর কথাগুলি শুনি, অমনি আমি শোক-দুঃখভরা সংসারের স্মৃতি একেবারে ভুলে যাই।

গদাপাণি। আমার পক্ষে সব বিপরীত জয়মতি! আমি যখন বাছাদের দেখি, তখনি শোকের স্রোত আমার হৃদয়ে আপনা হ'তে ভীষণ ভাবে আঘাত ক'র্‌তে থাকে। মনে হয়, হা ভগবান, কেন আমার ঔরসে এমন দেবকান্তিবিনিন্দিত পুত্র দু'টীকে প্রদান ক'রে ছিলে? কোন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ভাগ্যধরকে প্রদান ক'র্‌লে এদের পরমায়ু থাক্‌তে আয়ুহীন হ'ত না! হায় জয়মতি, আমরা যে রাহুকবলিত আসাম-রাজ্যের রাজা! সুতরাং আমাদের পুত্রের আর জীবনধারণের আশা কি আছে? বাবা শিব-শঙ্কর!

বেগে রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

রুদ্রসিংহ। ওমা—ওমা; একটা পাগল।

চন্দ্রনাথ। ওমা, পাগল বলে কি না, একটা গান শুন্‌বি?

রুদ্রসিংহ। ওমা, পাগলটা আবার বলে কি, তুই আমার গদাপাণির ছেলে? তোর বাপ কেমন আছে রে?

চন্দ্রনাথ। ওমা, আমার আবার চুম খেয়ে বলে, তুই বুঝি আমাদের জয়মতীর ছোট ছেলে? তোর মা কেমন আছে বল দেখি?

রুদ্রসিংহ। আবার বলে, একবার তোর বাপের সঙ্গে আমি দেখা ক'র্ব।

গদাপাণি। সে পাগল এখন কোথায় বাবা!

ছদ্মবেশী পাগলের প্রবেশ।

পাগল। জয়মতীর ছেলে দু'টো বড় দুষ্টু, আমায় "পাগল পাগল" ব'লে ক্ষেপিয়ে দিলে! গদাপাণি তুই ভাল আছিস?

গদাপাণি। (স্বগত) এ কে পাগল! যেন কথাগুলি ভাল-বাসা মাখান! (প্রকাশ্যে) তুমি কে বাবা! এ রাজ্যে এক পিতার ভিন্ন এমন স্নেহের সম্বোধন কার'নিকট শুনি না বাবা। তুমি কে বাবা!

পাগল। কেন তোর ছেলেরা ত ব'ল্‌চে পাগল।

জয়মতি। এরা বালক, শিশুপ্রকৃতি বাবা, কাকে কি ব'ল্‌তে হয়, তা ওদের জ্ঞান নেই! ক্ষমা করুন বাবা!

পাগল। বলি, তোরা সব কেমন আছিস্? একবার দেখ্‌তে এলুম, তোদের জন্যই আমার ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিন গেল!

গীত

আমি যে আর ভাব্‌তে পারি না।
ক্ষেপা তুই এমন ভেবে বাঁচ্‌বি ক'দিন, ভাবনাতে ঘুম দিলি না।
আমি জন্মে ছিলুম অথৈ জলে, ভেসে ভেসে লাগলুম কূলে,
ঘর বাঁধিনু মনের ভুলে, সে ঘরে আর থাকতে হ'ল না,
সেথা যে দিনরাত্রি ভূতের কোঁদল, কেন ক্ষেপা আগে ভাব্‌লি না।

আমি কে কোথায় ছিলুম, কেন বা এ ভবে এলুম,
সুখ-দুঃখকে কেন নিলুম, ভালবাসলুম কেন বাসনা,
আলো-আঁধার যে ভবের মেলা, ক্ষ্যাপা তুই তারে বুঝ্‌লি না ॥

দূর, দূর, তোরা সব আমারই মত, আমার এখানে ব'ন্‌বে না।।

[প্রস্থান।

জয়মতী। যথার্থই পাগল।

গদাপাণি। ভাবুক পাগল। গানটী অতি আধ্যাত্মিক। ওর গভীর তত্ত্ব বর্ণে বর্ণে ছন্দে বন্দে যেন মুক্ত তরঙ্গের মত খেল্‌ছে।

শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। রাজনন্দন, আমার নাম শিবে বরুয়া!

রুদ্রসিংহ। ওমা, খুনে খুনে!

চন্দ্রনাথ। ওমা. বড় ভয় পাচ্চে, আমাদের খুন ক'র্‌বে?

শিবরাম। ভয় নেই, আমি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

গদাপাণি। তাহ'লে তুমি অন্তঃপুরে কেন?

শিবরাম। আপনাদের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে।

গদাপাণি। প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে, না প্রাণনাশ ক'র্‌তে? তোমাকে কি আমি চিনি না শিবরাম!

শিবরাম। চিন্‌বেন না কেন রাজপুত্র! এ আসাম-রাজ্যে আমাকে আবার না চিনে কে! নরকের কৃমি, বসুন্ধরার রাক্ষস, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডাল শিবে বরুয়ার নাম শুন্‌তে কারও বাকী নাই। আমার নামে ভূতে পথ দেখায়, তেমন যে জীবসংহারক যম, সেও

আমাকে নিতে ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় নাই রাজকুমার! এখন আর আমি শিবেবরুয়া নই, আপনার পিতা মহারাজ চণ্ডেশ্বর আজ মৃত্যুকালে আমার শিবরাম নামকরণ ক'রে স্বর্গগামী হ'য়েছেন।

গদাপাণি। অ্যাঁ—অ্যাঁ পিতার মৃত্যু হ'য়েছে! কে ব'ল্লে কে ব'ল্লে! বাবা শঙ্কর, একি শুনি! হা পিতা—হা পিতা!

জয়মতী। ও মা দুর্গে! কি ক'র্‌লি মা!

বালকদ্বয়। ও মা—ও মা, দাদা মহাশয় দাদা মাহাশয়! (রোদন)

গদাপাণি। নির্দ্দয় দস্যু! তুমিই ত আমার সেই পিতৃহন্তা?

শিবরাম। হাঁ রাজকুমার; আমিই আপনার পিতৃহন্তা। এই নিন্ তরবারি—আমায় সংহার করুন। শিবে আজ আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'তে পেরেছে। না—না—আসন্নমৃত্যু মহারাজের শেষ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার্‌ব না। আপনাকে আমায় রক্ষা ক'র্‌তে হবে। আপনাকে এইক্ষণেই রাজধানী হ'তে পলায়ন ক'র্‌তে হবে।

গদাপাণি। শিবরাম, পিতা না তোমায় অতি বিশ্বাস ক'র্‌তেন? আমরা তোমার চরিত্র জেনে পিতাকে সে কথা ব'ল্লেও তিনি তা বিশ্বাস ক'র্‌তেন না, তা তুমি জান্‌তে?

শিবরাম। জান্‌তাম।

গদাপাণি। অহো নিষ্ঠুর, তবু তুমি আমার সে পিতাকে আজ হত্যা ক'র্‌তে পার্‌লে? কঠিন, সে সরলবিশ্বাস পিতাকে আমার হত্যা ক'র্‌তে তোমার পাষাণহস্ত ভগ্ন হ'ল না? তোমার বজ্রময় হৃদয় একবারের জন্য কেঁপে উঠ্‌ল না?

শিবরাম। কিছুমাত্র না। আমার হৃদয়কে আমি চিরদিনই বুঝিয়ে আস্‌ছি, তুমি সব কর.কিন্তু কখন বিশ্বাসঘাতক হোয়ো না।

গদাপাণি। ওরে পাপিষ্ঠ. তবে একি তোর বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কে ব'ল্‌বে নয়? একটা বনের জানোয়ারকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে সেও এর সদুত্তর প্রদান ক'র্‌বে।

শিবরাম। যারা শিবে বরুয়ার হৃদয়-দর্পণে মুখ দেখেনি. যারা তার ত্রিসীমায় কখন বেড়াতে সাহস করেনি, তারাই ব'ল্‌বে, কিন্তু রাজকুমার, আমি নরঘাতক চণ্ডাল হ'লেও বিশ্বাসহন্তা নই; এই মনে ক'রে এখনও আমি আমার পাপতাপভরা ক্লান্ত শরীরের শ্লাঘা বোধ করি। আমি কোন দিন, কোন সময়, কোন কৃত্রিমভাবে মহারাজের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য কোন কার্য্য সম্পাদন করিনি—সুতরাং আমি নিষ্পাপ। তিনি আপন বিশ্বাসে আমায় বিশ্বাস ক'রেছিলেন—তার দায়ী আমি নই। তার দায়ী বিশ্বের স্রষ্টা—যাঁর জীবের অন্তরের ভাব বুঝ্‌তে তিলেক সময় বিলম্ব হয় না।

গদাপাণি। এখন তোমায় আমি কিরূপে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি শিবরাম! কিরূপে আমি তোমার কথায় রাজপুরী হ'তে পলায়ন ক'র্‌তে পারি?

শিবরাম। বিশ্বাস করুন রাজকুমার! যাদের প্রাণ নেবার জন্য এতদিন শিবে বরুয়া লোলুপদৃষ্টিতে কাল প্রতীক্ষা ক'র্‌তো, আজ সে তাদেরই প্রাণরক্ষার জন্য শেষ উপদেশ দিতে তাদেরই দ্বারস্থ হ'য়েচে। কি ক'র্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারেন, তাই ব'লুন?

জয়মতী। বাবা! তুমি আমার পিতা, আমি তোমার কন্যা, কন্যাপুত্র, জামাতাকে রক্ষা কর।

শিবরাম। মা, আমি তোর সন্তান, সরল বিশ্বাস কর্ মা! এতদিন শিবে বরুয়া কার' কাছে মাথা নোয়ায়নে, কিন্তু আজ সে তোদেরই প্রাণরক্ষার জন্য তোদের পায়ে মাথা নুয়োচ্চে, সন্তানের উপর সহস্র ঘৃণা পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমা দে মা—ক্ষমা দে। (প্রণাম)

গদাপাণি। তুমি যে আমার পিতাকে হত্যা ক'রেচ, তার নিদর্শন কিছু আছে?

শিবরাম। আছে বৈকি, এই দেখুন, মহারাজের হীরকাঙ্গুরীয়। (প্রদান)

গদাপাণি। হা পিতা, হা পিতা, এখনও আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? শিবরাম, তুই আমার প্রাণ হত্যা কর্! তোর কাছে আমার এই অনুরোধ।

শিবরাম। রাজকুমার! শোকে ধৈর্য্য হারাবেন্ না। বহুক্ষণ হত্যা কাণ্ড হ'য়ে গেছে। এতক্ষণ মন্ত্রিদলের নিকট সে সংবাদ উপস্থিত হ'ল। সে সংবাদ পেলেই তারা আপনাকে রাজা ক'র্‌বার জন্য আহ্বান ক'র্‌বে। তখন আর আপনি পলায়নের সুযোগ পাবেন না। আর আপনি একবার রাজা হ'লে—তখন আপনার মৃত্যু ধ্রুবনিশ্চিত। এখনও মহারাজের মৃত্যু সংবাদ নগরে প্রচারিত হয়নি, প্রচার হ'লে আর রক্ষার উপায় থাক্‌বে না। বিশ্বাস করুন—রাজকুমার, এখনও বিশ্বাস করুন। ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

জয়মতী। প্রভু, বিশ্বাস করুন, আর বিশ্বাস না ক'র্‌লেই বা উপায় কি? বরং বিশ্বাসে প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসে ত জীবন রক্ষার উপায় নাই। তখন আপনি অনুমতি দান করুন, আমি এখনই ছদ্মবেশের আয়োজন ক'রিগে। মহামায়ার বাসনাই পূর্ণ হ'ক্‌ নাথ!

গদাপাণি। তবে তাই; তোর ধর্ম্ম তোর নিকট শিবরাম। তুই পিতৃহন্তা হ'লেও আমাদের জীবন দানের পন্থা প্রদর্শনকর্ত্তা! এতেও তোকে ভক্তি ক'র্‌তে পারি। রাণি! তবে তাই; চল— এই দণ্ডে পলায়নের উদ্যোগ করি। শিবরাম, তুমি ত যাবে?

শিবরাম। যাব বৈকি, আপনাদিগে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এসে, তারপর আমি আমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে একবার মন্ত্রিদলের সমীপবর্ত্তী হব। সে অনেক কথা রাজকুমার, পরে সব শুন্‌বেন্‌। এখন শীঘ্র প্রস্তুত হবেন চলুন। শিবে বরুয়া, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক আছে।

গদাপাণি। চল, চল, এস প্রাণাধিকগণ! শোকাশ্রু ফেল্‌তে ফেল্‌তে জন্মের মত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করি এস; বল বল, জয় হর হর শঙ্কর!

রুদ্রসিংহ। বাবা, চন্দ্রনাথ কাঁপ্‌চে, ওকে কোলে ক'রে নাও। (গদাপাণি কর্ত্তৃক চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

ছদ্মবেশী নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতির প্রবেশ।

ছদ্মবেশী নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতি। গীত।

কেঁদে নাও সোনার যাদু পারবে কিছু শিখ্‌তে।
গুরুমহাশয় বেত মেরেচে, কেঁদে কেঁদে তবে শিখেচ লিখ্‌তে ॥
কেঁদেচ যখন এলে, আবার কেঁদে যাবে চ'লে,
ভবে কবে হেসে ছিলে, পার কি তুমি ব'ল্‌তে,
যার যাতায়াতে, কান্না যাদু, তার মাঝে হাসি মিথ্যে ॥
জ্বালা কান্না ভাল জেন, সন্দ তাতে হয় না যেন,
নয় আকুলতা আস্‌বে কেন মনের মানুষ চিন্‌তে,
সে ভাস্‌তে চায় না হাসির ঢেউয়ে, চায় চ'খের জলে ডুব্‌তে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

মন্ত্রিগণ ও জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। আমার কাছে আর উড়্‌তে হবে না দেবতারা! আমার নাম জয়কেতু, আমি কনের ঘরের মাসি, আর বরের ঘরের

পিসি। তবে মূলে খাঁটি আছি। রাজবংশ আমার চির-শত্রু; এ কথা ত কার' কাছে বলা যায় না, আঁর আপনাদের কাছে ব'ল্লে ত আপনারাও আমায় কোন গোছ ক'রে রাখ্‌বেন না। কাজেই প'ড়ে মার খাচ্চিলুম্! জয়কেতু—নদীর জল কোন্ দিক্‌টা উঁচু র‍্যা, অমনি ব'ল্লুম, হুজুর কি দেখ্‌ছেন? তিনি ব'ল্লেন যদি—এই দিক্‌টা, আমিও অমনি তখনি ব'ল্লুম—হুজুরের চ'ক্ষের জ্যোতিঃটা কিন্তু খুব! বাস্—হুজুরও খুসি—আর গোলামও খুসি। কিন্তু দেবতারা, শিবে বরুয়াকে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না। সে আজই রাজকুমার-গদাপাণিকে রাজধানী হ'তে সরাবে। সরাবে কি, বোধ হয়, এতক্ষণ সরিয়েচে।

আনন্দবরুয়া। কি বিশ্বাসে তুমি এ কথা ব'ল্‌চ?

অন্যান্য মন্ত্রিগণ। অসম্ভব, অসম্ভব!

জয়কেতু। মশায়, ঐ জন্যই আমি প্রথমতঃ আপনাদের ব'ল্‌তে স্বীকার ক'রিনি। জানি জয়কেতুর কথায় কারো বিশ্বাস হবে না; তবে মশায়, এ জান্‌বেন, জয়কেতু ভরা ডুবোয় না।

আনন্দবরুয়া। জয়কেতু, তুমি আনন্দবরুয়াকে চেন? যার প্রচণ্ড বিক্রমে—প্রখর কৌশলে আজ আসাম-রাজ্য থর থর কম্পিত, সমুদায় রাজশক্তি যার হস্তগত, তার নিকট মিথ্যাবাক্য ব'ল্লে যথোপযুক্ত শাস্তি আছে জান?

জয়কেতু। আবার সত্য ব'ল্লেও বিধিমত পুরস্কার আছে, তাও জানি দেবতা!

আনন্দবরুয়া। নিশ্চয়—তাহ'লে শুধু পুরস্কৃত কেন, তুমিও

একজন আমাদের প্রকৃত বন্ধুমধ্যে পরিগণিত হবে। কে আছিস্, শীঘ্র রাজকুমার গদাপাণির সংবাদ নিয়ে আয়। তিনি এখন কোন্ অবস্থায় আছেন, তাই আমি জান্‌তে চাই।

জয়কেতু। আর শিবে বরুয়ার সংবাদটা জানুন না দেবতা!

আনন্দ বরুয়া। মহারাজ চণ্ডেশ্বরের মৃতদেহ তুমি স্বয়ং দেখেছ?

জয়কেতু। স্বয়ং, আমার সাকার মূর্ত্তি তখন তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন।

২য় মন্ত্রী। শিবেই হত্যা ক'রেছে, বুঝেছ?

জয়কেতু। সেটা মাপ ক'র্‌বেন, ততটা খবর নিতে আমি ভরসা ক'রিনি। তবে শিবের হাত-পা ও মুখে রক্তের ছিটে দেখেছি হুজুর!

৩য় মন্ত্রী। সে তোমায় কি ব'ল্লে?

জয়কেতু। ব'ল্লে—যা ক'র্‌বার তা ক'রেছি, আর নয়। আনন্দ বরুয়ার কাছে বেশ পুরস্কার পেয়েছি। গদাপাণিকে আজই সরাব।

৪র্থ মন্ত্রী। তুমি কোনও প্রতিবাদ ক'র্‌লে না।

জয়কেতু। প্রতিবাদ ক'র্‌লুম না! সেই নিয়ে আমার সঙ্গে যেন অধ্যাপক বিদেয় নিয়ে ঝগড়া।

আনন্দ বরুয়া। তাই যদি হয়, তাহ'লে কি শিবরাম, তুমি আনন্দ বরুয়ার নিকট পরিত্রাণ পাবে? যদি জয়কেতুর কথা সত্য হয়, তাহ'লে তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে শৃগাল-কুকুরকে এই

ক্ষণে বিভাগ ক'রে দোব। তখন জান্‌বে, বিশ্বাসঘাতকতার—কঠোর নির্য্যাতন কিরূপ! শিবরামের এই কাজ!

বেগে ছদ্মবেশিনী পাগলিনীর প্রবেশ।

গীত

পাগলিনী। তোমরা কি দেখ না গো!
আমার মায়ের হাতের শাঁখা খুলে নিয়েছে গো॥
সাড়ি কেড়ে নিয়ে পরায়েছে থান, সিঁতের সিন্দূর মুছে দিয়েছে গো॥
শুনি লোক-মুখে দুষ্ট মন্ত্রিদলে, লোভ পরবশে ধর্ম্মে দিয়ে জলে,
কঠোর হিংসায় কুটিল কৌশলে, রাজ্য-পিতা রাজায় হ'রেছে গো॥
ছয় ছয় রাজা বাসবসমান, তাদের কৌশলে হরিয়াছে প্রাণ,
আসাম মায়ের সেই কুসন্তান, বল বল কোথায় র'য়েছে গো॥

ওমা, ওমা, এরা যে চোখ রাঙাচ্চে, মার্‌বে নাকি,মার্‌বে নাকি, পালাই পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

জয়কেতু। ধর্‌ ধর্‌ ছুঁড়িকে, ছুঁড়ি পালাল পালাল।

সকলে। যেতে দাও, যেতে দাও, পাগলিনী, পাগলিনী।

আনন্দ বরুয়া। পাগলিনী সত্য, কিন্তু পাগলিনী এত সংবাদ কি প্রকারে জান্‌লে?

জয়কেতু। এই ত দেব্‌তা, আপনি প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে এটা আর বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, এ সব সে শিবেবরুয়ার কাজ! সেই এই সকল কথা প্রকাশ ক'রেচে।

আনন্দ বরুয়া। নিঃসন্দেহ! অনুমাত্র—ভ্রান্তি নেই! শিবরাম তুই বিশ্বাসহন্তা! কিন্তু—কিন্তু—বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি, তা কি জানিস্ না?

উন্মত্তভাবে শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। জানি—জানি আনন্দ বরুয়া, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে নাই। কিন্তু তুমি কি এ মহাপাপের উপযুক্ত শাস্তি জান? এর কত দক্ষিণার প্রয়োজন হয়, তার কি কোন ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ ক'রেচ?

আনন্দ বরুয়া। একি শিবরাম, তুমি যে একেবারে উন্মত্ত হ'য়েচ?

শিবরাম। উন্মত্ত হ'য়েচি, না উন্মত্ত ক'রেচ আনন্দ বরুয়া?

আনন্দ বরুয়া। কি, আমি তোমায় উন্মত্ত ক'রেচি?

শিবরাম। নিশ্চয়, শিবরাম নরঘাতক চণ্ডাল বটে, মিথ্যাবাদী নয়।

আনন্দ বরুয়া। সত্যসন্ধ, তাহ'লে তুমি আমাদের কার্য্যে লিপ্ত ছিলে না?

শিবরাম। ছিলাম, স্বইচ্ছায় নয়, কোন পিশাচের কুমন্ত্রণায়।

আনন্দ বরুয়া। শিবরাম, সাবধানে বাক্য নিঃসরণ ক'র্‌বে।

শিবরাম। পূর্ণ তরী ডুবে গেছে, এখন আর সাবধান হ'লে কি হবে আনন্দ বরুয়া!

আনন্দ বরুয়া। জান তুমি মানুষ, দেবতা নও?

শিবরাম। জানি আমি মানুষ, পিশাচ নই।

আনন্দ বরুয়া। জান আমি কে?

শিবরাম। জানি শিবরামকে নরকে দেবার কর্ত্তা তুমি।

আনন্দ বরুয়া। এখন কি স্থির ক'রেছ, ব'লবে?

শিবরাম। ব'লব না কেন, সব ব'লব, আমি আর তোমাদের সংশ্লিষ্টে নাই।

আনন্দ বরুয়া। ভাল, তাহ'লে আমার মন্ত্রগুপ্তি প্রকাশ ক'রবে?

শিবরাম। ক'রব কি, ক'রছি।

আনন্দ বরুয়া। ধার্ম্মিক, এ বিশ্বাসঘাতকতায় কি অধর্ম্ম নাই?

শিবরাম। চোরের চুরির বিচার ক'রবার শক্তি নাই।

আনন্দ বরুয়া। নাই থাক্, এতে তোমার মৃত্যু হ'তে পারে। তুমিই গদাপাণিকে রাজ্য হ'তে স্থানান্তরিত ক'রেছ?

শিবরাম। হাঁ।

আনন্দ বরুয়া। ক'রলে কেন?

শিবরাম। আমার প্রাণ চাইলে।

আনন্দ বরুয়া। তুমি সত্য কথা বলছ, তোমায় ক্ষমা ক'রলাম, কিন্তু তোমার ব্রত তুমি ভঙ্গ ক'রতে পারবে না।

শিবরাম। এ কথা বলে কে? আর রক্ষা ক'রবে কে?

আনন্দ বরুয়া। এ কথা বলি আমি, আর রক্ষা ক'রবে তুমি।

শিবরাম। দুরাশা, পিশাচ রাজদ্রোহী আনন্দ বরুয়ার শক্তিতে তা কুলাবে না, তার শক্তি—আমার এই বামপদ বিদলিত ক'রতে পারে।

আনন্দ বরুয়া। কি শিবরাম, তুই কি আমায় এত দুর্ব্বল জ্ঞান করিস্। (তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া) আয় বিশ্বাসঘাতক, হয় আজ এই অস্ত্রে তোর মৃত্যু, নয় আমার মৃত্যু। (হননোদ্যত)

শিবরাম। নাও—নাও মস্তক পেতে দিচ্চি। একমাত্র মৃত্যুই এই মহাপাপীর মহাপাপের—মহাজ্বালার অবসান ক'রবে।

২য় মন্ত্রী। (বাধা দিয়া) জ্ঞানী সচিব, ক্ষান্ত হোন্। এ বিপ্লব-কালে হত্যাকাণ্ড যুক্তি যুক্ত নয়। প্রহরি! দুরাত্মাকে বন্দী কর।

প্রথম প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। (শিবরামকে বন্ধন করিয়া) এখন এ অপরাধীকে কি ক'রব?

২য় মন্ত্রী। অন্ধকারময় কারাগারে রাখ্‌গে। পরে বিহিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রহরী। যে আজ্ঞা।

শিবরাম। উপস্থিত এই দণ্ড? না, না, একটু মাত্র প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না।

[প্রহরী সহ প্রস্থান।

জয়কেতু। দেবতাদের কি বুদ্ধি হ'ল, ব'ল্‌তে পারি না। বেটাকে এখানে সাবাড়ে দিলেই জঞ্জাল মিটে যেত। দেবতা, আমার পুরস্কার! দেখুন, জয়কেতুর কথা মিথ্যা কি সত্য?

আনন্দ বরুয়া। অবশ্য তুমি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র এবং

পুরস্কারের যোগ্য। সময়ে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে। এখন কর্ত্তব্য স্থির কর। গদাপাণি পালিয়েছে, আর আমাদের মন্ত্রগুপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।

৩য় মন্ত্রী। এখন অত্যন্ত সাবধান হ'তে হবে। অদ্যই রাজ-বংশীয় অপর একজনকে রাজা করুন।

৪র্থ মন্ত্রী। দেখুন, রাজবংশীয় কে আছে। অথচ নির্ব্বোধ হওয়া চাই এবং মৃত রাজার দূরসম্পর্কীয় না হয়। তাহ'লেই আসাম-প্রজাগণ তত সন্দেহ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

২য় মন্ত্রী। উত্তম যুক্তি। আর শিবরামকে রাজদ্রোহী ব'লে প্রকাশ ক'রে দিন, সেই চণ্ডেশ্বর মহারাজকে গুপ্ত হত্যা ক'রেছে।

আনন্দ বরুয়া। চলুন, চলুন, আর বিলম্ব করা হবে না, এখনই একজনকে রাজা করা চাই; তা না হ'লে দুরাত্মা বন্ধুদ্রোহী শিবরাম যে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য ক'রেছে, তাহ'তে আর পরিত্রাণের উপায় থাক্‌বে না

[জয়কেতু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জয়কেতু। (স্বগত) কেমন বাবা ভেড়া-গেল ত! সাধে কি আমার নাম জয়কেতু! জয়ের দিকেই আছি বাবা! এখন দেখ্‌ছি মন্ত্রীর দল নরমে প'ড়্‌ল। দেখা যাক্‌, আবার জয়ের পাশা কোন কাতে প'ড়ে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রমথগণের প্রবেশ।

গীত

নন্দী, ভৃঙ্গী ইত্যাদি। মা কোথা তুই বল্।

আর ফেল্‌ব কত চোখের জল॥

যে দেশে মা স্বার্থত্যাগী ছিল দধীচি মুনি হায়,

যিনি দশের হিতে দেহ দিয়ে তুষ্ট ক'রলেন ইন্দ্র রাজায়,

মা তার কি এই ফল॥

যে দেশে মা বয় গো গঙ্গা পূত ক'রে দুকূল তার,

যে দেশে মা হিমগিরি দেখ্‌ছে লোকের কার্য্যভার,

মা তার কি এই ফল।

যে দেশে মা শ্রীগৌরাঙ্গ ছড়িয়ে দিলে সুধার প্রেম,

যে দেশে মা উষর ক্ষেতে ফলে শস্য রত্ন হেম,

মা তার কি এই ফল॥

আজ যে দেশে মা এমন স্বার্থ, এমন হিংসা চ'ল্‌ছে হায়,

আপন ছেলে থেকে কোলে কাঁদায় সদাই আপন মায়,

সে দেশ যায় না কেন রসাতল, সে দেশ যায় না কেন রসাতল।

এ সব দেখে কার না ফেটে বেরিয়ে পড়ে চোখের জল,

কৈ মা তুই কোথায় আছিস্, চল মা ত্বরায় পালিয়ে চল,

চল মা ত্বরায় পালিয়ে চল॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

কপালিনী ও চণ্ডুপাত্র হস্তে চুলিকফার প্রবেশ।

চুলিকফা। দেখ্ তুই আমায় অমন ক'রে দিন রাত্রি জ্বালাতন্ করিস্ নি। একটু আধটু নেশা জম্‌তে দে। দিন রাত্রি কেবল গয়নার জন্যে ভ্যানর, ভ্যানর! দাঁড়া না, রাজা হই, তারপর তোর সব বাসনা ক্ষয় ক'রে দোব।

কপালিনী। মর্ নেশাখোর, উনি আবার রাজা হবেন! বুঝি ক'ল্‌কে পুড়িয়ে দাগ নিয়ে কপালে রাজটিকে পর্‌বে? শ্মশানের মড়াকাঠে বুঝি তোমার রাজসিংহাসন তৈরি হ'চ্চে?

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ—যা হোক্, তুই বেশ ব'লে নিলি!

কপালিনী। মরণ আর্ কি, হাস্‌তে লজ্জাও হয় না!

চুলিকফা। হা দেখ্ বৌ! এই এই—হিঃ হিঃ হিঃ—আমি যদি রাজা হই, তাহ'লে তুই রাণী হ'বি, কেমন? আমি তোকে রাণী ব'লে ডাক্‌ব!

কপালিনী। দেখ, রাগিও না ব'ল্‌ছি! কপালিনী ত তোমার মত নেশাখোর নয়।

চুলিকফা। কেন বৌ, নেশাটা কি মন্দ জিনিষ? কৈ, তুমি আমার এই নেশা দিন একটু একটু অভ্যাস কর দেখি, দেখ্‌বে কেমন মজা!

কপালিনী। ধিক্ রে বিধাতঃ তোরে,
ধন্য মোরে ক'রেছ সুখিনী!
ছাই পাঁশ ভাঙা কুলো স্বামী চাই ব'লে,
দিতে হয় একি বিধি হেন গুণনিধি অদ্ভুত বানরে,
নাই যার কাণ্ডাকাণ্ড হিতাহিত বোধ!

চুলিকফা। হাঁ গা, তুমি এত কথা কি ব'ল্‌ছ গা প্রাণেশ্বরি!

কপালিনী। তোমার শ্রাদ্ধ হবে কবে, তোমায় পিণ্ডি দোব ক'বে, এই সাত পাঁচ কথা ব'ল্‌ছি; বুঝ্‌তে পার্‌লে প্রাণেশ্বর!

চুলিকফা। তাহ'লে বল এ সব ভালবাসার কথা!

কপালিনী। তোমার মুণ্ডু আর মাথা!

জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। কে গো, মা আছিস্? ওমা, আমি এসেছি। ওমা, আমি তোর জয়কেতু, এবার তোদের জয় জয়কার। তাই জয়কেতু এসেছে মা! রাজা বাবা কোথা, এই যে—কি ভাগ্য বাবা, ক ভাগ্য বাবা এই কথায় কথায় একেবারে রাজা। এখন চলুন, রাজতক্তায় বসাই গে।

চুলিকফা। ও বৌ, এ মিন্‌সে কি বলে গো! হিঃ! হিঃ!

কপালিনী। তোমার মরণকাল ঘুনিয়ে এসেছে, এই কথা ব'ল্‌ছে!

জয়কেতু। ষাট, ষাট, অমন কথা ব'ল্‌ছেন কেন মা! আহা, হা, মাগো—আমাদের চণ্ডেশ্বর মহারাজ আজ ম'রেছেন কিনা

তাই মন্ত্রিদল এই রাজাবাবাকে রাজা ক'র্‌বেন ব'লে আমাকে এই রাজাবাবাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে ব'লেছেন।

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ—

কপালিনী। সত্য নাকি? তবে হঁাগা, আমাদের ত কোন আয়োজন ক'রে নিয়ে যেতে হবে না?

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ—

জয়কেতু। মন্ত্রিদল সব প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন মা! বাদ্য বাজনা, নর্ত্তক নর্ত্তকী কোনটীর ত্রুটী হবে না মা!

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ। চল্ চল্ যাই চল্। হিঃ হিঃ—

জয়কেতু। (স্বগত) বেটা যেন মিঠে পুকুরের ফকির সাহেবের ঘোড়া রে। হাসির বহর দেখ না!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

মন্ত্রিগণ ও নর্ত্তকীগণ দর্শকগণ ইত্যাদির প্রবেশ।

২য় মন্ত্রী। সত্যই আসামবাসী প্রজার দুর্দ্দিন!

নাহি জানি, কোন দৈবরোষে পতিত তাহারা!

তা না হ'লে এক বর্ষ না হ'তে অতীত—

ছয় ছয় রাজ-মৃত্যু কেন বা ঘটিবে?

আনন্দ বরুয়া। নয় এক হৃদয়ের জ্বালা না মিটিতে হায়
পুনঃ অন্য জ্বালা—
মহাশোকময়ী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
কেন বা প্রজার প্রাণে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে,
আস্ফালনে বিস্তারে আসন!
বিধাতার খেলা কিম্বা প্রজা-কর্ম্ম-ফল,
এই ভাবে এই বর্ষে আসামেরে করিছে দলন।

৩য় মন্ত্রী। হায় মহারাজ চণ্ডেশ্বর হত!
অকস্মাৎ ধ্রুবতারা নভঃভ্রষ্ট হ'য়ে—
খসিয়াছে হায়,
গৌরবের মহাসূর্য্য অস্তমিত আজি!
রাজপুত্র গদাপাণি হইল বৈরাগী,
এর চেয়ে দুর্ঘটনা কিবা আসামবাসীর?
আসামের রাজসিংহাসন রাজাশূন্য এবে,
হেরি কাঁদে প্রাণ—শূন্যময় নেহারি সংসার!
তাই শোন রাজ্যবাসী উচ্চ নীচ প্রজা,
সেই সিংহাসন স্থান করিতে পূরণ—
সমুদয় রাজমন্ত্রী মিলি করিয়াছি স্থির—
রাজবংশসমদ্ভূত চুলিকফা সুধীরে—
করিব আসাম রাজ্যে—নব নরমণি!

সকলে। জয় চুলিকফা মহারাজের জয়।

আনন্দ বরুয়া। হ'তেছে সময় গত—

রাজ-আগমনে বিলম্ব কি হেতু।

৩য় মন্ত্রী। শুভক্ষণ লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।

২য় মন্ত্রী। পুনঃ দূত করুক্ গমন,

বিলম্ব-কারণ জানুক্ অচিরে।

আনন্দ বরুয়া। ঐ আসে জয়কেতু—

সহ রাজরাণী আর মহারাজ!

সকলে। জয় মহারাজ চুলিকফার জয়।

জয়কেতু, চুলিকফা, কপালিনী ও
পুরনারীগণের প্রবেশ।

জয়কেতু। সাবধানে যাবেন মা, শ্রীপদে যেন কোন আঘাত না লাগে, তাড়া তাড়ির সময়—এদিকে আবার লগ্নভ্রষ্ট হয়। তোরা সব কি দেখ্‌ছিস রে, মহারাজের জয় দে না।

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

মন্ত্রিগণ। আসুন মহারাজ, আসুন, এই স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করুন।

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ—

কপালিনী। চুপ কর, যা বলে—তাই ক'রে যাও, আর লোক হাসিও না।

জয়কেতু। আজ একদিকে কান্না, আর এক দিকে আনন্দ! হা মহারাজ চণ্ডেশ্বর! আমি অভাগা আপনার মৃত্যু দেখ্‌বার জন্যই আজ বন্যবরাহ শিকারে অরণ্যে গমন ক'রেছিলুম। (রোদন)

আনন্দ বরুয়া। রাজভক্ত জয়কেতু, তুমি বড়ই ব্যথিত হ'য়েছে।

জয়কেতু। অহো হো, আমার তখন কেন মরণ হ'ল না মন্ত্রি মহাশয়! অহো হো—(রোদন) না, না অকল্যাণ ক'র্‌বনি, এখন কুমারকে আপনারা রাজা করুন! বাবা কুমার, আপনি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন বাবা! সিংহাসনে বসুন। মা রাজ্ঞি, আপনিও বসুন।

(চুলিকফা ও কপালিনীর সিংহাসনে উপবেশন)

চুলিকফা। হিঃ হিঃ—না, না বৌ হাস্‌তে নিবারণ ক'রেছে।

সকলে। জয় মহারাজ চুলিকফার জয়! জয় মহারাণী কপালিনীর জয়।

আনন্দ বরুয়া। মা, আমাদের বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে। আজ রাজা-রাণী দর্শন ক'রে আসাম বাসী আমরা ধন্য হ'লুম।

জয়কেতু। শুধু ধন্য—ধন্যের পর ধন্য, ধন্যের পর ধন্য।

কপালিনী। আমি আমার মন্ত্রিগণের সদ্‌ব্যবহারে ও প্রজা-পুঞ্জের অকপট আগ্রহে আসামস্বামীর পক্ষ ও আমার পক্ষ হ'তে আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান ক'র্‌ছি। আমরা আপনাদের আচরণে যথেষ্ট সন্তুষ্ট। সকলে ভগবানের নিকট নিবেদন করুন, আমরা যেন আপনাদের মনস্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হ'তে পারি। আমার স্বামী অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও অতি সরল। কুটিলতা কারে বলে, তা তিনি কখনও তাঁর কল্পনাতে আস্‌তে দেন্ নি? সুতরাং তাঁর দোষ বা ত্রুটি আপনাদের সর্ব্বদা মার্জ্জনীয়। আর আমিও স্ত্রীলোক, ভগবানের সৃষ্টিতে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে

আমাদের জাতিই অতি বুদ্ধিহীনা ব'লে প্রসিদ্ধ। সুতরাং আমিও আপনাদের নিকট সর্ব্বদাই অনুগ্রহপ্রার্থিনী। আমারও দোষ বা ত্রুটী আপনাদের মার্জ্জনীয়।

জয়কেতু। আঃ, মা যেন সাক্ষাৎ গীর্ব্বাণী সরস্বতী!

আনন্দ বরুয়া। মা মহারাজ্ঞি, আপনাকে কোন চিন্তা ক'রতে হবে না, যত দিন আনন্দ বরুয়া জীবিত থাক্‌বে, ততদিন এই দীন-হীন সেবক আপনাদের মনোরঞ্জনার্থে তার ভৌতিক দেহ পাত ক'র্‌বে। এখন সকলে মহানন্দে মহারাজ্ঞীর ও মহারাজের জয় ঘোষণা করুন।

সকলে। জয় মহারাজ ও মহারাজ্ঞীর জয়।

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ, বৌ রাগ্‌ছে বুঝি।

আনন্দ বরুয়া। নর্ত্তকীগণ, এ আনন্দে তোমরাও এখন রাজ্যোৎসব-সঙ্গীত কর।

নর্ত্তকীগণ। গীত

জয় জয় রাজন, প্রজামনোরঞ্জন, দীনহীনপালন হে।
দণ্ডমুণ্ডদাতা, হর্ত্তাকর্ত্তা পাতা অরিজনশাসন হে॥
জয় মহারাণী, যশঃমানদায়িনী, শান্তিদায়িনী মাতঃ,
জগতবরণ্যে, থাক্ তব পুণ্যে ধরা ধন্যা সতত,
কালে হ'ক জল, ফুল-শস্য-ফল, যাক্ দস্যুভয়কারণ হে,
আনন্দ-মন্দাকিনী, বহুক্ নরমণি, নিত্য সর্ব্বক্ষণ হে॥

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য কুটির।

কলসীমস্তকে কাষ্ঠভারস্কন্ধে, পুষ্পবিল্বপত্রপূর্ণ-
পাত্রহস্তে জয়মতীর প্রবেশ।

জয়মতী। (পূজাস্থানে রাখিয়া) ছেলে দু'টি খেলা ক'রে এখনও ফিরেনি। অভীষ্টদেবও কুকি রাজার বাড়ী হ'তে আসেন্ নি। যাক্, এই সময় ঘরকন্নার কাজ সব সেরে নি। ঝরণার জলে স্নান ক'রে আমার শরীরের অবস্থা খুব ভাল হ'য়ে উঠেচে, সর্ব্বদাই মনে একটা বেশ আনন্দ আসে। এখন প্রভুর জন্ম শিবপূজার উদ্‌যোগ ক'রে রাখি।

স্নাত গদাপাণির প্রবেশ।

গদাপাণি। নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুসে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

(প্রণাম)

জয়মতী। একি—প্রভু যে একেবারে স্নান ক'রে আস্চেন!

গদাপাণি। স্নান-আহ্নিক সকলই সমাপন ক'রে আস্চি। একি, তুমি আজও আবার পূজার আয়োজন ক'রেচ? কেন জয়মতি, নিবারণ শোন না; তোমার যে হেমপ্রভা বিমলিন হ'য়ে আস্চে। পাঁজরার হাড় ক'খানাও গুণ্‌তে পারা যায়। এমন ক'রে খাট্‌লে ক'দিন বাঁচ্‌বে! কুটীর পথ ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, তার উপর আমাদের উদর-জ্বালা জুড়াতে বনে বনে ফলমূলের চেষ্টা, ক'টার কথা ব'ল্‌ব? হায় সকলই অদৃষ্ট! রাজার কন্যা, রাজার পুত্র-বধূ—তা না হ'লে বনে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কেন? এ কি—এত কাঠের বোঝা যে! এ কে আন্‌লে জয়মতি!

জয়মতী। আমি নাথ!

গদাপাণি। তুমি? এ কাঠ কি হবে জয়মতি!

জয়মতী। নিকটেই নাকি বাজার, ভিলেদের মেয়েগুলি সেই বাজারে কাঠ বিক্রী ক'র্‌তে যায়। তাই মনে ক'রেচি, তাদের সঙ্গে কিছু কিছু কাঠ নিয়ে আমিও সেই বাজারে যাব। তাতে দু'

চা'র পয়সা উপার্জ্জন হ'লে তবু বাছাদিগে মাঝে মাঝে চাল ডাল এনে—

গদাপাণি। বল—বল—থাম্‌লে কেন দুঃখিনি! ক্ষীর-সর-নবনীতভোজী দুগ্ধপোষ্য বালক দু'টী নিরবচ্ছিন্ন ফল-মূলের উপর ক'দিন আর জীবন ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বে, তাই মায়ের চক্ষু দেখ্‌তে না পেরে নিজে নিজে এই কাষ্ঠ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ক'রেচ। আর সেই কাষ্ঠবিক্রয়লব্ধ দু'চারটা পয়সায় বাছাদের চাল ডালেরও ব্যবস্থা স্থির ক'রে নিয়েচ! ভালই ক'রেচ। কিন্তু জয়মতি, ঐ সঙ্গে আমার ব্যবস্থাটা কি, তা কি কিছু স্থির করনি? পত্নী তুমি, কাষ্ঠ বিক্রয় ক'র্‌তে বাজারে যাবে, আর আমি—না না পলায়িত ঘৃণিত ভিখারীর আবার এত অভিমান কেন? বাবা শিবশম্ভু যে আমার ভিখারী, তিনি ত মান অভিমান ভালবাসেন না। তা বেশ, আমি জঙ্গলে গিয়ে কাষ্ঠ আহরণ ক'রে আন্‌ব, আর তুমি বাজারে গিয়ে কাষ্ঠ-গুলি বিক্রয় ক'রে আস্‌বে। তাহ'লে বোধ হয় ছেলেদু'টীকে অনায়াসেই রক্ষা ক'র্‌তে পারা যাবে। বাছারা এখন কোথায়?

জয়মতী। এই বাছারা প্রভাতে উঠে—মুখখানিকে চুনপানা ক'রে আঙ্গিনায় ব'সে লিখ্‌ছিল, লিখ্‌তে লিখ্‌তে ছোট চন্দ্রনাথ ব'ল্লে, মা বড় ক্ষিদে পেয়েচে, ভিল পাড়ায় একটু বেড়িয়ে আসি। অমনি বড় রুদ্রসিংহ, ছোটর কথা শুনেই ব'ল্লে, ভাই চল, আমিও যাব, তোকে একা যেতে দোব না। এই ব'লে দু'ভেয়ে ছল ছল চোখে চ'লে গেল! আমি অমনি প্রভুর শিবপূজার আয়োজন ক'র্‌তে গেলুম্।

গদাপাণি । আহা, বাছা রুদ্রসিংহের আমার কিছু জ্ঞান হ'য়েচে কিনা, তাই ক্ষুধায় পীড়িত বালক চন্দ্রনাথকে একা যেতে দিলে না। ভালই ক'রেচে, বিশুষ্ক শুভ্রযুথিকা দু'টী বুঝি এই ব'লে চ'লে গেল? আর একটু বাদে আরও তাদের ক্ষুধা লাগ্‌বে, তখন বালকদ্বয়ের সেই অশ্রুভরা চক্ষু হ'তে জল বহির্গমনের সূত্রপাত হবে; তারপর সেই জলপ্রপাত বেগবতী তরঙ্গিনীর মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বে। তখন আমরা দুইটী তৃণ সে স্রোতের বেগ কিরূপে সহ্য ক'র্‌ব জয়মতি!

(রোদন)

অদূরে ছদ্মবেশী নন্দীর প্রবেশ।

গীত

ছদ্মবেশী নন্দী। আকুল প্লাবনে ব্যাকুল হিয়ায় ফেলি নয়নের জল যোড় করে।
পরম নৈবেদ্য নিবেদিয়া তাঁরে, ডাক কর-পদ্মে হৃদিপদ্ম ধ'রে।
ক্ষুধায় কাতর না হইলে তুমি, প্রেমের অমৃত পাইবে কেন,
তিয়াসা না হ'লে সুশীতল বারি, বল না পথিক কে খুঁজে হেন,
বিপদে তোমার ভাবিও না পান্থ, মায়ার আবেশে থাকিও না ভ্রান্ত,
গাও নাম প্রাণ ভরে॥

[প্রস্থান ।

গদাপাণি। কে একটী সন্ন্যাসী আমার দুঃখে সান্ত্বনাময় সঙ্গীত গেয়ে আমার অধীরচিত্তের প্রবল বেগ কমিয়ে দিতে চেষ্টা ক'র্‌চেন্! হে সন্ন্যাসি! আমরা মায়া-মুগ্ধ সংসারী; এখন আমি ঘোর বাসনা-জালে বিজড়িত, সুতরাং আপনার শিক্ষায় আমার মনের দুর্ব্বলতা

যাবে কেন? তাই ত জয়মতি! এখন বাছারা ক্ষুধায় আকুল হ'য়ে এলে তাদের কি ব'ল্‌ব?

জয়মতী। ভাবচেন্‌ কেন নাথ! আমি ত বাছাদের জন্য ফল-মূল সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে পার্‌ব। আর যদি সেই ভিল স্ত্রীলোকটী আসে, তাহ'লে আমি তার সঙ্গে বাজারে গিয়ে এই কাঠগুলি বিক্রয় ক'রে কিছু খাবারও আন্‌তে পার্‌ব।

গদাপাণি। আর আমিও এই কুটিরে ব'সে স্ত্রীর পরিশ্রমলব্ধ খাদ্যে পোড়া জঠর-জ্বালা নিবারণ ক'র্‌ব! তা হবে না জয়মতি! আজ আমিই এই কাষ্ঠভার স্কন্ধে ক'রে বাজারে যাব; তুমি বরং নিকটস্থ অরণ্যে কিছু ফলমূল সংগ্রহের চেষ্টা কর গে।

জয়মতী। তা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না নাথ! আপনি কাষ্ঠভার স্কন্ধে ক'রে নীচ ইতর জাতির মত বাজারে যাবেন?

গদাপাণি। আর তুমি যাবে কিরূপে সাধ্বি! তুমি ত আমার সহধর্ম্মিণী! আমি কি অগ্নি সাক্ষী রেখে চিরদিন তোমার ভরণ-পোষণ ক'র্‌ব ব'লে বিবাহ ক'রিনি।

জয়মতী। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের প্রাণে সকল সহ্য হয়।

গদাপাণি। আর আমরা পুরুষ, আমাদের প্রাণে এ সকল অসহনীয় হবে? এ তোমার কেমন কথা জয়মতি!

জয়মতী। স্ত্রীলোকে—আর পুরুষ লোকে? স্ত্রীলোক যে পুরুষের দাসী, দাসীর কাজ দাসী ক'র্‌লে অপমান কি নাথ!

গদাপাণি। তা নয় জয়মতি, স্ত্রী পুরুষের লক্ষ্মী। তার প্রতি দাসীর ন্যায় ব্যবহার করাও পুরুষ জাতির ধর্ম্ম নয়।

জয়মতী। হা নাথ! স্ত্রী যদি পুরুষের লক্ষ্মী হ'ত, তাহ'লে কি আজ এই খণ্ডকপালীর সহিত আপনি এই নিদারুণ যাতনা উপভোগ ক'র্‌তেন?

গদাপাণি। যাতনা কি জয়মতি, তুমি যে শান্তির আধারভূতা দেবী, যখন বড় জ্বালায় জ্ব'ল্‌তে থাকি, তখন তোমার কাছে এলে সব জ্বালাই যে জুড়িয়ে যায়! তখনই ভাবি, জয়মতি আমার নির্ম্মলা জাহ্নবী। শুভ্রসলিলা সুরধুনীর তট যেমন তাপনিবারক, মধুর, মনোরম তেমান তোমার সান্নিধ্যও আমার চিত্তাকর্ষক, মর্ত্ত্যের প্রীতিময় বৈকুণ্ঠ! সে বৈকুণ্ঠের তুমি মণিমুক্তালঙ্কৃতা হেমপ্রভাময়ী ললিতাঙ্গী ইন্দিরা, আর আমি তখন সেই রূপপিপাসিত লীলাভাবময় সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই ভাবে আপনাকে আপনিই গৌরবান্বিত হই; আমি এই শান্তি-প্রীতির অধীশ্বরীর অধীশ্বর, এ অহঙ্কারও আমার এসে উপস্থিত হয়।

জয়মতী। ঐ ভালবাসায় যে আমিও উন্মাদিনী নাথ! আপনার সেবা ক'র্‌তে পেলে আমার পার্ব্বত্যকুটির-তরুতলও সম্রাটের রত্নবিমণ্ডিত চাকচিক্যময় বিরাট মন্দির ব'লে অনুভূত হয়। আপনার ভালবাসার আবেগময় সুমিষ্ট বাক্য শুন্‌লে অনশনক্লান্ত জীর্ণ শীর্ণ, অস্থিকঙ্কালময় শরীরও পুলকে অধীর হ'য়ে উঠে! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্বেগ, যাতনা যেন কোথায় দূর হ'য়ে যায়। তখন স্বর্গের সুখও কখন কল্পনাতে উঁকি দেয় না। এ দাম্পত্য-প্রেমের বিনিময় রাজার রত্নভাণ্ডারে আছে কি? বিধাতা সমুদায় কমনীয়তা-সাগর মন্থন ক'রে যে এই দাম্পত্য-রত্ন উত্তোলন ক'রেছেন! তার সঙ্গে যে অপর কারও

তুলনা হয় না নাথ! চকোরী সুখিনী, কেননা চকোর তাকে ভালবাসে; তার ত ঐশ্বর্য্য-শ্রীসম্পদ নাই নাথ! কমলিনীর সুখ তার চেয়েও সমধিক, কেননা দিবাকরের ভালবাসার আর তুলনা নাই।

ছদ্মবেশী কুকিরাজের প্রবেশ।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। ওরে আমার মাটী, কোথা আমার মাটী রে? আমার লগেত তোর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি বেটি! আমার লগে তুই সাক্ষাৎ কর্।

গদাপাণি। কে তুমি? কাকে খুঁজ্‌চ?

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আমার মেয়েকে খুঁজ্‌ছি। আমার বহিন লগে আমার মাটীর হাটে যাইবার কথা ছিল।

জয়মতী। ও, বুঝেছি নাথ, যে ভীল স্ত্রীটী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাবে ব'লে ছিল, এই বৃদ্ধটী তারই কেউ আত্মীয় হবে। পরিচয় নিন্, তাহ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

গদাপাণি। হাটে যাবার কথা ছিল, তার হ'য়েছে কি!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। সে ত আমার মাটী হয় রে। আমার বহিন তার লগে ধরম মেয়ে পাতিয়েছে। সে ত আমার ধরম মেয়ে আমার তারে দরকার। কে আমার মাটী রে?

গদাপাণি। জয়মতি! সরল ভীল বৃদ্ধটী তোমাকেই অন্বেষণ ক'র্‌ছে। বৃদ্ধের ভগিনী তোমায় ধর্ম্মকন্যা ব'লেছে, সেই হিসাবে তুমিও বৃদ্ধের ধর্ম্মকন্যা। ও তোমাকেই চায়, তুমি কি ব'ল্‌বে বল। আহা—এ সরলতা দেবলোকেও দুর্ল্লভ!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। তোরা কেমন বল্ দেখি? আমার মাটীর খপর তোরা আর কেউ জানিস্ না?

জয়মতী। বাবা, আমিই তোমার কন্যা। সংবাদ কি বল দেখি? হাঁ, আমার মায়ের আস্‌বার কথা ছিল।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আরে তুই আমার মাটী! আরে তোরই মত আমার একটা ম্যায়া ছিল রে; আরে যেন নক্ষীটীর মত মাটী রে! বহিন আচ্ছা তোরে মেয়ে পেয়েছে, আর আমি আচ্ছা তোরে ভাগিন পেয়েছি। আচ্ছা মাটি, তুই ত নক্ষী, তোর ত এমন হোবার কথা নয়। তোর ত রাজার রাণী হোবার কথা, তবে এমনটী হ'ল কেন বেটি!

জয়মতী। কেন বাবা, আমার কি হ'য়েছে?

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। মেয়েটী আমায় পোলাটী পাইল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। বহিন কহিল, তোর পোলা সোয়ামী নিয়ে বড় কষ্ট হ'য়েছে, তাকে আমার মত হাটে কাঠ বেচ্‌তে হবে।

জয়মতী। মায়ের যে ইচ্ছা হ'য়েছে বাবা! মায়ের ইচ্ছা হ'লে মেয়ে তা না ক'রে কি ক'র্‌বে বাবা!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আ হা—হা—কালীমায়ী ত তোরে বড় কায়দায় ফেলেছে রে বেটি!

জয়মতী। হাঁ বাবা!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। এ মিন্‌সেটা কি তোর সোয়ামী রে বেটি?

জয়মতী। হাঁ বাবা!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আরে বাবা, তুই ভাবিস নি। তোরে আমরা

কাঠ চিলাতে নিয়ে যাব। আর বেটী তুইও ভাবিস নি, আজ বহিনটা আমার জরেছে, আজ আমারে তুই কাঠগুলো দে, আমি হাটে বেচে দোব। বহিন ভাল হ'লে তুই মোর বহিনের লগে যাবি। হাটে গিয়ে কাঠ বেচ্‌বি, তোদের সব দুঃখ যাবে। আমার নাতিন দু'টী কোথারে বেটি!

জয়মতী। তারা আমার খেল্‌তে গেছে বাবা!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। যাবার সময় দেখে যাব। এখন কাঠগুলো আমার মাথায় তুলে দে না রে।

গদাপাণি। না বাবা, তুমি আমার মাথায় কাঠগুলি তুলে দাও, আমি এই কাঠগুলি তোমার সঙ্গে নিয়ে হাটে যাব।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আরে তুই পাগল নাকি রে। আমার বেটির কাঠ আমি নিয়ে যাব না, তুই জামাই নিয়ে যাবি? লোকে কি ব'ল্‌বে বল্‌ দেখি? আমার গায়ে যে লোকে থুথু দিবে। দে, দে, আমার মাথায় তুলে দে!

গদাপাণি। বাবা রে! এ হতভাগ্যকে যে তোমরা তোমাদের স্নেহের চক্ষে দেখেছ, এতেই আমি ধন্য! আমি আত্মীয়-বন্ধু, স্বদেশ, জন্মভূমি সকলই হারিয়ে—আবার যে তোমাদের মত বন্ধুবান্ধব পেয়েছি, এতেই আমি কৃতার্থ। না বাবা, আমিই কাঠগুলি নিচ্ছি, তুমি বরং আমার সঙ্গে চল। কেমন ক'রে কাঠগুলি বিক্রয় ক'র্‌তে হয়, তা আমি জানি না, তাই আমায় শিখিয়ে দিবে চল। (কাষ্ঠ গ্রহণ)

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। কি ক'র্‌ব বেটি, এ ছাবালটা আমার কথা শুনিল না।

জয়মতী। কি ক'র্ব বাবা, মা যখন আমায় এ দৃশ্য দেখাবেন ব'লে বাড়ী থেকে এ পার্ব্বত্য অরণ্যে এনেছেন, তখন মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্ বাবা! মা ভাল হ'লে আস্তে বল'।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। সে কথা আমায় ব'ল্তে হবে না। বহিন মোর তোর লগে দিনরাত্রি ভাবে। চল হে, বেলা কত হ'য়েছে দেখনি ?

গদাপাণি। চল বাবা, তুমি এগিয়ে চল; আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই। তোমরাই মায়ের যথার্থ ভক্ত, কোন বিকারই মনে স্থান দাও নি। যাও প্রিয়ে, তুমিও একবার নিকটস্থ বনে ফলের অন্বেষণ কর গে।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। তুই আমার আজ থেকে বেটী হলি, তোকে আমি বড় ভালবেসে গেলুম।

[গদাপাণি সহ প্রস্থান।

জয়মতী। এরাও আমাদের আসামের প্রজা! আহা কি সরল! এমন রাজ্যের রাজবংশধরেরও এমন দুর্দ্দশা হয়! এখন যাই, স্বামীর আদেশ পালন করিগে। এখনই হয় ত বালক চন্দ্রনাথ আর রুদ্রসিংহ "মা ক্ষিদে পেয়েছে" ব'লে ছুটে আস্বে। তখন বাছাদের হাতে কি দিয়ে সে ক্ষুধার সান্ত্বনা দোব? মা নারায়ণী গো, দেখ্ মা, তোর কন্যা কেমন আজ দুঃখের জলে ভাস্ছে, তাই একবার দেখে যা মা!

[প্রস্থান।

গারো বালকগণ ও বিষণ্ণ চন্দ্রকেতু ও রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

গারোবালকগণ। গীত

ব্যগ্র হৈ আহ মা ক; তোর পোলা কিমন হ'ল।
খিল্‌তে খিল্‌তে মোদের লগে মূর্চ্ছা হৈ গেল॥
পাহাড় বিলাকে খেলিছিল, গতিকে পড়ি অশান্তি হ'ল,
তেওঁব লগত ও মাক, এখনে ধরি আনল।
শুধিলে উত্তর দিলে মাক ঠাঁই পাবে ভাল॥

১ম গারোবালক। তোহ্‌র মাক ত বারীতে ন আছে, আমরা এখন যাই। আবার কাল আসিব।

[গারোবালকগণের প্রস্থান।

রুদ্রসিংহ। কেমন, এখন একটু সুস্থ হ'লে ভাই! একেবারে অমন হ'য়ে প'ড়েছিলি কেন চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। ক্ষিদেয় দাদা! এখনও আমি যেন চোখে সব ধোঁয়া ধোঁয়া দেখ্‌ছি। সে কথা ত আর গারো ছেলেগুলোর কাছে ব'ল্‌তে পারিনি, সে কথা ব'ল্‌লে ওরা কি মনে ক'র্‌ত! মা কোথায় গেলেন দেখ না দাদা!

রুদ্রসিংহ। তিনি আমাদের জন্যই গেছেন ভাই!

চন্দ্রনাথ। আমাদের জন্যে কোথায় গেছেন?

রুদ্রসিংহ। বনে ফলমূল খুঁজ্‌তে।

চন্দ্রনাথ। বনে বুঝি ফলমূল থাকে ?

রুদ্রসিংহ। বনে থাকে না, কোথায় থাকে চন্দ্রনাথ! এখানে ত আর বাগান নেই যে, কেউ গাছ রুয়ে রেখেছে।

চন্দ্রনাথ। হাঁ আছে।

রুদ্রসিংহ। কে ব'ল্‌লে ?

চন্দ্রনাথ। হাঁ দাদা, তুমি জান না, আছে।

রুদ্রসিংহ। কোথায় রে, আমি জান্‌লুম না, তুই জান্‌লি ?

চন্দ্রনাথ। তুমি দেখনি, আমি দেখেচি।

রুদ্রসিংহ। কোথায় বল্‌ দেখি ?

চন্দ্রনাথ। ঐ যে বড় ঝরণাটার পশ্চিম দিকে।

রুদ্রসিংহ। সেটা ত একটা ভয়ঙ্কর বন।

চন্দ্রনাথ। ঐ দাদা, ঐ ভগবানের বাগান। ঐ খানে তিনি নিজে মালী হ'য়ে আমাদের মত দীন-দুঃখীদের ক্ষিদে দূর ক'র্‌তে নানা রকমের গাছ রুয়ে রেখেচেন। দেখনি—ভগবানের ঐ বাগান দীন-দুঃখীদের বাগান ব'লে বড় লোকে এখানে বড় একটা পা বাড়ান্‌ না। ও দাদা, এ আবার কেমন হ'ল গো! আবার যে আমার গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'র্‌চে! আবার যে তেম্‌নি আমার কানে উইচিংড়ে ডাক্‌চে! আবার তেম্‌নি সব ধোঁয়া দেখ্‌চি! দাদা বড় ক্ষিদে পাচ্চে! মাকে দেখ্‌লে না দাদা! মা—মা—যাই মা!

(মূর্চ্ছা)

রুদ্রসিংহ। ও চন্দ্রনাথ! কি হ'ল ভাই! ক্ষিদের জ্বালা সহ্য ক'র্‌তে না পেরে আবার মূর্চ্ছা গেলি? মা, মা, মাগো, তোর

চন্দ্রনাথ কেমন ক'র্‌চে এসে দেখ! কি করি, কোথা যাই, কাকে ডাকি! একি আমারও শরীর কেন এমন ক'র্‌চে! ঘূর্‌চি যে,একি সব ঘূর্‌চে যে! চন্দ্রনাথ ঘূর্‌চে, পাহাড় কুঁড়ে সব ঘূর্‌চে! ও মা—মাগো, তোর রুদ্রসিংহও বুঝি ম'ল! মা—জল— (পতন ও মূর্চ্ছা)

ফলহস্তে দ্রুতপদে জয়মতীর মূর্ত্তিধারিণী পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। দু'টী পদ্মই আমার ঢ'লে প'ড়েচে! অভাগিনী জয়মতী এখনও ফল যোগাড় ক'র্‌তে পারেনি! সে ফল যোগাড় ক'র্‌তে পারেনি ব'লে আমি ত আর স্থির থাক্‌তে পারিনি! কাজেই আমাকে ফল নিয়ে তাড়াতাড়ি আস্‌তে হ'ল। পরের ছেলেকে কেমন আমার ভালবাসা! তাই ত লোকে আমায় পাগলিনী বলে। যা হ'ক্—এখন বাছাদের মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে দিয়ে কিছু খেতে দিয়ে যাই। আহা,এক জায়গায় দু'টী আকাশের চাঁদ যেন শুয়ে র'য়েচে! বাছা রে,উঠে পড়, তা না হ'লে অভাগিনী জয়মতী আমার তোদের এ অবস্থা দেখ্‌লে যে আর বাঁচ্‌বে না। ওঠ যাদু, ওঠ।

গীত

ওঠ রে দুঃখিনীর ছেলে, কেন ধূলায় প'ড়ে অচেতন।
থাক্‌তে মায়ের কোমল অঙ্গ কেন রে চাঁদ ধূলায় শয়ন॥
এস কোলে মা মা ব'লে ধর যাদু, মিষ্ট ফল,
এ যে সৃষ্টিপতির ফলের সেরা যার গাছে নিজে ঢালেন জল,

সে ফল আমি করি যতন, এনেছি ও জীবনরতন,
এখন এই ফল চাঁদ ক'রে ভোজন, ঘুচাও রে বাছা মনের বেদন ।।

(চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহের উত্থান ও পাগলিনীর ক্রোড়ে উপবেশন)

চন্দ্রনাথ। বড় ত মিষ্টি ফল মা ! এমন ফল কখন খাই না।

রুদ্রসিংহ। আজ কোন্ বনে মা, এমন মিষ্টি ফল পেলে ?

পাগলিনী। একটী পাগল এই ফলগুলি দিলে বাবা ! ব'ল্লে— এ ফল আমার নিজ হাতের রোয়া—নিজের বাগানের গাছের ফল ! এ কেবল আমাকে যারা ভালবাসে, আর যারা আমার মত গরীব-দুঃখী, তাদেরই আমি খেতে দিয়ে থাকি। যাও—নিয়ে যাও, আজ আমার চন্দ্রনাথ আর রুদ্রসিংহ ক্ষুধায় বড়ই কাতর হ'য়েচে দেখে, তাই তাদের জন্যে তোমাকে এই ফলগুলি দিলুম্। এ ফল খেলে সপ্তাহের মধ্যে আর তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকবে না।

রুদ্রসিংহ। বাবার জন্যে এমন ফল রাখ্‌লে না মা !

চন্দ্রনাথ। আমি বাবার জন্যে এই ফল্‌টা রাখ্‌লুম !

পাগলিনী। এই যে এই ফল্‌টা তাঁর জন্য রেখেচি। তোমরা খেয়ে একটু জল খাও। আমি ততক্ষণ—তিনি কোথায় গেলেন দেখে আসি। কাল হ'তে যে তিনি কিছু খান্‌নি।

[প্রস্থান।

রুদ্রসিংহ। ফলগুলি বড় সুন্দর ! দেখ্‌তে যেমন, খেতেও তেম্‌নি।

চন্দ্রনাথ। আবার এ ফল খেলে সাতদিন ক্ষিদে তৃষ্ণা থাকবে না। মা কি পাগ্‌লী নাকি ? এমন আবার হয় !

রুদ্রসিংহ। হবে না কেন, মা কি মিছে কথা কন্?

ফল হস্তে জয়মতীর প্রবেশ।

জয়মতী। (স্বগত) না জানি বাছাদের কত ক্ষুধা পেয়েচে! এ কি বাছারা যে ফল খাচ্চে। (প্রকাশ্যে) হাঁ বাবা, এ সব ফল কোথায় পেলে? কোন দয়াময় বাবা, কি কোন দয়াময়ী মা তোমাদের ক্ষুধায় পীড়িত দেখে দয়া ক'রে গেছেন বাবা! তাঁদের দয়ায় যে আনন্দে আমার বুক ফুলে উঠ্‌চে! আপনা হ'তে আনন্দের অশ্রু চক্ষু দিয়ে গড়িয়ে প'ড়্‌চে! কে বলে, সংসার দুঃখের? কে বলে, সংসারে দয়া দুর্ল্লভ? এ সংসার অমৃতভাণ্ড, এ সংসার ভগবানের করুণার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি! আমরা অন্ধ, তাই তাঁর সাধের সৃষ্টির মধুর দৃশ্য দেখ্‌তে বঞ্চিত! কে তোমাদের এ সকল ফল দিয়ে গেলেন ধন!

রুদ্রসিংহ। সে কি মা, কি ব'ল্‌চ? আমি আর চন্দ্রনাথ ক্ষিদেয় মূর্চ্ছা গেলে তুমিই ত আমাদের ফল খেতে দিয়ে বাবাকে খুঁজ্‌তে গেলে?

জয়মতী। ও মা, কি শুনি চন্দ্রনাথ! আমি তোমাদের ফল দিয়ে গেছলুম্? রুদ্রসিংহ কি বলে বাবা!

চন্দ্রনাথ। ও দাদা, মা আমাদের কেমন ভুলিয়ে দিচ্চে দেখ! হাঁ মা, তুমি আমাদের ফল দিয়ে যাওনি?

রুদ্রসিংহ। তুমি আমাদের ফল দিয়ে যাওনি মা! তবে বলি— কেমন চন্দ্রনাথ বলি —

চন্দ্রনাথ। আমিও ব'ল্‌ব দাদা! মা, তবে বুঝি সে মাটী আমাদের নাগাদের মেয়ে হবে?

জয়মতী। ও মা, কি হবে? আমাকে যে নির্ব্বাক্ ক'র্‌চে! কোনও মায়াবিনী কি তবে আমার মত মূর্ত্তি ধ'রে বাছাদিগে ভুলিয়ে গেছে? না কোন দেবী হতভাগিনীর পুত্রদের প্রতি সদয় হ'য়ে এই খেলা খেলেচেন্? হাঁ বাবা, তিনি কোন্ পথে গেছেন?

রুদ্রসিংহ। কেন মা, আমাদের সঙ্গে এমন ক'র্‌চ? এই যে তুমি বাবাকে খুঁজ্‌তে এই পথ দিয়ে গেলে!

জয়মতী। কৈ—কৈ, কোন্ পথ দিয়ে গিয়েচে? দেখি—দেখি, কোন্ মায়াবিনী, না দয়াময়ী দেবী দুঃখিনীর পুত্রদু'টীকে এত দয়া ক'রে গেলেন? ও মা দুর্গে! এ আবার তোর কোন্ খেলা জননি!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

রুদ্রসিংহ। তাই ত রে ভাই, এ আবার কেমন হ'ল?

চন্দ্রনাথ। চল্ না দাদা, মায়ের সঙ্গে দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা কক্ষ।

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দবরুয়া। সব ব্যর্থ হ'ল,

কাপট্য—ছলনা—ষড়যন্ত্র—মন্ত্রগুপ্তি যত,

সব ব্যর্থ হ'ল!
এত আশা—এত চেষ্টা—বিরাট উদ্‌যোগ,
দিবা রাত্রি অনিদ্র নয়নে করি যার আয়োজন,
সাধিয়াছি অসাধ্য সাধন,
আজ কাল-চক্রে—শিবে!
তোর বিশ্বাসঘাতকতায়
সব হারালাম হায়, নাই কিরে তার প্রতিফল?
অন্ধকূপে দেছি স্থান,
তারপর দারুণ প্রহার,
হাহাকারে চীৎকারে ফাটিছে গগন,
আরে রে অধম, এখন হ'য়েছে কিবা!
বিশ্বাসঘাতক! ছয় রাজা হত্যা করি—
আজি এল চৈতন্য তোমার?
এ চৈতন্য অন্য নহে, মাত্র মম সর্ব্বনাশ হেতু!
তা না হ'লে আজ কেন আনন্দ বরুয়া—
আসামীর ঘৃণা-চক্ষে রহে দাঁড়াইয়া?
পথে গেলে—ছেলেদের টিটকারি—
সহে সে অবাধে—না সহি বা কি করি উপায়?
যে স্রোতে ভাসিয়াছিনু তাহা যদি নাহি রুদ্ধ হ'ত,
আজ ত তাহ'লে হইতাম এ বিশাল আসামের রাজা।
অহো সব হ'ল নিশার স্বপন!
কল্পনার ভেলা ডুবিয়াছে নিরাশা অকূল জলে!

আরে শিবে! আজ তার মহাদান পাইবি পামর!
মহাকাল! মহাকাল! রে প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অনুমতি মহাশয়!

আনন্দ বরুয়া। ছিলি তুই নয় অন্ধকূপময় কারাগার-দ্বারী?
কি করিলি শিবের উপায়?
দুষ্ট কিবা কয়? নির্য্যাতন-ফলে—
নারিলি কি আনিতে স্ববশে?

প্রহরী। প্রভু—বহু নির্য্যাতন করিতেছি তারে,
সর্ব্বগাত্রে ক্ষত তার দারুণ প্রহারে,
গুরু কার্য্য-ভারে মাত্র প্রাণ দেহে রয়।
হায়, তবু বীর সাহসে অটল,
স্থির, ধীর সমান অচল, নাই মুখে একটী উত্তর!
মাত্র স্বর এই কি রে মন্ত্রি—মোর
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-বিধি,
আর' কর দণ্ডের বিধান, তবে ত পাইব পরিত্রাণ?

আনন্দ বরুয়া। অহো দুরন্ত দুর্বৃত্ত শয়তান,
হেন শাস্তিতেও পুন দণ্ড করে সে প্রার্থনা?
যাও আজ হ'তে রাখ তারে অনাহারে।

প্রহরী। হায় প্রভু! কোন দণ্ড তার নাহিক ভুবনে,
সে ত কারাগারে রহে অনশনে,

পান-ভোজ্য কিছু মাত্র নাহি তার,
আপনি ক'রেছে সব ত্যাগ !

আনন্দ বরুয়া। এতেও দুর্ম্মতি, না লভিল শিক্ষা কিছু !
তবে কোন্ শাস্তি হেন আছে বল্,
তাহে প্রতিফল তার দানিব তাহারে।
যাও কারাগারে, হেঁটমুণ্ড উর্দ্ধপদ করি রাখ কিছু দিন।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা তব মন্ত্রিবর।

[প্রস্থান।

আনন্দ বরুয়া। আনন্দবরুয়া ! তুই নয় অত্যন্ত কৌশলী ?
সে কৌশল কোথা তোর—গেছে রসাতলে ?
যে রাজ্যের প্রলোভনে ছয় ছয় রাজা করিলি সংহার,
কত সুখ-কল্পনার হার পরেছিলি মন্ত্রণা-ভবনে,
কোথা এবে ! বিনিময়ে তার, সহ্য কর
ধিক্কারের ভীম লোষ্ট্রাঘাত !
না, না, পারিব না, পুন ষড়যন্ত্র করিব আপনি,
অন্য কারে না দিব জানিতে।
সে জানিবে, একজন—যার কাছে নাহি চলে ফাঁকি
সেই অনাদি ঈশ্বর ! এস ভগবান—
আজ তোমা আমা দু'য়ে করিব মন্ত্রণা,
পাপী বলি করিও না ঘৃণা ; পাপী যদি আমি—
তবে কেন দিলে হেন লোভ !
লোভ দিয়ে লাভ কেন না দিবে আমারে।

শোন—শোন অন্তরের স্বামি! রাজ্য চাই মম!
যার তরে ষড় নৃপে ক'রেছি নিধন,
যার তরে অন্যায়েরে আশৈশব দানিয়াছি অর্ঘ্য-পুষ্পাঞ্জলি,
যার তরে প্রবঞ্চনা-কুটবিষলতা রোপেছি হৃদয়ে,
যার তরে দিবানিশা করিনি শয়ন,
যার তরে এত ক্লেশ—দারুণ-যন্ত্রণা সর্ব্বক্ষণ,
কহ নারায়ণ,হেন রাজ্য-লোভ আমি পারি কি ত্যজিতে?
রাজ্য চাই মম! হ'লে ত্রিলোক বিপক্ষ তাহে,
রাজ্য চাই মম!
বেশ, তুমি দিবে না সম্মতি, নাহি ক্ষতি!
মম মন্ত্রগুপ্তি না হবে প্রকাশ তাহে।
মানবের সম তুমি নও বিশ্বাসঘাতক!
যাও চলি, ভয় আমি তোমারে না করি!
পরলোকে ভয় তোমা হ'তে,ইহলোকে কি করিতে পার?
পারিতে হে যদি, তাহ'লে কি ধরা-ক্ষেত্রে হ'ত—
এত বাদ-বিসম্বাদ—এত রক্তপাত?
পাইত কি এত পাপের প্রশ্রয়?
যাও চলে যাও, নিজে নিজ কক্ষে করিব মন্ত্রণা!
সাক্ষী নাহি করিব কাহারে,
সংসারে মানব অতি বিশ্বাসঘাতক!
চুলিকফা হ'য়েছে রাজা, সেটা অকর্ম্মণ্য পশু,
পত্নী তার অতি সুচতুরা; তারে বাধ্য করিতে পারিলে—

উদ্দেশ্য আমার সফল হইতে পারে।
কিন্তু কিসে বাধ্য হবে চতুরা ভামিনী!
জানি, নারী চাহে ভালবাসা;
স্বামী চেয়ে ভালবাসা দিলে তারে ডালি,
পেতে পারি মন তার। তাহে পাপ হ'বে?
পাপ? রাজ্যলোভ—পাপ-পুণ্য করে পরাজয়।
ডাণ্ডব! ডাণ্ডব!

ডাণ্ডবের প্রবেশ।

ডাণ্ডব। মহাশয়!
আনন্দ বরুয়া। এক কার্য্যে নিয়োজিব তোমা!
ডাণ্ডব। সৌভাগ্য আমার প্রভু!
দাস প্রভু-কার্য্যে এ জীবন সার্থক মানিবে।
আনন্দ বরুয়া। আমি দিব ভেট আসাম-রাজ্ঞীরে,
পারিবে কি রাণী সনে করিতে সাক্ষাৎ?
ডাণ্ডব। প্রভুর আশীষে, ডাণ্ডবের কোন্ কার্য্য অসম্পন্ন রবে?
আনন্দ বরুয়া। এস প্রাণধন, ল'য়ে যাবে উপহার।
পার যদি থাকিবারে রাজ্ঞীপাশ—
তাঁর সেবা হেতু কিছুকাল, দাসত্ব বিমুক্ত করি দিব,
রাজ্ঞী তিনি—সাক্ষাৎ ঈশ্বরী।

[প্রস্থান।

ডাণ্ডব। মন্ত্রীর ক্রীতদাস আমি, কুচক্রী মন্ত্রী আমার এ

সামান্য কার্য্যে আমার দাসত্ব মুক্ত ক'রে দেবে! কথাটা বড় ভাল লাগ্‌ছে না! আপাত কথাটা মধুর লাগ্‌ছে বটে, কিন্তু ভিতরের গলদ বেশ বোঝা যাচ্ছে! দেখা যাক্, ঘটনায় কি ঘটে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। গীত

ক্ষেপা তুই আপন মনে কর্ না বিচার।
যুক্তি-নীতি, পুরাণ-শাস্ত্র তার কাছে যে একাকার॥
আত্মবুদ্ধি শুভকরী, পরবুদ্ধি ভয়ঙ্করী,
তার দেখালে বাহাদুরী, সঙ্গে পতন হবে তোমার॥
আপন বুদ্ধি ন্যায়ের জলে, ভাল করে ধুয়ে নিলে,
আস্‌বে সত্য কুতূহলে, ঘুচ্‌বে সকল চিন্তাভার॥

ক্ষেপার কথা শুন্‌ছে কে? তবু আমি ব'লে যাই! আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে, সে আর যেখানে দরকার, যেখানে দরকার নেই, তা মনে ক'রে প'ড়ে না, সকল যায়গায় ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। তারপর যে যার আবশ্যক মত নিয়ে নেয়! বল হরি হরিবোল—বল হরি হরিবোল।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

কপালিনী ও ডাণ্ডবের প্রবেশ।

কপালিনী। তোমার নাম কি ?

ডাণ্ডব। আমার নাম ডাণ্ডব।

কপালিনী। ডাণ্ডব, মন্ত্রী মহাশয়কে তুমি আমার সম্মান জানিয়ে ব'ল্‌বে, তাঁর প্রদত্ত উপঢৌকন আসাম রাজরাজেশ্বরী সাদরে গ্রহণ ক'রেছেন।

ডাণ্ডব। মা, আপনার উপর আমার প্রভুর ভারি ভক্তি। তিনি বলেন, রাজ্যের রাণী সাক্ষাৎ ঈশ্বরী।

কপালিনী। রাজভক্ত প্রজাগণের এই উক্তিই বটে। তজ্জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ প্রদান ক'র্‌ছি, এ কথাও বল'।

ডাণ্ডব। তিনি আরও বলেন, "ডাণ্ডব, রাজা-রাণীর সেবায় যে প্রাণ দিতে পারে, সে স্বকায়ে বৈকুণ্ঠে চ'লে যায়।"

কপালিনী। এও রাজভক্ত-চূড়ামণির কথা।

ডাণ্ডব। তা মা, আমরা অধম, আমরা আর আপনার সেবা কেমন ক'রে ক'র্‌তে পার্‌ব, আমাদের যা মুখে।

কপালিনী। আচ্ছা, ঐ ভাব তোমাদের মনে থাক্‌লেও সেই বৈকুণ্ঠের অনেকটা নিকটে যাবে।

ডাণ্ডব। তাহ'লে ত মা, বৈকুণ্ঠে যাওয়া হ'ল না ?

কপালিনী। তাহ'লে তুমি কি ক'রতে চাও?

ডাণ্ডব। তা মা, আজ ব'ল্‌ব না, যদি সে দিন হয়, তাহ'লে শ্রীপদে একদিন এসে জানাব।

কপালিনী। তাই এস, তোমার ন্যায় রাজভক্ত বালকের বাসনা পূর্ণ করা রাজ-রাণীর অবশ্য করণীয়।

ডাণ্ডব। তা মা, আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌তে যে কষ্ট! আজ প্রাতঃকালে এসে এই অপরাহ্ণে আপনার চরণ দর্শন ক'রেছি। প্রহরীরা বড় কঠোর।

কপালিনী। যাও ডাণ্ডব, আমার অভিজ্ঞান নিয়ে যাও, (অঙ্গুরীয় দান) আজ হ'তে রাজা-রাণীর গৃহে তোমার অবারিত দ্বার।

ডাণ্ডব। (প্রণামপূর্ব্বক) এমন না হ'লে রাণী মা! মা যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! আসি মা, সন্তানকে মনে রাখিস্।

[প্রস্থান।

কপালিনী। (স্বগত) আজ সহসা মন্ত্রী আমাকে উপঢৌকন দিয়ে পাঠালে কেন! দুরাত্মা আনন্দ বরুয়ার ছলনার অসদ্ভাব নেই। ঐ পাপিষ্ঠ হ'তেই আমাদের আসামরাজবংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়েছে। আসামবাসী সকলেই পাপাত্মার প্রতি খড়্গহস্ত! তাই কি সে আমাকে বাধ্য রাখ্‌বার জন্য আগে থেকে এই সকল কৌশল-জাল অবলম্বন ক'র্‌ছে? যাক্, আনন্দ বরুয়া! কপালিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হ'তে তুমি তোমার ষড়যন্ত্র গোপন রাখ্‌তে পার্‌বে না। কি ক'র্‌ব! কিরূপে রাজ্য রক্ষা হ'বে? এই চিন্তা আমাকে যেন

উন্মাদিনী ক'রে তুল্‌ছে। রাজ্য অশান্তিময়! মন্ত্রিগণ রাজ্যলোলুপ! তাদের লোল দৃষ্টি সর্ব্বদাই এই ক্ষীণ আসামরাজ্যের প্রতি পতিত র'য়েছে। আমি মাত্র একা, সহায়হীন—বন্ধু-বান্ধবহীন—নিরাশ্রয় অবস্থায় বিধ্বস্ত। কি করি, যদি রাজশক্তি আয়ত্ব ক'রে অধিক সৈন্য সংগ্রহ ক'র্‌তে যাই, তাহ'লে দুর্বৃত্ত মন্ত্রিগণ আমাকে বা আমার স্বামীকে গুপ্ত হত্যা ক'রে আপনাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য এই রাজবংশের অপর একজনকে রাজা ক'র্‌বে। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? কার সঙ্গেই বা মন্ত্রণা করি। স্বামী ত প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছেন, মাত্র জয়কেতু ভরসা! ও লোকটাকে তত বিশ্বাস হয় না; যাই হোক, একটা কিছু অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। তা না হ'লে এ অকূলে দাঁড়াই কোথায়! ঐ যে জয়কেতু আর স্বামী আস্‌চেন!

চুলিকফা ও জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। হাঁ রাজাবাবা, দাবা খেলার মত আর খেলা নেই। বেশ নেশায় ঝুম হ'য়ে চালের উপর চাল মার্‌তে পারা যায়।

চুলিকফা। বাবা জয়কেতু, লাগাও ত, এক বাজী। বাপ-বেটায় একবার লাগা যাক্, দেখি বাপ হারে কি ছেলে হারে।

কপালিনী। ছিঃ ছিঃ! বলি, এম্‌নি ক'রেই কি রাজত্ব রাখ্‌বে নাকি?

চুলিকফা। হিঃ হিঃ, রাজত্ব থাকুবেনা ত যাবে নাকি? তুমি তবে কি জন্যে র'য়েছ?

জয়কেতু; হাঁ মা, রাঙ্গাবাবা এটা কিন্তু বড় একটা ন্যায্য কথা ব'লেছেন। রাজাবাবা সব ভার ত আপনার উপর দিয়েছেন।

কপালিনী। জয়কেতু, তুমি এ রাজ্যের নূতন নও, জান ত রাজ্যের অবস্থা! মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে আসামের কি না সর্ব্বনাশ হ'চ্চে?

জয়কেতু। তা মা,ব'ল্‌তে? তা না হ'লে—হায় হায়,মা গো, চণ্ডেশ্বর মহারাজেরও মৃত্যু হয়! হায়, আমি নরাধম কেন শিকারে গেছ্‌নু মা! (রোদন)

চুলিকফা। কাঁদিস নে জয়কেতু! তাহ'লে আমার মনটা বড় ফাঁক হ'য়ে যায়।

কপালিনী। তোমার মন ফাঁক হ'লে রাজ্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, বরং মন্ত্রিদলেরই অনেক সুবিধা হবে। আরও কি ভাবনি, আমরা কিছু কিছু রাজশক্তি সংগ্রহ ক'র্‌তে গেলেই দুরাত্মা মন্ত্রীর দল আমাদিগকে অন্যান্য রাজগণের ন্যায় হত্যা ক'রে আসামের রাজবংশের আবার একজনকে রাজা ক'র্‌বে।

চুলিকফা। আচ্ছা জয়কেতু, রাণী যে বিপক্ষের এই একটা চাল ব'ল্লে, এটা তুমি কেমন ঠাওরাচ্চ?

জয়কেতু। হুজুর, বিপক্ষের ঐ চালেই ত কিস্তি মাৎ হ'চ্চে।

চুলিকফা। তাহ'লে উপায় জয়কেতু! রাণী ত তাহ'লে ধ'রেছে ঠিক, এটা ত আমার এতদিন মাথায় ঢুকেনি! এখন চাল ঠিক কর, চাল ঠিক কর! যেন কিস্তি মাৎ না হয়।

জয়কেতু। তা হুজুর, হঠাৎ কিছু হ'চ্চে না, কেননা মন্ত্রিদল

একটু নরমে প'ড়েছে। তাদের আপনাআপনি বিবাদ ঝগড়া হ'চ্চে।

কপালিনী। বিবাদ হ'লে কি হবে জয়কেতু, আনন্দ বরুয়া কিন্তু ঠিক আছে। সে আজ আমায় উপঢৌকন দিয়ে পাঠিয়েছে। তার কারণ কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?

চুলিকফা। বটে, বটে, তাহ'লে মন্ত্রী বেটা ভিতরে ভিতরে ত বেড়ে বড়ের টিপ লাগাচ্চে হে! জয়কেতু, চাল ঠিক কর, চাল ঠিক কর।

কপালিনী। শোন জয়কেতু, আনন্দ বরুয়া যেমন আমাকে হাত ক'র্‌বার জন্য এই কৌশল খেল্‌ছে, আবার অন্যান্য মন্ত্রীর দলও আমাদের রাজবংশের অন্যান্যকে হাত ক'র্‌বার জন্য বিশেষ চেষ্টায় আছে। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে কার জয় পরাজয় হবে, তা কে ব'ল্‌তে পারে?

চুলিকফা। জয়কেতু, রাণীকে তুমি সামান্য ভেবো না, চাল ধরেছে ঠিক, এখন চাল দিয়ে চাল রক্ষা ক'র্‌তে হবে। তা নৈলেই কিস্তিমাৎ!

জয়কেতু। হাঁ হুজুর, তা ঠিক! মা, কি স্থির ক'র্‌ছেন?

কপালিনী। স্থির ক'র্‌তে পারি, কিন্তু জয়কেতু, কারে নিয়ে স্থির করি? এ রাজপুরীতে আমাদের আপনার কে?

জয়কেতু। কেন মা, জয়কেতুকে কি আপনি পর ভাবেন?

চুলিকফা। শিবরাম—রাণী কি তোমাকে পর ভাব্‌তে পারেন! তুমি আমাদের ডান হাত!

কপালিনী। জয়কেতু! সে অতি গুরুতর মন্ত্রণা! প্রাণের মত বিশ্বাসী লোক না হ'লে কার্য্যে হাত দেওয়া যায় না।

জয়কেতু। তা, তা, মা কি আমাকে মনে করেন, তা ব'লতে পারি না!

কপালিনী। তোমাকে অতি বিশ্বাস করি জয়কেতু! কিন্তু তুমি আমাদের এ কার্য্যে সহায় হবে কি?

জয়কেতু। সে কি কথা মা—বলেন কি! জয়কেতু কি রাজ-কার্য্যে প্রাণের ভয় করে?

চুলিকফা। রাণী, আমি জয়কেতুকে সেই ভাবেই ভাবি।

কপালিনী। আমিও তাই ভাবি.তবু আমরা যে গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হব, তাতে অনেক দায়ীত্ব আছে বুঝে জয়কেতুকে পরীক্ষা ক'রলুম। জয়কেতু, রাজবংশের সমুদায় যুবক ও শিশুকে গুপ্ত-হত্যা ক'রতে হবে। তাহ'লে বিপক্ষ মন্ত্রিদল আর আমাদের কিছুই ক'রতে পারবে না। তারপর একা আনন্দ বরুয়া; সে ত উপস্থিত আমাদের পক্ষে আস্‌বার জন্য লালায়িত। সুতরাং উপস্থিত তা হ'তে কোন আশঙ্কার কারণ নেই, পরে তারও বিহিত ব্যবস্থা ক'র্‌তে কতক্ষণ?

চুলিকফা। কেমন জয়কেতু, রাণীর মাথাটা দেখেছ? এ কাজ তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

জয়কেতু। তা ক'র্‌তেই হবে, চালটা বড় পাকা চাল হ'য়েছে? তাহ'লে উপস্থিত একজন বিশ্বাসী গুপ্তঘাতক চাই। কেমন মা? তা মা, কাকেও কি স্থির ক'রেছেন?

কপালিনী। আমি রমণী, আমার সে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা নেই, তাই ত তোমার সহায়তা চাই জয়কেতু!

জয়কেতু। তা বেশ, মন্ত্রী বেটারা শিবেবেটাকে গারদে রেখেচে। তাকে বের ক'রে এই কার্য্যে লাগানো। সেও গারদ থেকে বের'তে পার্‌লে খুব খুসিতে লাগ্‌তে পার্‌বে; তাই ক'র্‌চি। হাঁ মা, তার পর আর একটা কথা, এখানকার কাজ ত এইখানেই মিট্‌ল, কিন্তু রাজকুমার গদাপাণি যে পালিয়েচে! তাকেও ত হত্যা করা চাই?

কপালিনী। নিশ্চয়! ঋণের কণা, অগ্নির কণা, শত্রুর কণা থাক্‌তে কপালিনী নিশ্চিন্ত থাক্‌বে না! তাই তোমায় ব'ল্‌চি ত জয়কেতু, তুমি আমার সহায় হও।

জয়কেতু। তা হ'লুম, চ'ল্লুম, আগে মা আমি শিবেবেটাকে হাত করি, কেমন? তা না হ'লে ত আবার অন্য চেষ্টা ক'র্‌তে হবে?

কপালিনী। হবে কি, হ'য়েচে! আজই গুপ্ত হত্যার স্রোত বহান চাই। দুরাত্মা মন্ত্রীর দল দেখুক্, রাজ-রাণী কপালিনী, একটা যে সে স্ত্রীলোক নয়! কুসুমেও বজ্রাগ্নি আছে!

জয়কেতু। তা মা, বুদ্ধিতেই অনুমান ক'রেচি! আমি আর অপেক্ষা ক'র্‌ব না, চ'ল্লুম। এসে আবার দেখা ক'র্‌চি।

[প্রস্থান।

কপালিনী। কেমন পার্‌বে ত? হৃদয় কঠোর ক'র্‌তে পার্‌বে?

চুলিকফা। তুমি পার্‌লেই আমি পার্‌ব!

কপালিনী। ঘরে ঘরে রোদনের চীৎকারে পাষাণও ফেটে যাবে! তখন কি ক'র্‌বে?

চুলিকফা। তখন তুমি কি ক'র্‌বে?

কপালিনী। আপন কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েচে, এই ভেবে মনে মনে আনন্দে নৃত্য ক'র্‌তে থাক্‌ব।

চুলিকফা। আমিও তোমার সঙ্গে তাই ক'র্‌ব!

কপালিনী। তখন যেন কেঁদে ফেলনি?

চুলিকফা। তুমি আমায় এম্‌নিই ঠাওরালে! আমি ত আর মেয়ে মানুষ নই! (প্রস্থানোদ্যত)

জনৈক সখীর প্রবেশ।

সখী। মহারাণি, আমরা মহারাজের আদেশ মত আপনাকে নৃত্যগীত শুনাতে এসেচি।

চুলিকফা। এসেচ, এসেচ, আর আর সব কোথা? রাণী বোস, আজ একটু নাচ-গান শোন।

কপালিনী। (জনান্তিকে) মাথার উপর কেমন খাঁড়া টাঙালুম, তা বুঝি দেখ্‌তে পেলে না?

চুলিকফা। তা হ'ক্‌ রাণি, রাজা হ'য়েচি, একটু আমোদ প্রমোদ ক'রে নি এস! বোস, বোস্‌, যাও রূপের ধুচনী, তুমি একাই এলে যে! তারা সব কোথা? লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, রাণী বেশী সময় অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন্‌ না।

সখী। তোরা আয় না লো, বাহাদুরের হুকুম্‌ শুন্‌ছিস্‌ না?

অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ।

চুলিকফা। নাও, নাও, বেজায় তাড়াতাড়ি।

সখীগণ। গীত

সে আসিয়ে হাসিয়ে গেল—চাইলে না কারু পানে।
পিয়াসা পরাণ তারে আপন প্রাণে আপনি টানে॥
সে চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে ব'লে গেল এই কথা,
আমি প্রাণের মাঝে রেখে তোমার ঘুচিয়ে দিতে সব ব্যথা,
চাঁদিনী উদিবে যবে, বসন্তে কোকিল গাবে,
সেই দিন মোরে পাবে দূর মলয়ের গানে॥

কপালিনী। তোমরা আমার সঙ্গে এস, কিছু পুরস্কার দোব, আমার সময় অতি অল্প।

চুলিকফা। আর একটা শুন্‌লে হ'ত না! থাক্, কাজ আছে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

হস্তপদবদ্ধ শিবরামকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

শিবরাম। শুন রে প্রহরি!

উর্দ্ধপদ হেঁট মুণ্ডে মাতৃগর্ভে ছিনু—
দশমাস দশদিন—সেই আমি—সেই নরাধম!

তবে তারে সেই ভাবে রাখি কোন্ শাস্তি
এক মাসে করিবি প্রদান ?

প্রহরী। না ভাই, আমার আর তোমার সঙ্গে কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই। আমি তোমার কাজ দেখে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি। কয়েদীদের নির্য্যাতন করাই হ'চ্চে—আমাদের কাজ, তোমায় সে নির্য্যাতন অনেক রকমে দিয়েচি। এমন কি তারও উপরে মন্ত্রীমহাশয়ের যে ভিন্ন নির্য্যাতন ক'র্‌বার কথা ছিল, তাও ক'রেছি। তুমি তার কোনটীকেও ভ্রূক্ষেপ করনি। তোমার মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন ফোটা ফুল হাস্‌চে, কোন দিন যেন কোন রূপ কষ্ট ভোগ করনি।

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দ বরুয়া। প্রহরি, পাপিষ্ঠ শয়তান বদ্‌মাস বলে কি ?

প্রহরী। সে বড় আশ্চর্য্য কথা মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কথা-মত আমরা ত শিবরামের হেঁট মাথা আর উঁচুদিকে পা দিয়ে প্রায় একমাস হবে, রেখে ছিলুম্, তাতে ও বলে কি, প্রহরি! মাতৃগর্ভে আমি দশমাস দশদিন এই রকম দণ্ড ভোগ ক'রে এসেছিলুম, তখন তোর মন্ত্রীমহাশয় আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন ?

আনন্দ বরুয়া। (স্বগত) ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য সহগুণ!

তবে আর কোন্ দণ্ড আছে রে বিধানে,
সেই দণ্ড দিব শিবরামে; কোন্ দণ্ডে পুনঃ সেই—
আসিবে আমার মতে!

দুরাশা সম্পূর্ণ! হায় ভাগ্য!
দুর্ভাগ্য রে তোর, তা না হ'লে হেন তেজীয়ান্ বীর
মার, আজ হইল বিরূপ মোরে! (প্রকাশ্যে)
ভাই শিবরাম! কেন সহ অসহ যাতনা?
এখনও মম মতে প্রদান সম্মতি,
বন্ধু প্রতি করিও না ঘৃণা, দিব ক্ষমা—সর্ব্ব অপরাধ!
পুনঃ সেই ভ্রাতৃভাবে দিব আলিঙ্গন!

শিবরাম। ক্ষমা কর আনন্দ বরুয়া! আমি তোমার আর আলিঙ্গনপ্রার্থী নই। আর আলিঙ্গনে সুখ হবে না! তাই এ পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের আলিঙ্গনের আর প্রার্থী নই। এবার একদিন—একজনের সঙ্গে আলিঙ্গন ক'র্‌ব। যে আলিঙ্গনে ঘৃণা এসে উপস্থিত হবে না, ভয় এসে উপস্থিত হবে না, আমি এখন সেই আলিঙ্গন চাই। দিতে পার্‌বে কি? দিতে ত পার্‌বে না ভাই! বন্ধু তুমি, তুমি বন্ধুর মত কাজ ক'র্‌চ, কিন্তু হায় আমার যে দুরদৃষ্ট! আমি যে বুঝেও তারে বুঝ্‌তে পার্‌চি না! পেয়েও তারে পাচ্চি না! হায় হায় কি ক'র্‌তে কি ক'রেচি! আপনার হাতে বিষ খেয়েচি!

আনন্দ বরুয়া। শিবরাম, এখনও প্রকৃতিস্থ হও। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে এখন আমার মতে সম্মতি দাও, তা না হ'লে, নির্য্যাতনের কি কষ্ট উপভোগ ক'র্‌ছ, তা কি, বুঝ্‌তে পার্‌চ না?

শিবরাম। কৈ—কৈ বুঝ্‌তে পার্‌চি না। বন্ধু, ভাই, দাও, দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও? কি ক'র্‌লে বুঝ্‌তে পারা যাবে, তাই বল? তাই করি। অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প'ড়্‌তে হবে, না বিশাল সমুদ্রে ঝাঁপ

দিতে হবে.না পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিতে হবে, তাই বল? বুকে বড় আগুন জ্ব'ল্‌চে! আগ্নেয়পর্ব্বতের মত গলিত-ধাতু—সেই বুক থেকে ক্ষরিত হ'য়ে যাচ্চে! পার্‌লে কৈ, পার্‌লে কৈ, বন্ধু, তুমি ত অনেক চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু পার্‌লে কৈ? বুকের মধ্যে তেম্‌নি মেঘগর্জ্জন ক'র্‌চে, তেম্‌নি বিদ্যুৎ খেল্‌চে, তেম্‌নি বজ্র-নির্ঘোষ হ'চ্চে! পার্‌লে কৈ, এত ক'রেও যে পার্‌লে ভাই না!

আনন্দ বরুয়া। ও বুঝেচি, তুই কপট উন্মাদের ভানে আনন্দ বরুয়াকে ভুলাতে চাস্‌! জানিস্‌ শিবে, আমি কে? যাও প্রহরি, পাপিষ্ঠকে আবার তেম্‌নি ভাবে যন্ত্রণা দান করগে যাও। যতদিন পর্য্যন্ত না আনন্দ বরুয়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে,ততদিন—ততদিন—শিবের অস্থিকঙ্কাল থাক্‌তে—ততদিন মুক্তি নাই। কে না জানে, আনন্দ বরুয়া চিরদিনই দুষ্ট দমনে সিদ্ধমনোরথ।

[প্রস্থান।

শিবরাম। তাই আনন্দ বরুয়া, তাই তোমার সেই মনোরথ সিদ্ধ হ'ক, দুষ্টের দমন হ'ক, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হ'ক!

প্রহরী। কেন ভাই, আর যন্ত্রণা নাও? মন্ত্রী মহাশয় কি বলেন, তাই কর না। তোমার অবস্থা দেখ্‌লে—আমাদের মত নির্দ্দয় প্রহরীর হৃদয়ও যে ভেঙে যায়। চোখের জল আপনা হ'তে বেরিয়ে পড়ে। এমন ভাবে থাক্‌লে আর ক'দিন বাঁচ্‌বে?

(রোদন)

শিবরাম। দয়ালু প্রহরি! কেঁদ না ভাই! ভগবানের কাছে আর মহাপাপীকে অপরাধী ক'র না। অনেককে কাঁদিয়েছি,

কত সতীর পতি কেড়ে, তাদের হাতের শাঁখা খুলে নিয়ে বৈধব্য-সাগরে ভাসিয়েছি; তাদের কত অপগণ্ড শিশুকে পথে বার ক'রে এনে গাছের তলায় বসিয়েছি; কত পুত্রবতী জননীর একমাত্র নয়নের তারাকে উপ্‌ড়ে নিয়ে তাদের চিরদিনের জন্য উন্মাদিনী ক'রেছি! সে পাপের যে এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয়নি! ও, আর বুঝি হ'ল না! হায়—সে নারকীর জন্য তোমরা আজ আবার কাঁদ্‌ছ? নারায়ণ! নারকীকে দেখ্‌লেও লোকে কাঁদে—লোকে কষ্ট অনুভব করে! এ তোমার করুণা না নিষ্ঠুরতা?

প্রহরী। আচ্ছা, তোমার কি এত উপবাসেও কষ্ট হয় না? শরীর ত যায় যায় হ'তে ব'সেছে।

শিবরাম। শরীর যায় যাক্, তাতে আমার কি? তাতে আমার কষ্ট হবে কেন ভাই! শরীর ত আমার পরিচয় নয়। আমার পরিচয় আমার স্থায়ী মন। মনের শক্তিই আমাদের সকল পরিচয়ই প্রদান করে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ,বিদুর,যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে আজ কালের লোক কে দেখেছে? বর্ত্তমানে ত সেই অতীত-শরীরীর শরীর আর নাই, কিন্তু তাঁদের মনের শক্তি তৎকালে তাঁদের যে পরিচয় প্রদান ক'রেছিল, সেই পরিচয়ও আজ জগতের ইতিহাসে স্বর্ণঅক্ষরে স্থান প্রাপ্ত হ'য়ে র'য়েছে। আমরাও তাঁদের সেই মনের শক্তিরই পরিচয়ে পরিচিত হই। কণ্ঠ, রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছ কেন? হস্ত, অবশ হ'চ্চ কেন? চক্ষু, দৃষ্টিশক্তিশূন্য হ'চ্চ কেন? অনেকদিন তুমি কিছু ভক্ষণ ক'রনি ব'লে তাতেই কি দুর্ব্বল হ'য়েছ? তাতে আমার কি? তুমি রসাতলে যাও,তুমি জড়তা প্রাপ্ত

হও, তুমি উৎসন্ন যাও, তোমাকে শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করুক, তাতে আমার কি? কিন্তু মন, তুমি দুর্ব্বল হ'ওনি, তুমিই অধর্ম্মের কণ্টক-পথে বিচরণ ক'রেছিলে, তুমিই আমার পাঞ্চভৌতিক অবয়বকে কলুষিত কার্য্যে নিয়োজিত ক'রেছিলে, তবে তুমি দুর্ব্বল হ'লে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ ক'র্‌বে কে? তুমি স্থির থাক। নীরবে পাপের প্রতিদান গ্রহণ কর। কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হয়, নীরব রোদনাশ্রু ভগবানের পাদ্যরূপে প্রেরণ কর, কিন্তু তুমি পথভ্রষ্ট হ'ও নি, তুমি দুর্ব্বল হ'ও নি। গেলই বা পাঞ্চভৌতিক দেহ, তুমি আমি স্থির থাক্‌লে অমন কত দেহ আবার তোমারই জন্য তপস্যা ক'র্‌বে, কত দেহ ধন্য ব'লে জ্ঞান ক'র্‌বে। হা মধুসূদন! কতদিনে আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'বে? আমার প্রায়শ্চিত্তের এত মন্ত্রপাঠ ক'র্‌লুম, তবু কিছু প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না!

প্রহরী। (স্বগত) এ কি মানুষ না দেবতা! হস্তে, পদে, পৃষ্ঠে রক্ত ঝুজিয়ে প'ড়ছে! যন্ত্রণায় একবারও স্থির হ'তে পার্‌ছে না, তবু কি একটু নরম বা খাট হ'য়েছে! যেই বীর—সেই বীর! তেমনি সতেজ ভ্রূ-কটাক্ষ, তেমনি বীর-বাক্য তেমনি সব। মহাপুরুষকে আমাদের দেখ্‌তে কষ্ট হ'চ্চে, আর ইনি সেই কষ্টকে একবারও বিন্দু কষ্ট ব'লে অনুভব ক'র্‌ছেন না! যেন শুক্‌ন তুলসী পাতাকে কে চন্দন মাখিয়ে রেখেছে!

শিবরাম। না, হ'ল না, এ কারাগারে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কেউ বিধান ক'র্‌তে পার্‌লে না। দাও নারায়ণ, নরহত্যা-পাপের ব্যবস্থা দাও,

রাজ-হত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত দাও! প্রহরি! আমায় একখানা অস্ত্র দিতে পার? আর একবার আমায় মুক্ত ক'রতে পার? আমার এই হস্তই সেই নরকময় লোমহর্ষণ ঘটনা সকল সংঘটিত ক'রেছে, একে আমি ছেদন ক'রতে চাই! আর এই পদ আমায় সেই স্থানে সেই কার্য্যে অগ্রসর করিয়েছে, একে আমি পরিত্যাগ ক'রতে ইচ্ছা করি? এত সাহস তোমাদের? একবার একটু পরিণাম চিন্তা ক'রতে পার্‌লে না? একবার সেই ভীতিময় নরকের ধ্বংসাগ্নির ভীষণ চিত্র চেয়েও দেখ্‌লে না? চক্ষু, কেন তুমি আমায় সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে? তুমি যদি সে সময় অন্ধ হ'তে, তাহ'লে ত আজ শিবেবরুয়ার এত চিন্তা হ'ত না। ওঃ, যাই—নারায়ণ—

(মূর্চ্ছা)

শূন্যে নন্দী ও ভৈরবীগণের আবির্ভাব।

গীত

নন্দী। কে রে ডাকার মত ডাক্‌লি তারে।

ভৈরবী। তোর চোখের জলে বুক ভেসেছে এবার এলেও আস্‌তে পারে,

নন্দী। মনে প্রাণে ঐক্য করে, আবার ডাক্ রে তেমনি ক'রে,

ভৈরবী। তেম্‌নি তেম্‌নি হ'লে পরে তার প্রেম ব'য়ে যাবে শতধারে।

সকলে। সে যে প্রেমে ডুবে থাকে, তার যে প্রেমের খেলা সংসারে॥

নন্দী। সে প্রেম বিলাতে চায়, প্রেমে হাসে কাঁদে গায়।

ভৈরবী। সে প্রেমের তরী যায়, ঘাটে ঘাটে ধীরে ধীরে—

সকলে। সে যে প্রেমের কাঙ্গাল দয়াল ঠাকুর প্রেম খুঁজে সে দ্বারে দ্বারে॥

প্রহরী। না, আর এ দৃশ্য দেখা যায় না, একটু দূরে যাই।

তারপর একটু সুস্থ হ'লে যা হয়, করা যাবে। এমনটী ত কখন দেখিনি, কয়েদীদের ত আমরাই যন্ত্রণা দি, কিন্তু ইনি নিজের যন্ত্রণা নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছেন!

(দূরে দণ্ডায়মান)

শিবরাম। তারপর—আমি বৃদ্ধ মহারাজের শেষ আজ্ঞা পালনের কি ক'র্‌লুম। তাঁর নয়ন-মাণিক—ক'লজের রক্ত প্রাণাধিক পুত্র গদাপাণিকে যে স্থানান্তরিত ক'র্‌লুম, তার কি ক'র্‌ছি! তাঁরা নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্চেন, দু'টী সন্তান তাঁর হয় ত পথে ক্ষুধায় আকুলি বিকুলি খাচ্চে, তার কি ক'র্‌লুম! কৈ এরা ত কেউ আমার পাপের প্রতিদান প্রদান কর্‌লেন না, তবে আর আমি এখানে থেকে কি ক'র্‌ব! আমার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত চাই।

জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। প্রহরীরা কোথায় গেল! আমি ত মহারাজের নিকট হ'তে আস্‌ছি। এই যে শিবরাম, বাবা শিবরাম! ধন্যি, ধন্যি তোমার কপাল! একেই বলে বরাত! কোথা কয়েদ, আর কোথায় কি না, একটা কাজ ক'র্‌তে পার্‌লেই একেবারে মন্ত্রী! শিবরাম, শোন, এখন ত প্রহরীরা এখানে নেই—শোন, বিশেষ কোনকার্য্যে তোমাকে মহারাজের বিশেষ কোন প্রয়োজন হ'য়েছে। বিশেষ ভাবে সে কাজ নিঃশেষ ক'র্‌তে পার্‌লেই বিশেষ সম্মানের সহিত তুমি বিশিষ্ট মন্ত্রীতক্তার অধিকার পাবে।

শিবরাম। কে তুমি, জয়কেতু! মহারাজের এই অনুগ্রহে

আমি বিশেষ অনুগৃহীত! আমি তাঁর চিরক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌ব। তুমি ত জান জয়কেতু! সেই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধ মহারাজ চণ্ডেশ্বরের নিকট আমি কি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলাম।

জয়কেতু। তা আর আমি জানি না বাবা শিবরাম, আমি ভয়ে প'ড়ে সে দিন তোমাকে আমি মন্ত্রিদলের লোক ব'লে ব'লে-ছিলাম, কিন্তু আমি তা নই, আমি একজন রাজভক্ত প্রজা, বুঝ্‌লে? সে দিন রাজার কাজে রাজার সঙ্গে বনে গেছলুম, আজও রাজার কাজে রাজার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। এখন আমার কথা শোন, দেরী ক'র্‌লে হবে না। তোমাকে একটী কাজ ক'র্‌তে হবে, তাহ'লে আমি যা ব'ল্‌ছি, সেই সব কথা ঠিক।

শিবরাম। জয়কেতু! আমার মন্ত্রীত্বে প্রয়োজন নেই, তবে আমাকে মহারাজের কোন্ কার্য্য সম্পাদন ক'র্‌তে হবে, তাই বল?

জয়কেতু। বিশেষ কিছু নয় শিবরাম, তুমি মন্ত্রিদলের সঙ্গে মিশে যে কাজ ক'র্‌তে সেই কাজ। এই রাজবংশে যে ক'টা এখন ছেলে ছোকরা আছে, সেই ক'টাকে গুপ্তভাবে সাবাড় ক'র্‌তে হবে। এ সকল তোমার জানা কাজ।

শিবরাম। (কর্ণে অঙ্গুলিদান পূর্ব্বক) ভগবান! আবার পরীক্ষা! আবার তুমি আমায় ছলনা ক'র্‌তে এসেছ? তাও আবার কিনা আমারই মত নরকের কৃমি জয়কেতুর মূর্ত্তিতে? তুমি যে হও, শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে দূরে অবস্থান কর।

জয়কেতু। ব'ল্‌ছ কি শিবরাম!

শিবরাম। মহানরক কত দূরে ভাই, ব'ল্‌তে পার? আমি

ত মহানরকে ডুবে আছি, দেখ্‌ছি তুমিও সেই মহানরকের যাত্রী, সুতরাং তুমি অনায়াসে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার্‌বে, তাই কি আহ্বান ক'র্‌তে এসেছ? এখানে ত দিনরাত্রি পুরীষ-মূত্রের দুর্গন্ধ আঘ্রাণ ক'র্‌ছি, সেখানে এর চেয়ে কি আরও দুর্গন্ধ অধিক আছে ভাই? এখানে ত দিনরাত্রি আমার অস্থি-মাংসকে নরকের কৃমিতে দংশন ক'র্‌ছে, তার লালাতে আমার সর্ব্বগাত্র সিক্ত হ'য়ে যাচ্চে, যমদূতেরা মাথায় ডাঙস মার্‌ছে, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহকটাহে ভেজে ফেল্‌ছে, সেখানে আবার এর চেয়ে আর ও কি ভীষণ শাস্তি ভাই!

জয়কেতু। কি আবল তাবল ব'ক্‌ছ শিবরাম! এই সুযোগ, বড়লোক হ'বার এই দাঁও।

শিবরাম। ইন্দ্রত্ব-পদ? সেই মহানরকের বিনিময়ে ত ইন্দ্রত্ব-পদ! ও ইন্দ্রত্বপদে বড় জ্বালা, বড় যন্ত্রণা ভাই জয়কেতু! পুত্র হ'য়ে পিতৃহত্যা, মানুষ হ'য়ে মানবহত্যা, ছিঃ ছিঃ এমন ইন্দ্রত্ব-পদ তুমি চাও কি মন! না চায় না, মন সে ইন্দ্রত্ব-পদ চাইলে না জয়কেতু! আর যে চায়, তাকে আমি বিষ্ঠা-কৃমির মত এই বাম পদে বিদলিত করি। (শৃঙ্খল ভগ্ন)

জয়কেতু। বাপ্‌রে বাপ, খুন ক'র্‌লে, খুন ক'র্‌লে! প্রহরি, প্রহরি, কয়েদী পাগল হ'য়েছে, পাগল হ'য়েছে, শীগ্‌গির বাঁধ, শীগ্‌গির বাঁধ।

[বেগে প্রস্থান।

(প্রহরীর সম্মুখে আগমন)

শিবরাম। কি আমায় বাঁধ্‌বে ?

প্রহরী। না মহাশয় !

শিবরাম। কি ক'র্‌তে চাও? আমার সম্মুখে আসার তাৎপর্য্য কি ?

প্রহরী। আপনি পলায়ন করুন, আমি আপনার দাস হ'য়ে সঙ্গে যাব।

শিবরাম। তুমি আমার রক্ষক, তুমি আমায় এমন কথা ব'ল্‌ছ কেন ? তুমি রাজার প্রসাদভুক্ত কর্ম্মচারী হ'য়ে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য ক'র্‌বে ?

প্রহরী। প্রভু, প্রভু, শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ ক'র্‌লুম। মার্‌তে হয় মারুন, রাখ্‌তে হয় রাখুন। আমি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে চিরদিন নরকে থাক্‌ব, তবু আমার এ সাধের কৈলাসে আবশ্যক নেই ! আমি চিরদিন নরঘাতক ব্যাঘ্রের পদলেহন ক'র্‌ব, তবু আমি এ পাপময় রাজ্যের মানুষের সেবা গ্রহণ ক'র্‌তে চাই নি। আপনার সঙ্গই আমার কামিখ্যাদেবীর মন্দির ! আপনার মূর্ত্তিই আমার চন্দ্রনাথ ! আপনার সঙ্গে থেকে যদি আমার নরকে গমন হয়, তাও আমি স্বর্গের নন্দন-ভ্রমণ মনে ক'র্‌ব !

শিবরাম। পেয়েছি, পেয়েছি—ভগবান্, তোমায় এত দিনের পর পেয়েছি ! স্বর্গের অমৃত ! বড় পিপাসিত ছিলাম, আকুল হ'য়ে বড় আবেগে তোমায় ডাক্‌ছিলাম। এবার দেখা দিয়েছ, এবার প্রসন্ন হ'য়েছ ! এস, ভাই, এস বন্ধু, এস সখা, এস পিতা, এস

মাতা, এস ভগিনি, এস পুত্র, এস কন্যা, এস অমৃত! একবার তোমায় প্রাণভ'রে আলিঙ্গন করি! (উভয়ের আলিঙ্গন) চল—চল—এ নরক ত্যাগ ক'রে যাই চল! এ ভূত-প্রেত-পিশাচময় শ্মশান ছেড়ে পালাই চল! ঐ শোন শান্তির দুন্দুভি বাজ্‌ছে!

[বেগে প্রস্থান।

প্রহরী। প্রভু, প্রভু, এ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ক্ষেত্র হ'তে আপনার জ্যোতিষ্ময় চরণ-সঙ্কেতে—দৃষ্টিহীন দাসকে বাহিরে নিয়ে চলুন।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ

কাঠুরিয়াগণ। গীত

ধাঁ ধাঁ ধাঁ কুড়ুল চালাই, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ বন করি সাবাড়।
মোদের রাজ্যি-পাট আর জমিদারী এই গারো পাহাড় এই গারো পাহাড়॥
নিত্যি আনি নিত্যি খাই, নিত্যি নূতন বনে যাই,
নিত্যি হাটে কাষ্ঠ যোগাই, হাটপত্তন নাগাড়॥
শাল পিয়ালে মন না উঠে, শিশু সেগুন কতক বটে,
হেঁতাল সুঁদরি শুক্‌তি কাটে, লাভের বেলায় বেদনা ঝাড়॥

[প্রস্থান।

কুড়ল স্কন্ধে গদাপাণি ও ছদ্মবেশী কুকিরাজের প্রবেশ।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আচ্ছা, তুই যে সে দিন কুকিরাজার বাড়ী গেলি, তাতে কি হ'ল ?

গদাপাণি। সে দিন কেবল একদিন নয় ভাই, প্রায় এক মাসের অধিক হাঁটাহাঁটি ক'রেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিনও কুকিরাজের সহিত দেখা ক'র্‌তে পারিনি। এখন একবারে তাঁর আশা ত্যাগ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আশা ছাড়ি দিবি কেন বাবা ! আমাদের রেজা তেমনটী নয়। তবে রেজার দুইটা মেয়া ছিল, সে দুটোকে রেজা তাদের ছেলেবেলায় কোন রকমে হারিয়ে ফেলে। তার ল'গে রেজা বড়ই মন কষ্টে থাকে, বড় একটা কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে না। আচ্ছা বাপ, তোর রেজার কাছে কাম কি ? আর তোর বাড়ী কোথা ছিল বল দেখি !

গদাপাণি। রাজার কাছে আমার কোন গুপ্তকথা আছে। আর বাবা, আমার পরিচয় দিতে আমার মায়ের বারণ আছে। মা ব'লেছেন, যতদিন না তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, ততদিন তুমি কারো কাছে আত্মপরিচয় দিও না।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। আরে আমার বহিনের ত এমন কথা ছিল যে, তুই আমার মেয়ে জামায়ের কোন পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিস নি, আমি ত তা ভুলে গেছনু রে বাপ! আচ্ছা

বাপ, তুই সত্যি ব'ল্‌বি, তুই রাজার কাছে কি কিছু টাকাকড়ি মাগিস? সত্যি ব'ল্‌বি বাপ, সত্যি ব'ল্‌বি?

গদাপাণি। (স্বগত) তাই ত এ বৃদ্ধ আমার মনের কথা বুঝ্‌লে কিরূপে? যাই হ'ক্‌, এই সরল বৃদ্ধের নিকট মিথ্যা ব'ল্‌তে পার্‌ব না, সত্য কথাই ব'ল্‌ব। (প্রকাশ্যে) হাঁ বাবা, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমার অর্থের আবশ্যক হ'য়েছে। সেই জন্যই আমি সদাশয় কুকিরাজার নিকট যাতায়াত করি। কিন্তু ভাগ্য যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই যায় বাবা!

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। দুঃখু করিস্‌নে বাপ! টাকাকড়ি সেটা ত কিচ্ছুই নয়। মানুষ ইচ্ছে ক'র্‌লেই টাকাকড়ি পেতে পারে, সে ত একটা খাটাখাট্‌নীর সঙ্গে সম্বন্ধ। আমরা সব গারোজেতে মনে ক'র্‌লে একদিনে সব রাজার মত হইতে পারি। তা ত হই না। রাজার যে কাম, সেত রাজায় ক'র্‌বে। আমরা কাঠ্‌রে জাত, বনে যাইব, কাঠ কাটিব, তা হাটে আনি বেচিব। আপন মা বাপের সেবা করিব, ছেলে পিলে বাল-বাচ্চা বাঁচাব। টাকাকড়ি নিয়ে কি হ'বে ব'ল্‌ দেখি। আমারও বহুৎ টাকাকড়ির মাল আছে; আমি ত তোরে সে সকল দিতে পারি, কিন্তু সে টাকাকড়ির মালে তুই পেটে খেতে না পারিব। আমরা সব টাকার মাল পাইলে সব কালীমায়ীকে দিয়ে দি। কালীমায়ীর হুকুম আছে যে, সে সব টাকাকড়ির মালে জগতের সব্বার উপকার করিবে। সে যিন এই সব টাকাকড়ি সেই সকল সৎকাজ্জে খরচ করে। না হ'লে জন্তুর মত পেটে খাইলে, তার বংশ বালবাচ্চা আমি এক যোগে গাড়ি রাখিব।

এখন তুই যদি সেই সব টাকাকড়ি সেই সকল কাজ্জে খরচ করিস্, তাহ'লে তোর টাকার ভাবনা কি। দেখ, তোদিগে আমি বড় ভালবাসি! আর তোর পরিবারকে আমি যিন নিজ মেয়ের মত দেখি! আমি তোদের লগে সব পারি! আরে আরে, আমার ম্যাম্মা ঠিক তোর পরিবারের মত ছিল রে! আমি বড়া নরাধম রে! যাক্, তুই কি করিবি বল্!

গদাপাণি। (স্বগত) এই বৃদ্ধ গারোর মুখে আমি কি শুন্‌ছি! বাবা শিবশম্ভু! একি তোমার লীলা বাবা! ধন্য আশুতোষ! ধন্য তোমার আশু দয়া! (প্রকাশ্যে) তা বাবা, টাকাকড়ি—আমার সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্যই প্রয়োজন। তার কপর্দ্দকও আমি কিম্বা আমার পরিজনের জন্য ব্যয় ক'র্‌ব না। আমরা আমাদের পরিশ্রমলব্ধ ধনেই জীবিকা নির্ব্বাহ ক'র্‌ব।

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। তবে আয়, আমি অজি তোকে কতক গুলো টাকার মাল দিয়ে দি, দেখিস্ বাপ, সে সকল মাল আমার কালীমায়ের! দশের কাজে খরচ ক'র্‌বি! (কর্ণে কথন) বুঝ্‌লি ত? যখন তোর দরকার হ'বে, সেখান থেকে তুলে নিবি। তোর বিশ্বাসের জন্য তুই এখন দেখে রাখ্‌তে পারিস! আমি কাঠ কাট্‌তে যাই, তুই তারপর এই বনে কাঠ কাটিস,দেখিস্ শিশুগাছ যেন না কাটিস্। আমাদের দেশের রাজার ঐ গাছ কাট্‌তে বারণ আছে। যে কাটে, তার গর্দ্দানটা লেয়! বুঝ্‌লি, আমি চল্‌নু! খুব সাবধানে থাকিস্। আবার কাল এসে দেখা ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

গদাপাণি। বৃদ্ধের বাক্য কথন মিথ্যা নয়, তবু একবার দেখে রাখা ভাল। বৃদ্ধ ব'ল্‌লে গাছটার নীচে, অনেক হীরে জহরৎ মণিমুক্তো আছে, দেখাই যাক (খনন) কি আশ্চর্য্য, এ যে অগণিত রত্ন! এমন কি আমাদের আসাম রাজ্য এই রত্নে অনায়াসেই ক্রয় করা যেতে পারে! বৃদ্ধ, আমি যে তোমার ব্যবহার দেখে আনন্দাশ্রু সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। মনে হয়, তুমি নিজেই বুঝি আমার সেই কৈলাসেশ্বর বাবা ব্যোমকেশ! দয়াময়! আমি যে স্তম্ভিত হ'য়ে প'ড়্‌ছি! যাই হোক, এই ধনরত্ন বৃদ্ধের বাক্যানুসারে ব্যয়িত হবে। এখন উদর-জ্বালা নিবারণের কার্য্য করা যাক! বৃদ্ধ ব'লে গেল, শিশুগাছ কেটো না! এই ত একটা শিশুগাছ! এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ কর্ত্তন করাও আমার সাধ্য নয়। তার চেয়ে এই ঝোপ ঝাপ গুলো আজ কেটে রেখে যাই, রৌদ্রে শুকোলে কাল এসে এই গুলোকে ব'য়ে নিয়ে যাব, তাই ভাল।

(ক্ষুদ্র বৃক্ষে আঘাত)

পাগলের প্রবেশ

পাগল গীত

কি ভেবে কার তরে,

ইন্দু-কুন্দ-তুষার ভ্রান্তি অনুপ কান্তি করিছ মসিমলিন হায়।

শিরস্বেদ ঝ্‌রিছে চরণে, ঢলিয়া পড়িছে ক্লান্ত কায়॥

মদির-সোহাগে মগন হ'য়েছ, ভুলিয়া যেতেছ আপন কাজ

স্নেহে মাটি-দেহে করিছ যতন, পরিছ নিতুই নূতন সাজ,
ভাবিছ নিতুই জীবনের আলো, জ্বলিবে গৌরবে উজলি দিক্,
জান না নিবিবে বহিছে বাতাস তুমি নিশ্চিন্ত র'য়েছ ঠিক॥

তুই কি আমারই মত পাগল রে! এমন পাগলও থাকে? ঝোপ কাট্‌তে যে সময় লাগ্‌ছে, সে সময় ভগবানকে ডাক্‌লেও অনেক কাজ পেতিস! হাঃ হাঃ সব পাগল, সব পাগল!

[প্রস্থান।

গদাপাণি। পাগল বৈকি পাগল! সংসারী পাগলদের মাথার ঠিক নেই ব'লেই ত তাই তারা আমারই মত পেটের জ্বালায় আমারই মত মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌ছে! কি ক'রব, আমাদের যে মনের দুর্ব্বলতাই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। সবই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি, স্ত্রী-পুত্র কেউ আমার নয়, সব সংসার সাজানার আসবাব! কেবল চক্ষের আর কর্ণের তৃপ্তিকর। কি ক'র্‌ব, দেখ্‌ছি, ঐ পাগলই মহাসুখী! ও কি আমায় শ্রীচরণে স্থান দিবে না? কেন দিবে না? ও ত আমাকে ওরই পথের পথিক হ'তে ব'ল্‌ছে! উঃ তাই ত, আমি কি ভাব্‌ছি, আমার জন্য যে প্রাণাধিকা জয়মতী, প্রাণাধিক রুদ্রসিংহ আর চন্দ্রনাথ পথের দিকে চেয়ে বসে আছে! না, না, বেলা হ'য়ে যাচ্চে, এই সময়ে ঝোপগুলোকে কেটে দি। (আঘাত)

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

উভয়ে। আরে রে—রে, কে রে আহাম্মক, শিশু-জঙ্গলে ঘা লাগাস্?

১ম প্রহরী। আরে, আরে দেখেছিস,দেখেছিস, বেটা সব শিশু চারা সাবাড় ক'রে দিয়েছে! আরে, রাজা শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে রে?

২য় প্রহরী। বেটারে বাঁধি ফেল্‌। বেটারে বাঁধি ফেল্‌। আ রে রে, বেটা তুই আমাদের রাজার আজ্ঞা কেটেছিস্‌, তোরে রাজ-বাড়ী যেতে হ'বে, গর্দ্দানটী এবার দিতে হ'বে। (বন্ধন)

গদাপাণি। আমি ত ভাই শিশুগাছ কাটিনি। এ গুলো কি শিশুগাছ?

২য় প্রহরী। বলি আঁখের কি মাথা খেয়েছিস্‌? শিশুগাছ নয়, কি গাছ! বেটা, বড় শয়তান রে! নেকা সাজিল!

১ম প্রহরী। গর্দ্দান যাবার বেলায় অমন অনেক বেটা নেকা সাজে রে। এখন চল্‌—রাজা তোর নেকাগিরি ছাড়িয়ে দিবে। আজি গাছের ডালে নট্‌কে দিবে।

গদাপাণি। হা বাবা শিব-শম্ভু, এ আবার কি হ'ল! অহো, বৃদ্ধ কাঠুরিয়া ত এই কথা ব'লে আমায় বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়ে গেছ্‌ল! তবে—হায় হায় কি ক'র্‌লাম! হা বাবা শূলপাণি! নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'র্‌লুম! হা অভাগিনী জয়মতি! হা বাবা রুদ্রসিংহ, চন্দ্রনাথ! এতদিনের পর তোরা আমার যথার্থই অনাথ দুর্ভাগ্য হ'লি!

উভয়ে। চল্‌, চল্‌, আর কাঁদিবার রে সময় নেই! বেটা কি শয়তান রে! চল্‌ বেটা চল্‌!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর।

কপালিনী, চুলিকফা ও ডাণ্ডবের প্রবেশ।

কপালিনী। দিনরাত্রি প'ড়ে প'ড়ে চণ্ডু আফিং খাও। (স্বগত) লোকটা উপযুক্ত ব'লেই বোধ হয়।

চুলিকফা। জান্‌লে রাণি, এ সব মৌতাতি জিনিষগুলোকে তুমি অপগ্রাহ্য ক'রনি। এতে কাজ হয় কত জান?

কপালিনী। কাজের মধ্যে ত দিনরাত্রি লেপ বালিশ নিয়ে শুয়ে প'ড়ে থাকা।

চুলিকফা। ঐ ত—ঐতেই আজ তুমি আমি আসামরাজ্যের রাজা-রাণী হ'য়েচি। যদি এই সব মৌতাতি জিনিষের আমি দখলিকার না হ'তুম্, তাহ'লে দেখ্‌তে এই আসাম-রাজ্য দখলে আনা কত দূর শক্ত কাজ হ'য়ে দাঁড়াত, মন্ত্রীরা বুঝি, চালাক চোস্ত কাজের লোক দেখে রাজা ক'র্‌ত?

কপালিনী। তা সত্য। (স্বগত) যে রূপ সাহস দেখিয়ে গেল, তাতে ত আশা হয়।

চুলিকফা। আর' দেখ, এই মৌতাতি জিনিষটা এম্‌নি মজার, হাজার হাজার দুষ্ট কাজ কর, সব এই মৌতাতি জিনিষের দোহাই দিয়ে কেটে যায়। লোকে ব'ল্‌বে, রাজা নেশাখোর মানুষ, কি ক'র্‌তে কি ক'রে ফেলেচে। ওর ত মাথার ঠিক্ নেই।

কপালিনী। তা এক রকম ঠিক্ ব'ল্‌ছ। (স্বগত) অনেক ক্ষণ গেছে, তাই ত কি ক'র্‌চে।

চুলিকফা। ঠিক্ ব'ল্‌ব বৈকি প্রাণেশ্বরি! এ মৌতাতি জিনিষের এই কায়দাই হ'ল ঠিক্। এতে মাথা অনেক ঠাণ্ডা করে, বুদ্ধি যেন বরফের জলে নিত্য স্নান ক'রে উঠে। তুমি যদি কড়া কথা ব'লে মার্‌তে এস, তখন বুদ্ধি আমার ঠাওরে তোমার ব্যবহার, ভাব্‌চে—তা তাতে গৃহিণী এরূপ ক'র্‌চ কেন? উদার ভাব—স্বার্থপরতা একেবারে নেই ব'ল্লেই চলে!

কপালিনী। আ মরি মরি,কি গুণেরই প্রশংসা ক'র্‌চ! ব'ল্‌তে একটু লজ্জাও করে না! ধিক্ ধিক্! নাও, নাও, এখন একধারে ব'সে মৌতাত জমাও। কোন কথা ক'ও না। (স্বগত) তাই ত, এতক্ষণ কি হ'ল, এখন ত আস্‌চে না!

চুলিকফা। বাস্, ঠাণ্ডা হ'লুম্। তোমার কাজ তুমি কর গে, আমার কাজ আমি করি। (চণ্ডুর আয়োজন)

কপালিনী। ডাঙব!

ডাঙব। জননি!

কপালিনী। মন্ত্রিমশায় বলেন্ কি?

ডাঙব। আমায় ত অপর কেন কথা বলেন্‌নি মা!

কপালিনী। তিনি তোমায় আমার কাছে থাক্‌বার জন্য ত উপদেশ দিয়েছিলেন?

ডাঙব। তা দিয়েছিলেন।

কপালিনী। তা তুমি ত আমার কাছে এসে আছ? মধ্যে

মধ্যে ত মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটও যাও। (স্বগত) কি যেন শব্দ শোনা যাচ্চে না!

ডাণ্ডব। যাই।

কপালিনী। তাতে মন্ত্রী মহাশয় তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন না?

ডাণ্ডব। করেন বৈ কি, আমি মিছে কথা ব'ল্‌ব না।

কপালিনী। কেন মিছে কথা ব'ল্‌বে? তুমি জান, আমি রাজার রাণী।

ডাণ্ডব। আমারও মা জননী। মা, সে কদাচারীর কর হ'তে আমাকে মুক্ত ক'র্‌তে হবে।

কপালিনী। তা ক'র্‌ব, তিনি তোমায় কি জিজ্ঞাসা করেন? (স্বগত) ডাণ্ডবকে শীগ্‌গির সরাতে হবে।

ডাণ্ডব। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রাণী কেমন আছেন, তাঁর শরীরের বা মনের অবস্থা কিরূপ, রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর কেমন সদ্ভাব, তোমার সঙ্গে কোন্ সকল কথার আলোচনা হয়।

কপালিনী। তুমি কি বল? (স্বগত) আবার একটা কি শব্দ হ'ল না?

ডাণ্ডব। মা, আমি তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেচি। তা ব'ল্‌ব না।

কপালিনী। ব'ল্‌বে না কেন? তুমি আমায় মা ব'লেচ, তখন মায়ের মঙ্গলের জন্য তুমি সব কথা না ব'ল্লে ভগবানের কাছে তোমায় অপরাধী হ'তে হবে, তা জান?

ডাণ্ডব। সে সব অতি অশ্লীল ভাব মা! ভগবান্ আমায় পরাধীন ক'রেছেন, এ পরাধীন জীবনের আর মূল্য কি জননি! মা জানেন ত, আমি ক্রীত দাস!

কপালিনী। জানি ডাণ্ডব, আমি সব জানি, জানি ব'লেই আমি তোমার নিকট হ'তে সব কথা টেনে বের ক'রে নিয়েছি। তুমি এই সময় একবার নীচমতি মন্ত্রীর নিকট যাও, গিয়ে ব'ল্‌বে, রাণী ব'ল্লেন, আপনার মনের ভাব তিনি সব বুঝ্‌তে পেরেছেন, তবে একটু কাল প্রতীক্ষা ক'র্‌তে হবে। আর তার মধ্যে একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে। তিনি তাতে কি বলেন, তা এসে আমায় ব'ল্‌বে। (স্বগত) ঐ যেন একটা রোদন স্বর উঠ্‌ল!

ডাণ্ডব। মা—মা—

কপালিনী। কেন ডাণ্ডব, অত সঙ্কুচিত হ'চ্চ? তুমি কি চাও?

ডাণ্ডব। জানি না—অনাদিনাথ! আমার জননী তিনি কিরূপ! তবে মনের অগোচর পাপ নাই মা, আমি আমার অন্তর দেখে বুঝ্‌তে পারি, মা আমার সতী সাবিত্রী—দময়ন্তী, তা না হ'লে সতীর নাম শুনে প্রাণ কেন এত নৃত্য ক'রে উঠে জননি!

কপালিনী। তোর মা তাই ডাণ্ডব! এর পর পরক ক'রে নিবি!

ডাণ্ডব। রক্ষে ক'র্‌লি মা! আমার প্রাণ আই ঢাই ক'রে উঠ্‌ছিল, এতক্ষণের পর হাঁপ ছাড়্‌তে পার্‌লেম! তবে আসি মা!

[প্রস্থান।

চুলিকফা। বেঁচে থাক্ বেটা, বেঁচে থাক; যে বেটা এমন মৌতাতি নেশা আবিষ্কার ক'রেছিল—জান্‌লে রাণী, আমি ঠিক আছি, তোমার কথা মাঝে মাঝে শুন্‌ছি।

কপালিনী। শুন্‌ছ কি, খুব সাবধান থাক! আজ কি খাঁড়া মাথার উপর ঝুলিয়েছি, তা কি মনে নেই! যদি প্রকাশ হয়, তাহ'লে লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না! আসামের অন্ন জন্মের মত ঘুচ্‌বে। ঐ না একটা কোলাহল উঠ্‌ল! (নেপথ্যে পুরবাসিগণ) জাগ জাগ জাগ—চোর চোর—রাজকুমারের ঘর থেকে কি নিয়ে পালাল! ধর্ ধর্ ধর্!

অদূরে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। গীত

পাষাণ ফেটে যায়, আয় মা আয়।
ছিঁড়িয়া প'ড়েছে রাজেন্দ্রের গলদীপ্ত-হার ধরণী-ধূলায়, হায় হায় হায়॥
যে বাঁশী বাজিত পিতার গানে, যে বাঁশী বাজিত মাতার কাণে,
যে ধ্বনি উঠিত আকাশ পানে, নাচাইত বিশ্ব নীরব ভাষায়—
আজ সে বাঁশী আর তোর হাসি, দেখ্ মা আসি লুকাল কোথায়॥

যদি চোর ধ'র্‌বি, তবে মাকে ডাক্! মায়ের ছেলে চোর হ'য়েছে, মায়ের ছেলে চুরি ক'রেছে। মা না হ'লে সে চোর আর ধ'র্‌বে কে? চোর চোর চোর, মা—মা, চোর ধর্ মা, চোর ধর্।

[প্রস্থান।

কপালিনী। এই বুঝি হয় সর্ব্বনাশ!
জাগিয়াছে পুরবাসী!

কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতপদে জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। মাগো, সব বুঝি সাব্ড়ে দিয়েছে! কোলাহল শুনছ না! আমি এখন চল্লুম—গদাপাণিকে ধ'র্তে কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে চল্লুম! দেখ্ মা, তোর জয়কেতু তোর জন্যে কি ক'র্ছে?

কপালিনী। একটু থাক জয়কেতু! পুরবাসীরা যেরূপ কোলাহল ক'র্ছে, তাতে কি হ'তে কি হয়, দেখে যাও!

জয়কেতু। (স্বগত) ঐ জন্যই বাবা আগে থেকে সট্‌কাচ্চি, তা বেটী আর বুঝ্‌তে পার্ছে না! শেষে বা আমি পর্য্যন্ত বাঁধা যাই! তা হ'চ্চে না, জয়কেতু সে ছেলেই নয়। (প্রকাশ্যে) জননি! বুঝ্‌তে পার্ছেন না—ঈশ্বর না করুন, যদি কিছু জানা জানির মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে তখন আর আমি বেরুতে পার্‌ব না। এই মাহেন্দ্রক্ষণ মা! এই কালে যাত্রা ক'র্‌লে আর কোন চিন্তাটী নেই—নিঃসন্দেহে গদাপাণিকে সাব্ড়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌ব। আমি চল্লুম। কুচপরোয়া নেই! জয়কেতু শ্রীদুর্গা ব'লে যাত্রা ক'র্‌লে।

[প্রস্থান।

কপালিনী। জয়কেতু, জয়কেতু!

নেপথ্য হইতে—জয়কেতু। যাবার সময় পেছু ডাক্‌তে নেই মা! তোর জয়কেতুর অকল্যাণ হবে।

চুলিকফা। তাই ত, কোলাহলটা বড় জম্‌কে উঠ্‌ল না রাণি! ও রাণি, কি হবে?

কপালিনী। রহ স্থির নিশ্চল পাষাণ!

কর হৃদি লৌহবজ্রময়!

যা হ'বার তাই হোক', হোক'—হোক প্রলয়-প্লাবন,

ব'য়ে যাক্ মহাঝঞ্ঝা, হোক মহামারি,

হোক্ হোক্—মুহুর্ম্মুহু বজ্র নিপতন!

শুনিয়াছি পিশাচ-পিশাচী-প্রাণ

নির্ম্মমতা কঠোর নিলয়, সেই প্রাণ হোক্ আগুসার,

মহানন্দে বক্ষ পাতি দিব আলিঙ্গন,

কোটী গ্রহ কোটী উল্কা হ'লেও পতন,

টলিবে না সর্ষপপ্রমাণ স্থান স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে।

ক্রমে বাড়ে কোলাহল!

বুঝি ধৃত হইল ঘাতুক! না—না—না—কেবা ও রাক্ষস

বীভৎস মূরতি—মহাকাল যেন যমদ্বারে!

কর্ত্তিত মুণ্ড হস্তে ঘাতুকের প্রবেশ।

ঘাতুক। ধর রাণি! রাজবংশধর-মুণ্ড,

অভিপ্সীত কার্য্য আজি সাধিয়াছে দাস!

দেহ পুরস্কার! দেহ রাণি, দেহ পুরস্কার!

বেগে পাগলিনীর প্রবেশ।

গীত

আরে ছি ছি, নারি, ক'র্‌লি কি! ক'র্‌লি কি! ক'র্‌লি কি।

কুল মজালি, নাম ডুবালি, ধিক্ ধিক্ ধিক্ নারী-নামের রৈল কি॥

তুই যে মায়ের মেয়ে মেয়ের মা লো—ওলো ওলো সর্ব্বনাশি.
দেখ্‌লি না ভেবে চিন্তে—হায় হায় হায় আবার তোর মায়ের মা যে এলোকেশী,
ক'র্‌লি কি, ক'র্‌লি কি, হা রাক্ষসি. মরি মরি মা'র লোকেই বা ব'ল্‌বে কি,
ব'ল্‌বে কি।
কুলের মাঝে বাজ দেখালি, শেষের দশা হ'বে কি— হ'বে কি॥

ধিক্ ধিক্ কলঙ্কিনি, তোর এই কাজ! তুচ্ছ রাজতক্তার লোভে নরহত্যা ক'র্‌লি। জ্বলে পুড়ে যাবে, জ্বলে পুড়ে যাবে! হাঃ হাঃ রাবণ গেছে, দুর্য্যোধন গেছে! দেখ্ দেখি, কপাল চিরে দেখ দেখি, তোদের অদৃষ্টে কি র'য়েছে! মর্, মর্, মর্, আবার যে আমার কপালের দিকে চায় রে। হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য)।

[প্রস্থান।

চুলিকফা। তাই ত রাণি!

কপালিনী। চল চল—গুপ্ত সুড়ঙ্গে চল! এস ঘাতুক!

ঘাতুক। দাও রাণি, পুরস্কার!

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

কুকিরাজ, মন্ত্রিগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

কুকিরাজ। (স্বগত) আমার মনটা বড়ই বিগ্‌ড়েছে রে—বড়ই বিগ্‌ড়েছে! ঠিক যেন ম্যায়াটা ঠিক আমারই ম্যায়ার মত দেখ্‌তে! ম্যায়াটাকে দেখে আমার পরাণ টা যে কিমন ক'র্‌ছে, তা সে এক কালীমায়ী ভিন কে সমঝাবে? দুটা ম্যায়াই আমারর কালীমায়ী তুলে নিলে! পরিবারটাও তুলে নিলে! বেশ কালীমায়ি! তোর মনে যা ছিল, তা ক'রেছিস! কিন্তু পাষাণ বেটি, আগে কার কথাগুলোকে তুই আমার পরাণে এমন করিয়ে জাগিয়ে দিস্ কেন? এইটা ত তোর রঙ্গ বেটি!

১ম মন্ত্রী। রাজা সাহেব, এমন করিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে তুই যে মারা যাবি? তু এত ভাবিস কেন?

২য় মন্ত্রী। তুই কার ল'গে মুখটি তোর কালির মত ময়লা করিস? তোকে রেজা ক'রে আমরা সব খুসী ছিনু। তুই আমাদের মা বাপ হ'য়েছিস, তবে রজাসাহেব, তুই ইমন করিলে আমরা সব কিমন ক'রে বাঁচ্‌ব?

৩য় মন্ত্রী। তুই খোস কর, খোস কর্! তোর আবার ভাবনা কিসের রে! আমরা তোর ল'গে মরিয়ে যাইব। তুই কিসের ভাবনা ভাব্‌বি রে?

৪র্থ মন্ত্রী। দে রজাসাহেব, তুই হুকুম দে, এরা সব খোস করুক, খোস করুক। তুই খুসীতে থাকলে আমরা সব খুসীতে থাক্‌ব।

কুকিরাজ। আরে সব মন্ত্রীরমশা, আমি কি তোদের মনে কষ্ট দিতে পারি! তোরা সব পছন্দমত কাম কর্, আমি সবেতে খুসী আছি। লে, লে, সব নাচ গান কর্! (স্বগত) আমার পরাণ সেই ম্যায়াটার বাড়ীতেই ছুটুছে! আরে কালীমায়ি—আমার যে একটা ম্যায়া ঠিক ইমনটী ছিল রে! একটী গোরা, একটী কালা! কি করিলি কালীমায়ি! তারা সব আমার কোথা গেল রে! রোদন)

জনৈক নর্ত্তকী। আরে রজাসাহেব, লজ্‌রা দে, লজরা দে! হামি তোরে একটা গান শুনাই, দেখ্ দেখি মজ্‌গুল হোস কি না?

গীত

"আরে হমারে নাগর সো হেরি স্বপনে ম্যায় দেখে ও।
হাও লাগি ধনন পলকা যো রূপকে আই,
ঢোরে আইও নয়নুনে কাজয়া শোহেরি, স্বপনে ম্যায় দেখে ও ॥

বাজুবন্ধ কণ্ঠ আওর মালা বিরাজে,
আওর শোহে মোতিয়নকা গজরা,—
রূপ মতিকো রাজবাহাদুর, ছুট গেও,
প্রাণ মিট গেও ঝগরা, স্বপনে ম্যায় দেখে ও ॥"

কি রজাজি, গান শুনিলি, মিষ্টি ত লাগিল ?

কুকিরাজ। খুব মিষ্টি আমি শুনিল ! আমারর মন ধরি খোস নিল। আচ্ছা, কিমন গান ক'র্‌তে পারিস, ক'র্‌ত ?

জনৈক সখী। ফূর্ত্তি ক'রে গারে মন্‌সা ! রাজাজীর পরাণে খোস লাগিছে !

নর্ত্তকীগণ। গীত

সখি রে সেয়েই সুন্দর নাথ ল'গে প্রাণ গল।
প্রাণ ল'বার নিমিত্তে সখি রে পুরুষ কি ভাল পোরা হে ছিল ॥
সেয়েই কৈ ছিল তোর ও পরত আমি ভাল পাই,
হে রূপহী তুই মোর আঁখির পোহর মন মোহা ঠাই।
সে'য়ত মোরে ভাল পাইছিল, তার সৈতে ভিতর ত
আমোদ প্রমোদ ত পাঁচ বছর চলি ছিল ॥

কুকিরাজ। রূপহী, বড় সুন্দর খোস দিলে ! ও মন্ত্রির ! এই এক এক রূপহী বিলাকক সোণ ধন কিছু দে ! আমারর মন ত যে দুখর আছিল, তেওঁ দূর হৈ গল। তোমরা এখন পার আসিতে ?

নর্ত্তকীগণ। যে আজ্ঞা রজাসাহেব।

[প্রস্থান।

প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত গদাপাণির প্রবেশ।

প্রহরীদ্বয়। চল্ চল্, তুই বড় পরাক্রমী ডাঙর আছে। হে রজাসাহেব, এ কাঠুরি বিলাকর দক্ষিণ গারো পাহাড় ফালে বিস্তর শিশু গছ কাটি দিলে!

মন্ত্রিগণ। শিশু গছ কাটি দিলে! এইবার ত মরদ প্রাণ হেরুয়াণা।

কুকিরাজ। (স্বগত) আরে কি ক'রেছে রে, আরে মোর ছাবড়া কি ক'রেছে রে! আরে আমি কি করিব রে! আরে আমার ম্যায়ার কি হ'বে রে। আরে—আরে হা—হা—আমি যে ছাবড়ারে পর পর করি বলিয়া আসনু রে—শিশু গছটা তুই কাটিস নি! তবে সে এমন করিল কেন? আমি এখন কি করিব!

গদাপাণি। (স্বগত) একি—সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়াই কি কুকিরাজ? না আমার ভ্রম হ'চ্চে! ভ্রমই হ'বে, তা না হ'লে কুকিরাজই বা কেন আমার ন্যায় আগন্তুক দীন দরিদ্রের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হ'বেন! বিশেষতঃ সেই বৃদ্ধ যে কাঠুরিয়া, কুকিরাজাই বা কাঠুরিয়ার বেশ ধারণ ক'রতে যাবেন কেন? কিন্তু তবু ত প্রাণ বুঝতে চায় না; সেই হাস্তফুল্ল বদন, সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, সেই সস্নেহ দৃষ্টি, একটীরও বৈসদৃশ্য দেখ্‌তেছি না। আমার দিকে সেই ভালবাসার দৃষ্টিতেই যেন চেয়ে আছেন। একইরূপ অবয়ব কি মানুষের হ'তে নেই? না আমারই ভুল। একবার জিজ্ঞাসাই করি না! কি ভ্রম! কি জিজ্ঞাসা ক'রব? আমি অপরাধী,

এখনি আমার প্রাণদণ্ড হ'বে। আর আমি যদি এইরূপ ভাবে রাজার সহিত আলাপ ক'র্‌তে অগ্রসর হই, আর যদি উনি সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়া না হন, তাহ'লে এরা ত এখনি আমায় পাগল ব'লে উপহাস ক'রে উড়িয়ে দিবে। না, এ স্থলে এ বিষয়ে মৌন থাকাই যুক্তিসঙ্গত!

১ম মন্ত্রী। লে রজা, এর প্রাণ নেবার হুকুম ডেলে দে।

কুকিরাজ। (স্বগত) আরে কার প্রাণ নেবার হুকুম ডেলে দিব? আমি যে ওদের বড় ভালবাসি রে! ও যে সেই ম্যায়াটীর সোয়মী রে! বড় গরীব, বড় ঘরের ছাবড়া—বড় গরীব হ'য়েছে, কালীমায়ী ওদের বড় কায়দায় ফেলেছে! আমি কি করিব রে! আমি কি করিব! কি করি ওর প্রাণ লবারে হুকুম দিব? আরে কিমাটি থেতে আমি লুকিচুরি সাজি ওদের তল্লাস নিতে গিয়েছিনু রে। ও কালীমায়ি, তুইও মোরে মহা মুস্‌কিলে ফেলে দিলি! এখন কি বলি? আমারর প্রাণ যেন কেমন হ'য়ে যাচ্চে।

২য় মন্ত্রী। এ রজাসাহেব, তুই কি ভাবিস্ বল দেখি!

কুকিরাজ। না রে, কিছু ভাবিনি রে, কিছু ভাবিনি! হা রে বাপ, তুই শিশু গছ কিন কাটিলি রে, কিন কাটিলি?

গদাপাণি। (স্বগত) না, না নিশ্চয় ইনি সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়া! ওঁর স্বরই আমাকে বিশেষ ক'রে পরিচয় দান ক'র্‌ছে! ধন্য ধন্য কুকিরাজ! ধন্য আপানার প্রজাবৎসলতা! ছদ্মবেশে আপনিই কাঠুরিয়া-সাজে প্রজার অবস্থা জান্‌তে এই হতভাগ্যের কুটিরে পদার্পণ ক'রেছিলেন! আপনিই আমাকে আজ বনমাঝে ছলনায়

অগণিত ধনরত্ন দান ক'রেছিলেন। আপনি অসভ্য কুকিদের অধীশ্বর হ'লেও—আপনি সুসভ্য আর্য্যগণেরও একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট! আপনাকে কোন্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে বরণ ক'র্‌ব, তা আমি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আন্‌তে পার্‌ছি না। তবু আমি বিনয়বিনম্র প্রাণে আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ইতঃস্তত ক'র্‌বেন না। অধম অপরাধী. কঠোর রাজনীতির শাসনপ্রার্থী! তবে আমার একটী পত্নী ও দুইটী পুত্রের ভার আপনার উপর রৈল, দেখ্‌বেন—সেই অনাথিনী ও অনাথদের এক দয়াময় ঈশ্বর আর রাজ্যের ঈশ্বর আপনি, আপনারা ব্যতীত আর কেউ রৈল না! (রোদন)।

কুকিরাজ। (স্বগত) মোরে কাঁদায়ে ফেল্লি রে, আমারে কাঁদায়ে ফেল্লি! হারে হারে কিন আমি লুকিচুরি ক'রে তোদের সাথে দেথা করিয়ে ছিনু রে। দেথা যদি করিনু, তাহ'লে কিন ভাল পাইয়া ছিনু রে! কিন বাপ, এমন কাজটা করিয়ে ফেলিলি রে! আমি যে নিষেধ করি আইনু রে! (রোদন)।

১ম মন্ত্রী। একি রে রজাসাহেব, তুই যে ম্যায়ামানুষটী হইয়ে পড়িলি! এমন ক'রিলে তুই রজার কাম কিমনে করিবি রে?

গদাপাণি। দয়ার সাগর মহারাজ! যে দয়ায় রাজধর্ম্ম নষ্ট হবে, সে দয়া ত্যাগ করুন! আমি অপরাধী, আমার দণ্ডবিধান করুন।

২য় মন্ত্রী। তা ত করিতেই হবে।

মন্ত্রিগণ। না ক'রিলে আমরা রজাসাহেবে ছাড়িব কিন?

কুকিরাজ। কি আমারে ছাড়িবি না? আমি এমন রজা হ’তে না চাই! যে কামে দয়া ধরম নেই রে, তেমন কাম আমি ছাড় দিলে! ভিখ মাগি খাব, তবু আমি এমন কাম ন করিব!

১ম মন্ত্রী। তা ত হবে না—রজা, তুই এই কাম করি কাম ছেড়ে দিতে পারিব, ন হ’লে তোরে কে ছাড়িব?

গদাপাণি। মহারাজ! রাজ্য রক্ষা করুন, এই নরাধমের জন্য ধর্ম্ম-ধনে জলাঞ্জলি দিবেন না! ধর্ম্মই জগতে শ্রেষ্ঠ! ধর্ম্ম রক্ষা ক’রলে ভগবান আপনার সহায় হবেন! কালীমায়ী প্রসন্ন থাক্‌বেন। মহারাজ, পদে ধরি, আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

কুকিরাজ। আরে কালিমায়ী পাষাণ বেটি! তোর মনে ত কিমন আছে আমি ত ন জানি। দেখি বেটি, আমার বাপ যখন এমন কথা কহিল, তখন আমি ধর্ম্ম রক্ষা করিব! লে—লে—লে, বাপের মোর গর্দ্দান লে—লে। দেখ্‌ব নেংটা বেটি, আমার ধরম ত আমি রাখিনু, দেখি, তোর ধরম তুই কিমনে রাখিস? বাপ রে বাপ, আমি কিন তোরে ভালবেসেছিনু রে!

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

১ম মন্ত্রী। রজাটা কি পাগল হ’ল রে!

২য় মন্ত্রী। বড় ভাল রজা রে, বড় ভাল রজা, এখন নে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাম মিটিয়ে ফেল্‌! এখানেই ওর গর্দ্দান লেয়ে লে। ন’লে রজা যিমন ক’রে গল, আবার হয় ত কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে পারে।

মন্ত্রিগণ। লে—লে শীগ্‌গির কাম সেরে নে।

গদাপাণি। হাঁ ভাই, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন ক'রে নাও! আমি প্রস্তুত হ'য়েই র'য়েছি, বাবা শিবশম্ভুকে চক্ষের সম্মুখে দেখ্‌ছি! ঐ যে আমার বৃষভবাহন! ঐ যে আমার ত্রিলোচন! আশুতোষ আমার আমায় দুঃসহ ক্লেশপাশ হ'তে মুক্ত ক'রবার জন্য ত্রিশূল হাতে ক'রে মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন! হে দুঃখহর শঙ্কর! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর!

৩য় মন্ত্রি। আরে তোরা কি দেখিস্ রে! নিয়ে নে না; ঐ তলয়ারে কাটি ফেল্।

প্রহরী। এই তলয়ারে কাটিব! জয় কালীমায়ি! জয় কালী-মায়ি! (হননোদ্যত)

দ্রুতপদে শিবরাম ও পলায়িত প্রহরীর প্রবেশ।

শিবরাম। (প্রহরীর হস্ত হইতে তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক) না, ভাই, রাজপুত্রকে হত্যা ক'রো না! আমাকে হত্যা কর।

পলায়িত প্রহরী। না ঘাতুক, রাজপুত্র বা মহাসাধক প্রভুকে আমার হত্যা ক'রো না, আমাকে হত্যা কর!

শিবরাম। না প্রহরি, রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষার ভার আমার, সুতরাং রাজপুত্রের অপরাধে আমি অপরাধী ভাই, আমাকে হত্যা কর!

পলায়িত প্রহরী। আর প্রহরি, ইনি আমার প্রভু, ওঁর সেবা ক'র্‌তে আমার যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি, সুতরাং আমাকে হত্যা কর।

উন্মত্ত কুকিরাজের প্রবেশ।

কুকিরাজ। আমারর কালীমায়ী কি কহিল রে! মোর মায়ীজী কহিল—রজা, তুই তোর বাপের লগে প্রাণ দিগে যা, লে—লে মন্ত্রির মশা, আমার গর্দ্দানটা তোরা নিয়ে লে! আমার বাপকে তোরা ছাড়ি দে!

মন্ত্রিগণ। কিমন রে রজা, তুই রাজার ধরম খাবি রে! আমরা তা ন শুনিব!

কুকিরাজ। হারে ধরম, তুইও আজ দয়া ছাড়িলি রে! হারে আমার বাপ্ রে!

[প্রস্থান।

২য় মন্ত্রী। তোরা কি পাগল রে, তলয়ার ছাড়ি দে, আমরা কার’ কথা না শুনিব।

প্রহরিদ্বয়। দে শয়তান, আমাদের অস্তর দে, দে।

(বল পূর্ব্বক গ্রহণোদ্যত)

শিবরাম। তা হ’বে না ভাই, আমার প্রাণ থাকৃতে আমি তোমাদের অস্ত্রদান ক’রে আমার রাজ-পুত্রকে সংহার ক’র্‌তে পার্‌ব না।

পলায়িত প্রহরী। কিছুতেই তা হ’বে না প্রভু! কার সাধ্য আমি থাকতে আমার প্রভুর হস্ত হ’তে অস্ত্র নিতে পারে!

সকলে। আরে রে—শয়তান, আমাদের কাছে হিম্মত দেখাস্, আরে—কুকি রে ভাই, হৈ—হৈ—হৈ (উচ্চ নাদ)।

শিবরাম। দুরন্ত অসভ্য কুকি! তোদের অযুত শক্তি সংগ্রহ ক'রে আন্, শিবরাম—রাজপুত্রকে রক্ষা ক'র্‌তে কিছুমাত্র পশ্চাদ-পদ নয়।

সশস্ত্র কুকিগণের প্রবেশ।

কুকিগণ। গীত

আরে রে ডাগাডুম ডাগাডুম নাগরা বাজে কালীমায়ি কি জয়।
রণ রণা রণ ঝন ঝনা ঝন মার্ কাঁড়া মার্ কাঁড়া, কালী মা কি জয়॥
ঝট্ পটা পট্ লট পটা পট্, কর্ ধরা পাক্‌ড়া;
লট্ পটা পট্ লট পটা পট্ পড়ুক মড়া,
এই কাঁড়া বাঁশে ছোটে মাথা, জয় কালীমায়ী কি জয়॥

(যুদ্ধ)

শিবরাম। আমার নাম শিবেবরুয়া! আজকালের নাম শিব-রাম, ভয় নেই, কারো প্রাণ হত্যা ক'র্‌ব না। তবে অঙ্গে কারও ছাড়্‌ব না। শিবরামের চেলা অভিরাম, আমার পশ্চাতে থাক ত বাপ্! দেখি কোন বীর আমার সম্মুখীন হয়। অবিরাম তীর আস্‌বার কালে যাতে—তাদের লক্ষ ভ্রষ্ট হয়, তাই ক'র্‌বে।

(যুদ্ধ)

কুকিগণ। আরে রজা, আরে রজা, খুন করিল রে!

শিবরাম। ভয় নেই, ব'লেছি ত শিবরাম আর জীব হত্যা ক'রে তার কলুষিত আত্মাকে আর কলঙ্কিত ক'র্‌বে না।

কুকিরাজের প্রবেশ।

কুকিরাজ। আরে, আরে, তোদের কি হ'য়েছে রে? কে রে, কে রে, আমারর ঘটিয়ালদিগর সৈতে লড়াই করিস্! আমি তাদের রজা থাকিবারে তাদেরে কে হটাবি রে? আরর ডাণ্ডব!

শিবরাম। কুকিরাজ! বিচার করুন, বিচার মান্‌তে চাই। তা না হ'লে বৃথা কেন প্রজারক্ত পাত ক'র্‌বেন? পদে ধরি, বিচার করুন।

মন্ত্রিগণ। আরে, আরে, রজা আমাদের কে রে, আরে রজারে রজা, তুই আমারর মা বাপ রে! তোর আশাই পূরণ হোক্। আমারর তোর ভালবাসার লোকরর পরাণ নিতে আর ন চাই। চল্ রে চল্, রজা আমারর ইন্দিদেব্‌তা, বস্তা রে বস্তা।

কুকিরাজ। জয় কালীমায়ি, আমারর বাপকে তুই বাঁচিয়ে দিলি! চল্, চল্, তোরা সব চল্। তোরা কি আমারর বাপের চেলা না কি রে? মোর বাপরা চল। আমারর বাড়ীতে কিছু খায়ে যাবি।

গদাপাণি। জয় শিবশম্ভু! একি করুণা বাবা! করুণাময়! করুণার শেষ উদাহরণ জগতকে দেখাবার জন্য কি অমৃতময়ী সুরধুনিকে শিরে রেখেছ বাবা!

গীত

শম্ভুশিরসে জটাকলাপে বহে তর তর তর করুণারূপিণী সুরধুনি।
কত নগর কানন গ্রাম কত জনবাসী ক'রে ধন্য পুণ্যাস্পর্শা পূর্ণাতপস্বিনী॥

দূর অনন্তে মিশায়ে কুলু কুলু তান, ধায় গঙ্গায়া যোগিনী গাহিয়ে গো গান।
সুধাসপ্লাবনী-রসে মাতাইয়া প্রাণ, খেলায় বিরাট লোকে গ্রহতারা-দিনমণি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

জয়কেতু ও অনুচরগণের প্রবেশ।

জয়কেতু। হাঁ, এই সেই কুকিরাজ্যে যাবার পথ। তোমরা সব চলে এস, চলে এস। আর একটু দূরে গিয়ে আজকার মত ছাওনি ফেল্লেই হ'বে। বাবা, জয়কেতু ঠিক খুঁজে খুঁজে আজ পথ ধ'রে ফেলেছে! একি আর অপর কেউ রে, যে উড়ে যাবে প্রাণ!

১ম অনুচর। আর মশায়, হাঁটা যায় না যে, পাহাড়ে জঙ্গলে পথ!

জয়কেতু। পাহাড়ে জঙ্গলে পথ হ'বে না ত কি সোনা বাঁধান ফুলের চুর দিয়ে সাজান মাথমের মত কোমল পথ হ'বে চাঁদ, যে তুমি গড়াগড়ি দিতে দিতে চ'লে যাবে? এই বিয়ের এই মন্ত্র। এখন ধ'র্‌তে পার্‌লে হয়। গদাপাণি বেটা বড় চালাক,

আবার তার ছুঁড়িটা মহা ধড়িবাজ। তা হোক্, জয়কেতু যখন সে কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ ক'রেছেন, তখন বড় শক্ত ঘানি বাবা, তৈল থাক্‌তে আর তিল সর্‌ষের পরিত্রাণ নেই। এ জায়গাটা কেমন ব'লে বোধ হ'চ্চে ?

২য় অনুচর। এখানে থাক্‌লেই হয়।

জয়কেতু। আর একটু যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লেই বা কি হয় ? শুনেছি, তারা গারোপাহাড়ের একেবারে শেষ ভাগে আছে। তা অনুমান কর দেখি—আর গারো শেষ হ'তে এখনও কত ক্রোশ হ'বে। এমনটী ক'রে ছাওনি ফেল যে, এক দুপুরে যেন তার সেখানে পঁহুচিতে পারা যায়। ওটা আবার কে আসে বল দেখি ? ও আমাদের দেশের সেই ক্ষেপাটা নয় ! ও বেটা আবার এখানে মর্‌তে এলো কি করে হে ! এত বন জঙ্গল হেঁটে এলই বা কি করে ?

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। তোরা সব কে রে ? এরাও আবার মানুষ না কি রে !

জয়কেতু। পাগল ত পাগল, মানুষ নয় ত কি ঠাওরাচ্ছিস্ ?

পাগল। তুই কে বল্ দেখি ?

জয়কেতু। কেন আমায় চিন্‌তে পার্‌ছিস্ না কি ?

পাগল। তুই কে বল দেখি !

জয়কেতু। তুই কি রকম উত্তর চাস্ ?

পাগল। তুই কি রকম উত্তর দিতে পারিস্, বল দেখি ?

জয়কেতু। আমি সংসারের জয়কেতু। জয়কেতু মানে কি বুঝিস্ পাগল, যখন যে পক্ষের জয় হবে, তখন আমি তার দিকে। আর পক্ষে আমি নাস্তিক আস্তিক দুই। তার মানে কি বুঝিস, অর্থাৎ যখন ভগবানকে ডেকে—সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দয়া পাই, তখন আমি আস্তিক, বুঝ্‌লি কি না তখন আমি ঈশ্বরকে কতকটা বিশ্বাস করি। আর যখন ভগবানকে ডেকে ভগবানের দয়া অষ্টরম্ভাও দেখ্‌তে পাইনি, তখন বুঝ্‌লি, ভগবানকে আমি কলা দেখাই। যেখানে গোলমাল বাবা—সেখানে জয়কেতু সাত হাত দূরে, আর যেখানে সাফ ফরসা—সেখানে জয়কেতু বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা দুই। এখন পাগলা, শোন, আমাদের সেই রাজপুত্র গদাপাণিকে তুই দেখিছিস্?

পাগল। কেন দেখ্‌ব নি? তার সঙ্গে যে আমার অনেক দিনকার ভালবাসা, তুই বুঝি আমার ভালবাসার কিছু মন্দ ক'র্‌তে এসেছিস? ব'লে দোব, ব'লে দোব—আমার গদাপাণিকে আমি ব'লে দোব।

জয়কেতু। এই পাগলা মরেছে রে, কি ব'লে দিবি?

পাগল। তুই যা ক'র্‌তে এসেছিস্, আমি বুঝি জানিনি? দাঁড়া ক্ষেপীকে ডেকে দি, তা হ'লেই টের পাবি এখন! সে তার ছেলে, তাকে কিছু বলা নয়!

গীত

ও ক্ষেপি তুই আয় না ছুটে, কোথায় বেড়াস ঘুটে ঘুটে,
একবার দেখে যা না, একবার দেখে যা না।

তোর ধ'র্‌তে ছেলে ছেলেধরা ঘুর্‌ছে বনে বনে দেখ্‌তে কি পাস্ না শ্যামা॥
তার নাইক ব'লে হীরের ঘড়া, নাইক ব'লে সোনার ঘোড়া,
ভাব্‌ছে তারে হাড়হাভাতের ছেলে, ও যার জগদম্বা মা জননী,
সেকি সহজ যাদুমণি, তারে শমন ডরায় আপন দণ্ড ফেলে,
ওরে সে এমনি ছেলে—এমনি তার মা,—
ও তার কুবের এসে চরণ লুটায়, দ্বারে থাকেন বৈকুণ্ঠের রমা॥

ওরে ছেলে ধরা রে, ছেলে ধরতে এসেছে! যাই গদাপাণিকে ব'লে দিগে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

জয়কেতু। ধর্ ধর্ ধর্।

সকলে। ধর্ ধর্ ধর্!

(বেগে গমন ও পুনরাগমন)

১ম সহচর। মশায়, পাগলা জঙ্গলে কোথা লুকিয়ে প'ড়্‌ল!

জয়কেতু। এই রে, পাগলা বুঝি সব গোল ক'রে দেয়! চল, চল্, পাগলকে খুঁজে বার্ ক'রিগে, পাগলা ঠিক তার সন্ধান জানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

ডাণ্ডবের প্রবেশ।

ডাণ্ডব। কে আমি? আমার কথা আমি যখন ভাবি, তখনই যেন একটা কাল মেঘের ছায়া এসে আমার বুকটাকে ঢেকে ফেলে!

ডাণ্ডব আমার নাম, আমি মন্ত্রী আনন্দ বরুয়ার ক্রীত দাস, আমৃত্যু আমার মুক্তি নেই,আমি এ কথা জানি বা না জানি,অন্ততঃ লোকে আমাকে এই বলে থাকে। আমিও লোককে তাই ব'লে বলি। কিন্তু আমার মনের সঙ্গে আমি একমত ক'রে এ কথাগুলো ব'লিনি। পাপিষ্ঠ মন্ত্রী—সত্যই আমায় ক্রয় ক'রে এনেছে, সত্যই নীচ-প্রবৃত্তি মন্ত্রী আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রেছে! আমি তার বিশাল রাজ্যের খেল্‌না! নারায়ণী আমায় এই ক'র্‌তে সংসারে পাঠিয়ে ছিলেন। যে কথা জনসমাজে ব'ল্‌বার নয়, যে কথা আপনার মনে আপনি উদয় হ'লে ঘৃণায় লজ্জায়—আত্মহত্যা ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়, আজ সেই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে আমায় যন্ত্রণা প্রদান ক'র্‌ছে! হায় না বুঝে কি ক'রেছি! কি ক'রেছি—তা ত আমি জানি না, জান্‌লে কি তাতে—

কপালিনীর প্রবেশ।

কপালিনী। ডাণ্ডব, তুমি জান্‌তে না, আমি জেনেছি।

ডাণ্ডব। কি জেনেছ মা! এ হতভাগার এমন কি জান্‌বার কথা আছে মা!

কপালিনী। তোমার কথা জান্‌বার অনেক কথা আছে। তুমি বড় চাপা, তাই তুমি কারেও জান্‌তে দাওনি। আমিও আগে জান্‌তাম না, কিন্তু এখন জেনেছি। আর জেনেছি ব'লেই কাঁদ্‌ছি! পোড়াকপালি! কি সুখে তোর আর জীবনধারণ! কোন্ আশায় তুই আর তোর আশাপাখীকে বুকে ধ'রে পুষ্‌ছিস?

ডাণ্ডব। এ আবার কি কথা মা! আজ কেন তোমার মুখে উল্‌টো উল্‌টো কথা শুন্‌ছি জননি!

কপালিনী। রঙ্গ রাখ ঝরা ফুল, মাটিতে লুটিয়ে মর্‌ছিস, তবু পরিচয় দিবিনে?

ডাণ্ডব। পরিচয় আমার কি মা? একদিন একটা পাহাড় থেকে বাণ বেরিয়ে আমাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছিল! আমার একটী বোণ ছিল, রাজরাণী মা ছিল, আর রাজা বাপ ছিল। তারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আস্‌ছিল। বিধাতার ঘটনায় কে কম্‌নে ছড়িয়ে পড়্‌লুম! এখন আর কেউ কারো সন্ধান জান্‌ছি না।

কপালিনী। তাদের সন্ধান না পাও, তোমার সন্ধান তুমি ত পেয়েছ?

ডাণ্ডব। আমার সন্ধান আমি পেলে পরের দাসত্ব ক'র্‌ব কেন মা! এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা খেয়ে থাক্‌ব কেন মা!

কপালিনী। স্রোতের কুঁড়ি আপনা হ'তে ভেসে এলি, লুকিয়ে লুকিয়ে ফুট্‌লি, আপন সৌরভ আপনি নিলি, কারেও কি কোন দিন ব'লেছিলি? দুষ্টু মেয়ে, আজ তোমায় ছাড়্‌ছিনি! আজ খুলে ফেল্‌, এই আমি গায়ের আল্‌খাল্লা খুলে নিচ্ছি। (উন্মোচন) কেমন তোমায় ধ'রেছি, হতচ্ছাড়ি! এখন কি হ'য়েছে বল্‌ দেখি। দিনরাত্রি কাঁদিস কেন?

ডাণ্ডব। কেন আমায় জগতের কাছে চিনিয়ে দিলি মা! বেশ ছিলাম, বেশ ছিলাম, কলঙ্কিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা অভাগিনীর পরিচয়—আমি, কলুষিত মন্ত্রী আর অন্তর্যামী ভগবান এই তিন ছাড়া অপরে

কেউ জান্‌তনি ! এখন কি হবে ! কেমন করে জগতের লোকের কাছে এ কালা মুখ দেখাব জননি !

কপালিনী। এখন সত্য বল্‌ কি হ'য়েছে ! অভাগিনী, তোকে আমি অনেক দিন থেকে ধ'রেছি ! যে কোমলতা তোর শরীরে, যে প্রেমের ভাষা তোর হৃদয়ে, যে সরলতা তোর প্রাণে, তা কি কঠোর নির্দ্দয় পুরুষের হৃদয়ে থাকৃতে পারে ? এখন কি হ'য়েছে বল্‌ ! কেন তুই কলঙ্কিনী ? কে সরলা অবলাকে কলঙ্কিনী ক'র্‌লে ?

ডাণ্ডব। কে ক'র্‌লে ? নরকের কৃমি—ইন্দ্রিয়ের গোলাম, বিশ্বাস-ঘাতকতার হারাম দুরাচার মন্ত্রী আনন্দ-বরুয়া। হায় মা—আকাশে এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠে ! বাতাস এখনও বয় ! বজ্র এখনও থাকে ?

কপালিনী। কালে থাকে মা, কালে থাকে ! ত্রেতায় এককালে রাবণ ছিল, অত্যাচারের মূষল-বৃষ্টি ঝরিয়ে ছিল, সতীর চোখের জলে কত সাগর নদী দীঘির সৃষ্টি ক'রেছিল, তখন ইন্দ্র ছিলেন, চন্দ্র-সূর্য্য ছিলেন, বাতাস তখনও এমন ক'রে বৈত। কাল তখন পাপীর সাহায্যদাতা হয় মা ! কালের গতি কে রোধ ক'র্‌বে বোধহীনে ! ক্ষীণপ্রাণ সঙ্কীর্ণতা আনে, কখন কাঁদায় কখন হাসায় ! দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রী কিরূপে তোমায় কলঙ্কিনী ক'র্‌লে ?

ডাণ্ডব। অস্ফুটন্ত বালিকাবস্থায় আমি মন্ত্রীর ক্রীতদাসী হ'য়ে এসেছিলাম জননি ! কুটকৌশলী পথি মধ্যে আমায় পুরুষবেশে সাজিয়ে এই রাজ্যে নিয়ে এল, তাও আবার তার পুষ্পবাটিকায় !

কেউ জান্ত না! কত আশার প্রলোভনে আমায় ভুলা'ত! আমি আত্মহারা হ'য়ে থাকৃতাম! বাপমায়ের স্নেহের পর আর এমন ভালবাসা কোথাও পাইনি মা। (রোদন)

কপালিনী। তার পর?

ডাণ্ডব। তার পর—সেই বালিকা বয়স হ'তেই দুর্বৃত্ত চণ্ডাল আমার সহিত পাশব ক্রীড়ায় মত্ত হ'ল। হায় গো জননি, আমি কি জান্তাম—শমী গাছের ভিতর আগুণ থাকে? কালে যৌবনোদ্গম হ'লে তখন তার সেই মৌখিক ভালবাসায় আরও উন্মাদিনী হ'লাম! ভাবিওনি নারীজীবনের আবার অধঃপতন আছে।

কপালিনী। কেন মন্ত্রী মহাশয় কি তোমাকে বিবাহ ক'র্লেন না?

ডাণ্ডব। বিবাহ? পশুপ্রকৃতি নরাধম কি কখন বিশুদ্ধ পদ্ধতির সেবা করে মা! তার ভালবাসা রূপ যৌবনে। তাও বিধাতা হতভাগিনীর রূপ দেন্নি. তবে প্রকৃতির অনুগামী যৌবন ভোগ ক'রেছি। তাই সে সময়ে তাতেই সে পাগল হ'ত।

কপালিনী। হ'ত, তা হ'লে এখন হয় না বল?

ডাণ্ডব। মা, অভাগিনীর সে অতীত কাহিনী ব'ল্তে গেলে সমস্ত দিবারজনী ফুরিয়ে যাবে। লিখ্তে গেলে—বৃহৎ একটা গ্রন্থ হবে। চণ্ডাল একদিন আপনার স্বমূর্ত্তি আমায় দেখালে! আমি ঘৃণায় আত্মহত্যা ক'র্তে উদ্যত হ'লেম, তার পর হ'তে সে আমায় ক্রীতদাসীবৎ ব্যবহার ক'র্ছে।

কপালিনী। নরাধমের স্বমূর্ত্তি কিরূপ আর আত্মহত্যাই বা ক'র্‌তে গেলে কেন?

ডাণ্ডব। শুনবি মা, তাহ'লে বুকটা বেশ ক'রে বেঁধে নে, মনটাকে বেশ ক'রে সরল কর্, তা না হ'লে আমার সে ইতিহাস বেশ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে পার্‌বি না, ক্রোধে ঘৃণায় আত্মহারা হ'য়ে যাবি! ধমনীর রক্ত উত্তপ্ত হ'য়ে তোর প্রকৃতিকে উন্মাদিনী ক'রে তুল্‌বে। শোন মা, আমি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর কপট প্রণয়ে মুগ্ধ হ'য়ে একরূপ হতজ্ঞানই হ'য়েছিলেম! একদিন বিশ্বাস-ঘাতক নরপশু তার কতিপয় বন্ধুকে সঙ্গে ল'য়ে আমার সেই যৌবনকে প্রদান ক'র্‌বার জন্য মহাপীড়ন ক'র্‌তে লাগ্‌ল। কি জানি মা। কেন ব'লতে পারি না, আমি নারীসমাজে লালিত পালিত বা বর্দ্ধিত না হ'লেও সহসা যেন কি একটা চৈতন্য এসে উদয় হ'ল! মনে এল, আমি কি পিশাচী? অমনি আমার হৃদয়ে সাহস এল, মনে একটা বল এল! আমি যেন সত্য সত্যই শত শত হস্তিনীর বল গ্রহণে সমর্থ হ'লুম! অনায়াসে পাপাত্মাগণকে পদদলিত ক'রে গৃহের বাহিরে এসে প্রাণের আবেগে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। বুঝ্‌লুম, সে রোদন করুণাময় ভগবানের পায়ে গিয়ে পৌঁছাল! কেননা পাপাত্মা আর আমার উপর অত্যাচার ক'র্‌লে না। পাপিষ্ঠ মন্ত্রী সেই দিন থেকে আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে, আর আমিও মা, পাপাত্মাকে হৃদয় হ'তে দূর ক'রেছি। জননি গো, আর হৃদয়ে কোন আশা রাখি না, কোন্ বাসনা পোষণ করি না! এখন মাত্র পরোপকার—আর্ত্তসেবাই অভাগিনীর ধর্ম্ম—কর্ম্ম—পুণ্য।

তাই বলি মা, সাবধান হও। সেই কুটিল দুর্নীতিপরায়ণ পাপবুদ্ধি দুরাচার মন্ত্রী আনন্দবরুয়ার উদ্দেশ্য অতি কুটিল! তাকে মা ক্ষণমাত্রও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

কপালিনী। ডাণ্ডব, সে আমায় ঠকাত, যদি আমি তাকে না চিন্‌তুম! বালক অজ্ঞান, তাই সে সর্প-অগ্নিকে ভয় করে না, বরং সোৎসাহে তাকে ধ'র্‌তে যায়। আমি মন্ত্রীকে চিনি এবং জানি; আর যেটুকুর সংবাদ আমার নিকট তত প্রকাশ ছিল না, সেটুকু আজ তোমার কাছে সংগ্রহ ক'রে নিলুম। এখন আমি ত তাকে একটা কাঠের পুতুল মনে ক'রে নাচাব। যাক্‌ মন্ত্রিমশায় আজ আস্‌বেন ব'লেছিলেন না? তাঁকে আমার নাম ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌বে। তুমি কেবল ব'ল্‌বে—অতি সংগোপনে রাণী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন।

ডাণ্ডব। যেন এ সকল কথা পাপিষ্ঠ শোনে না মা! আজ আমার মুক্তির দিন,কেন না দুরাত্মা বলেছে,তোমার সহিত পাপিষ্ঠের সাক্ষাৎ করাতে পার্‌লেই সে আমার দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রে দিবে। আজ আপনার প্রসাদে আমার সেই দিন মা! কিন্তু জননি, খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

কপালিনী। মানুষ, তুমি সব পার, নরকের প্রেত সাজ্‌তে পার, আবার স্বর্গের দেবতা হ'তে পার। তবে তোমার এ প্রবৃত্তি হয় কেন? একথা কাকেই বা বলি,আপনাকে আপনি দেখ্‌লে মনে হয় কি? শ্মশানের প্রেতিনী আর কপালিনী দুই যে এক! তুচ্ছ

স্বার্থের জন্য কত রাজকুমারের যে সংহার ক'রেছি! আবার গদাপাণিকে সংহার ক'র্‌বার জন্য জয়কেতুকে পাঠিয়েছি! একি মানবীতে পারে? পারে না ত পার্‌ছে কেন? কেবল—রাজ্যের আশায়! সব ত্যাগ ক'র্‌তে পারি—কিন্তু এ রাজ্যলোভ, রাণীর সম্মানের লোভ, এ ত ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি। অনন্ত নরক এক দিকে আর এই রাজ্যলোভ এক দিকে। কপালিনী তার জন্য সব পারে। দুর্বৃত্ত আনন্দবরুয়া, শুনেছি তুই বড় চতুর ব'লে লোকের নিকট গৌরব প্রকাশ ক'রে থাকিস্, আজ তোর সেই চতুরত্বা চতুরা কপালিনী বুঝ্‌বে! আজ ডাণ্ডবের চীৎকার রোদনের ফল কপালিনী প্রদান ক'র্‌বে। যে অনুতাপানলে অবলা বালিকা আজও চোখের জলে ভাস্‌ছে, সেই অনুতাপের বহ্নিতে তোকেও আজীবন জ্ব'ল্‌তে পুড়্‌তে হবে! আর কেন প্রস্তুত হ'য়ে থাকি। এখনি হয় ত মন্ত্রী এসে প'ড়্‌বে। প্রিয়ম্বদে অলোকে—

সহচরীগণের প্রবেশ।

সকলে। এই ত—তার পর!

কপালিনী। শয্যা রচনা ক'রে তেম্‌নি ভাবে বোস্! দেখিস্ খুব সাবধান! ভাল কার্য্যনিপুণতা চাই! ত্বরিতচন্দ্রা কে লো, তুই বুঝি? পুরস্কার আছে জানিস্? বিলাসিতা হাব ভাবে দুরাত্মাকে গলিয়ে ফেল্‌তে হবে।

১ম সখী। নে দিদি, এখন রতিপতির ছিচরণ ভরসা।

কপালিনী। ঐ যে আসে—গান ধর্, গান ধর্।

সহচরীগণ। গীত

রাঙা রবি ডুবে গেল—ঘোমটা খুলে কুমুদিনী।
লুকো চুরি খেলে শশী সাথে ক'রে কাদম্বিনী।।
নীলাম্বর অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, ভালবাসা জ্যোৎস্না দেয় ঢালিয়া,
মধু বায় রঙ্গীন রঙ্গ হেরিয়া, ধায় গাহিয়া পুরবী রাগিনী।।

ডাঙব ও আনন্দবরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দবরুয়া। অমরার মন্দার প্রসূন
ফুটেছে কি আজ মর্ম্মর আসনে?
অমলা উজলা তারা নেমে এল কিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে?
কপালিনী। আসুন মন্ত্রী মশায়, আসুন।
আনন্দবরুয়া। (স্বগত) অঁা অঁা রাণীকে কি বলি সম্বোধিব!
কেন ভয়—আশার প্রবাহে?
ডাঙব। এবে সত্য রক্ষা কর মন্ত্রিবর! ব'লেছিলে—
সম্বোধিলে রাণী—করিব দাসত্ব-মুক্ত তোর!
আনন্দবরুয়া। হাঁ হাঁ ব'লেছিনু! মিথ্যাবাদী নহে
আনন্দবরুয়া, যাও ক্রীতদাস—দাসত্ব উন্মুক্ত হ'য়ে।
ডাঙব। যাব রাণি! দেহ মা বিদায়।
কপালিনী। রহ কক্ষান্তরে—কিছু পরে—করিব সাক্ষাৎ।
ডাঙব। বেশ মা!

[প্রস্থান।

কপালিনী। মন্ত্রিমশায়! আজ আমি আপনাকে অন্তঃপুরে এনে ধন্য হলুম।

আনন্দবরুয়া। তার চেয়ে শতগুণে ধন্য আমি রাণি!

চির-দাস আশ্রিত কিঙ্কর।

কপালিনী। মন্ত্রি মশায়! ও কথা ব'ল্‌বেন না, আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের সব। আজ আমি আপনাকে আর অপর কোন কথা ব'ল্‌ব না। সময়ান্তরে ব'ল্‌ব। একটু অপেক্ষা করুন, আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

আনন্দবরুয়া। ধন্য রাণি! তুমি সুচতুরা।

১ম সখী। মুখে আগুন তোমাদের, পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌ না। মন্ত্রিমশায়কে নিয়ে শয্যায় বসানা! দু'টো আমোদপ্রমোদের কথা বল্‌ না। মন্ত্রিমশায় কে, তা জানিস? কি বলেন, মন্ত্রি মশায়!

আনন্দবরুয়া। বিদুষী রমণী তুমি, কি বলিবে অজ্ঞদাস!

১ম সহচরী। বসুন মন্ত্রিমশায়! রাণী দিদি ব'লে গেলেন, তাঁর কথা শুন্‌বেন না!

আনন্দবরুয়া। সে কি—একি, ব'স্‌ছি, ব'স্‌ছি।

(উপবেশন) রাণী-বাণী সৌভাগ্য বলিয়া মানি।

অনুমানি কবিতার প্রেমরাজ্যে এসেছি চলিয়া,

দিতেছে ঢালিয়া—অমিয়ের ধারা নামি সুরবালা—

মন্দারের মালা ল'য়ে করে।

১ম সখী। তা ত হ'ল, আমরা ত আপনার জন্য তা কোনও আয়োজনের ত্রুটী করিনি, এখন আপনার কথা কি বলুন?

আনন্দবরুয়া। মুক্তবেণী ধাইছে সাগরে—আবেগ অন্তর,
প্রেমিক সাগর প্রসারিয়া কর তাহে রহে নিরন্তর।

২য় সখী। শুন্‌ছিস, শুন্‌ছিস অলোকে, মন্ত্রী মশায়ের প্রেমের বন্যার বেগ কত? এতে মহারাণী ত ধন্য হবেনই আমরাও ধন্য হ'লাম মন্ত্রী মশায়।

১ম সখী। আহা আহা রে স্বজনি,
কে হেরেছে হেন মধুর প্রেমের জোড়।
মরি বিস্থার মন্দিরে সুন্দর মিলন,যেন গো মাণিকজোড়।

আনন্দবরুয়া। সুন্দর, সুন্দর উপমা!

১ম সখী। মন্ত্রীমশায় আমরা সাহস ক'রে ব'লতে পারি, আমাদের কার্য্যে আপনি কোন অসুন্দর দৃশ্য দর্শন ক'র্‌বেন না, কিন্তু আপনার একটী কথা শুনে আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য হ'য়েছি, মহারাণী ত আরও ভীত হ'য়েছেন।

আনন্দবরুয়া। কেন, কেন দাস কি সে অপরাধী হ'ল! মহারাণীর নিকট এমন কি অপরাধ ক'র্‌লুম।

১ম সখী। বলেন ত রাণী, জানি পুরুষের ব্যবহার,
তবু ছিল যে টুকু সংশয়—
তাণ্ডবের বাক্য শুনে সে টুকু মিটেছে!
এই মত ভালবাসা তব সান্নিধানে—সেও পেয়েছিল;
শেষে তব নীচ আচরণে—

অভাগিনী কেঁদে হ'ল সারা।
তাই মনে পান ভয় রাণী!

আনন্দবরুয়া। (স্বগত) অঁ্যা, তবে কি শুনেছে
রাণী মম বিবরণ,
অঁ্যা—ডাণ্ডবের হেন আচরণ!
কি করি এখন—কিবা বোলে তুষিব নারীরে?
দেখি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি!
(প্রকাশ্যে) শোন প্রিয় সহচরি!
যাও অচিরায়—কহ গিয়া তাঁরে—
ধর্ম্ম সাক্ষি! নহি আমি তাহার কারণ!

১ম সহচরী। নাহি জানে মন্ত্রীমহাশয়, অবলার মন,
বাতাসের পেলে সাড়া, ভাবে তারা বুঝি করে আক্রমণ।

আনন্দবরুয়া। অভ্রান্ত বচন, বল সখি,
কিসে করি সন্দেহ ভঞ্জন?

২য় সখী! শোন্, সখি, ভালবাসা এরি নাম!
বল্ বল্ এর আগে মহারাণী—
যে বাণী সবায় কহিলা সঙ্কেতে।

১ম সখী। ওগো অমন কথা এখন সকলেই বলে গো, শেষে কথা শুন্‌লেই তোমার মন্ত্রীমশায় সাত হাত পৌছিয়ে ব'স্‌বেন। তাই বলার চেয়ে না বলাই ভাল, মিছে কেন রাণি-দিদির কথা ব'লে মুখ নষ্ট করা।

আনন্দবরুয়া! জান নাই আনন্দের প্রণয়-লহরী!

৩য় সখী। ও আস্ফালন মেয়েমানুষে ঢের শুনেছে হে গুণ-পুরুষ! বলি, স্বীকার ক'র্‌ছেন ?

আনন্দবরুয়া। স্বীকার ? প্রেমিকা-কারণ,

যদি দিতে হয় লো জীবন—

প্রেমিকরতন ক্ষুণ্ণ নহে তাহে কভু।

২য় সখী। অলোকে, তুই কি মন্ত্রিমশায়কে একটা সামান্য ব্যক্তি ব'লে মনে করিস্! উনি এই আসাম রাজ্যের মন্ত্রী, আমরা ওঁর হাতের কাটের পুতুল! উনি তুচ্ছ একটা কথায়—বিশেষতঃ প্রেমের জন্য স্বীকার ক'রে অস্বীকৃত হ'বেন ?

১ম সখী। দেখো ভাই, এখন ত রাণীর প্রেমের মোহে তুমিও আমাদের নানা কথা ব'ল্‌ছ, কিন্তু শেষে যেন কাঁদ্‌তে না হয়।

১য় সখী। আমি ত বিশ্বাস ক'র্‌ছি,তবে ওঁর ধর্ম্ম ওঁর কাছে।

আনন্দবরুয়া। ধর্ম্মতঃ শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, তোমরা আমায় রাণীর জন্য যা ব'ল্‌বে, তা অকুণ্ঠিতপ্রাণে সম্পাদন ক'র্‌ব। প্রাণ চাও, তাও দোব।

১ম সখী। তবে আমিই কেন বলি না, শুনুন মন্ত্রিমশায়, এখন আপনি স্বীকার করুন বা না করুন—আমরা ডাঙবের কথা অতি বিশ্বাস করি। অবশ্য ডাঙবকে আপনি এক দিন ভালবেসেছিলেন : অভাগিনীও আপনাকে ভালবেসে ছিল ; কিন্তু এখন আপনি সে কথা আদৌ স্বীকার করেন না,এ দেখে মনে হয়,একদিন অভাগিনী রাণীরও ঐ দশা হ'তে পারে। তখন আপনাকে এ ভালবাসার

এক বিশিষ্ট নিদর্শন দিতে হ'বে। যদি পারেন, তাহ'লে সকলই ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'র্‌তে পারেন; মহারাণী এই কথাই আমাদের ব'লে গেলেন। নতুবা—

আনন্দবরুয়া। বলুন, বলুন, কি ক'র্ত্তে হ'বে বলুন, পদাশ্রিত কিঙ্কর সকলই ক'র্‌তে প্রস্তুত। এ জীবন তাঁর পাদপদ্মে এখনি সমর্পণ ক'র্‌ছি।

২য় সখী। বল্ না লো—

১ম সখী। তা জীবন কেন মন্ত্রিমশায়, জীবন দিলে রাণী-দিদি কি আপনার শবের সঙ্গে প্রণয় ক'রে সুখী হবেন, তা নয়। আপনার বাম কর্ণটী আমরা কেটে রাখ্‌ব। যদি কখন মনের ভুলে বলেন, আমি রাণীর গৃহে গমন করিনি, তখন আপনার ঐ কাণটী আমাদের সাক্ষী প্রদান ক'র্‌বে। কেমন স্বীকার ক'র্‌ছেন?

২য় সখী। তা আর পার্‌তে হয় না, পুরুষের ঐ মুখেই যা।

আনন্দবরুয়া। মুখে নয়—মুখে নয় সুন্দরি, আনন্দবরুয়া মুখে যা বলে, কাজেও তাই করে। আমি প্রস্তুত হ'য়েছি, কি ক'র্‌বে কর। কিছুতেই আশায় বঞ্চিত হ'য়ে যাব না।

১ম সখী। আসুন মন্ত্রিমশায়, আমরাই কি আশায় বঞ্চিত হ'ব! আয় না লো, ক্ষুরটা দে না।

(সহচরীগণ মিলিয়া আনন্দবরুয়ার কর্ণ কর্ত্তন)

সকলে। ওলো ওলো, মন্ত্রিমশায়, পার্‌বেন পার্‌বেন।

কপালিনীর প্রবেশ।

কপালিনী। তোরা যা বল্ বোন, মন্ত্রিমশায়ের কিন্তু সহ্যগুণ খুব। আমরা হ'লে এতক্ষণ কেঁদে বাজার ভাসিয়ে ফেল্‌তুম্।

অদূরে চুলিকফার প্রবেশ।

চুলিকফা। বলি রাণি! বলি হ'চ্চে কি? মৌতাতটাকে কি তুমি একেবারেই মাটি ক'র্‌তে চাও?

আনন্দবরুয়া। একি—মহারাজ আস্‌ছেন যে! কি করি, কোথায় যাই!

(উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণ ও সখীগণ গুপ্ত অস্ত্র বাহির পূর্ব্বক পথ অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান)

একি, একি তোমরা ভেবেছ কি, আমাকে হত্যা ক'র্‌বে? কি—কি আমায় হত্যা ক'র্‌বে? রে সুন্দরি, পদে ধরি পরিহর মোরে।

কপালিনী। হত্যা ক'র্‌ব কেন মন্ত্রিমশায়! হত্যাই যদি ক'র্‌ব, তাহ'লে অতিথি ভাবে আহ্বান ক'রে হত্যা ক'র্‌ব কেন? আপনি স্থির হোন।

চুলিকফা। তা বেশ, বলি রাণি—বলি এই কি তোমার রাজ-নীতি চর্চ্চা না কি? মন্ত্রিমশায় যে—আপনি অন্তঃপুরে?

কপালিনী। পদে ধরি মহারাজ, আপনি আমার বা মন্ত্রি-মহাশয়ের কার্য্যে যথেচ্ছা তিরস্কার ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু দয়া ক'রে মন্ত্রিমহাশয়ের কানের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌বেন না।

চুলিকফা। কেন মন্ত্রিমশায়ের কানে কি হ'য়েছে রাণি?

কপালিনী। তাই ত মন্ত্রিমশায়, কি করি, হাজার হোক্ উনি স্বামী, ওঁর কাছে মিথ্যা কথাটাই বা বলা যায় কি ক'রে। যাক্, সত্য কথা ব'ল্লেই বা হ'চ্চে কি? এ ত আর ছেলেমানুষ কাজ নয়, যখন আপনাতে আমাতে কথা হ'চ্চে, তখন তার জন্য চিন্তা কি?

চুলিকফা। বল না রাণি! মন্ত্রিমশায়ের কানে রক্ত কেন?

সহচরীগণ। গীত

পীরিতের এই ত পরিচয়।

এখন হাত র'য়েছে, পা র'য়েছে, কানটা গেছে বৈত নয়॥

সোহাগীর সোহাগ তরে, কত প্রেমিক সোহাগ করে,

লাফ দিয়ে গাছের'পরে, দিতে পারে রামের জয়,

কিন্তু লেজটী বিনে কাঁদে প্রেমিক, প্যাছে সোহাগী মন্দ কয়॥

চুলিকফা। মন্দ নয়—মন্দ নয়,বটে,হাঁ মন্ত্রিমশায় তাই না কি? আপনি বুঝি রাণী কপালিনীর খর্পরে পড়েছিলেন? যান্, যান্।

১ম সহচরী। যাবেন কি গো! আপনারা মন্দ ভাবেন কেন? রাণি দিদি যে মন্ত্রিমশায়ের জন্য পাগল।

চুলিকফা। আরে যেতে দাও, যেতে দাও, উনি আমাদের ডান হাত, ওঁর সঙ্গে রঙ্গ?

কপালিনী। (জনান্তিকে) রঙ্গ কি ব্যঙ্গ তা পরে টের পাবে। মন্ত্রিমশায়, আজ আপনি চ'লে যান্। এ সব শয়তানী—বিশ্বাস-ঘাতিকা! একদিন এর পরিণতি বুঝে নিবেন।

আনন্দবরুয়া। (স্বগত) তাই ত—রাণীর কিন্তু তা ব'লে

অন্য ভাব নেই! উঃ,উঃ,আজ বড় অপমানিত হ'লুম! একি ঈশ্বরের ইচ্ছা? তাই বৈকি—তা না হ'লে সব দিকে প্রতারিত হ'চ্চি কেন? (প্রকাশ্যে) রাজা বাহাদুর.ভাবুন, ভাবুন, এর ভিতর অনেক গুপ্ত রহস্য র'য়েছে। এখন আসি? তাই ত এই কান কাটা নিয়ে যাই কোথা?

[প্রস্থান।

চুলিকফা। রাণি! এ কাজ কিন্তু ভাল ক'র্‌লে না। তুমি আনন্দ-বরুয়ায় চিন না!

কপালিনী। খুব চিনি রাজা-বাহাদুর, আপনি কিন্তু কপালিনীকে এখনও চিনেন নাই। আয় লো আয়—এখন যাই চল্।

চুলিকফা। যা ইচ্ছে হয় কর, আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখি। গদাপাণিকে ধ'র্‌তে পাঠিয়েছ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য-পথ।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। (উচ্চৈঃস্বরে) বাবা, বাবা, ও বাবা গো!

রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

রুদ্রসিংহ। এখান থেকে চেঁচাচ্ছিস্ যে, বাবাকে কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

চন্দ্রনাথ। তোমার কি, আমার বাবাকে আমি ডাক্‌ব। বাবা যে অনেকক্ষণ গেছেন।

রুদ্রসিংহ। তোর একারই বুঝি বাবা, আমারও বাবা নয়? আমার বুঝি মন কেমন করে না?

চন্দ্রনাথ। তোমার মন কেমন ক'র্‌লে এমন কথা ব'ল্‌তে না।

রুদ্রসিংহ। কেন বল্ দেখি চন্দ্রনাথ, তুই দিন দিন এক তর হ'য়ে যাচ্ছিস্, কোন কথা ব'ল্লে যেন তুই মার্‌তে আসিস্! ছিঃ, ছোট ভাই হ'য়ে বুঝি বড় ভাইকে এমন করে?

চন্দ্রনাথ। বাবাকে অনেকক্ষণ না দেখে আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে দাদা! এত বেলা হ'ল, তবু কেন বাবা আস্‌ছেন না? ও বাবা, বাবা গো!

রুদ্রসিংহ। বাবা কি কাছে আছেন যে, তোর চীৎকার তিনি শুন্‌তে পাবেন?

চন্দ্রনাথ। হাঁ পাবেন, মা তবে তাঁর মাকে মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে ডাকেন কেন? মায়ের মা কি শুনতে পান্ না?

রুদ্রসিংহ। কৈ, মায়ের মা যদি শুন্‌তে পেতেন, তাহ'লে ত তিনি মা'র সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌তেন।

চন্দ্রনাথ। সেই যে মা ব'ল্লেন "মাই আমার মত হ'য়ে

তোদিগে ক্ষিদের সময় ফল খেতে দিয়ে গেছেন” মা আবার এও ত বলেন “মা আমার সকল কথাই শুন্‌তে পান”।

রুদ্রসিংহ। মা তোমাকেই বলেন,আমার ত আর মা হয় না ?

চন্দ্রনাথ। মা ত আমারই মা! তোমার মা হ'লে তোমায় ব'ল্‌তেন।

রুদ্রসিংহ। ইস্‌, ওঁর একার মা! কৈ মাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব চল্‌ দেখি ?

চন্দ্রনাথ। চল্‌ না, মা কি বলেন, তাই শুন্‌বি। এসে আমি আবার বাবাকে ডাক্‌ব।

রুদ্রসিংহ। আচ্ছা, চল্‌ না, দেখি কেমন তোর একলার মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। গীত

পাগল করিল পাগলিনী।

শ্মশান ছাড়ায়ে সংসারী করিয়ে নিজে হ'ল শ্মশানবাসিনী।

আমি যারে করি গো শাসন, সে তারে করি গো কোলে,

আমারে শাসিতে আসে শুনি তার "মা মা" বোলে,
আমি সাজিলে ভিখারী, সে হয় রাজরাজেশ্বরী,
স্বর্ণ হাতা করে ধরি, ধায় অন্ন দিতে ভিখারিণী।

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। গীত

পাগলের সঙ্গে মিশে পাগলিনী হ'য়েছি।
রাজার মেয়ে পথে ঘুরি নীরব জ্বালায় জ্বল্‌তেছি।
আমি সাজায়ে সংসার করি যদি খেলা,
সে গো ধূলার ক্ষেত বলি বসায় ভূতের মেলা,
আবার হেসে হেসে বলে সব মায়ার লীলা,
মিন্‌সের জ্বালা দিবানিশি সৈতেছি॥

পাগল। দূর পাগলি, হেথা আয় না, বলি শোন্ না।

পাগলিনী। দূর পাগল, তোর কাছে যাব কেন রে! তোর কাছে যাই, আর তুই আমার হাতে গড়া পুতুলগুলিকে ভেঙে দে।

পাগল। দূর পাগলি, তুই তোর হাতে গড়া পুতুলগুলিকে দিন রাত্রির জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌ছিস্, আর আমি ভেঙে দিতে গেলেই দোষ হয় বুঝি?

পাগলিনী। আমার জিনিষে আমার যা ইচ্ছা হয় তাই ক'র্‌ব, তুই ব'ল্‌বার কে রে?

পাগল। তোর জিনিষ আমার কাছে এসে কাঁদে কেন রে!

পাগলিনী। কাঁদ্‌লেই বা, আমার জিনিষ আমিই কোলে ক'র্‌ব, আমি মার্‌ব ধ'র্‌ব, আমিই আবার সান্ত্বনা দোব।

পাগল। তাই ত তোকে পাগ্‌লী বলে। নিজের জিনিষ যে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ম'রে গেল; তার জন্যেই ত নিজের জিনিষ পর হ'য়ে যায়।

পাগলিনী। পর হ'য়ে যায়? আমার জিনিষ ম'রে গেলেও পর হয় না।

পাগল। ও ত মুখের কথা, কাজের বেলায় তা হয় না।

পাগলিনী। তা হয় না, ঐ ত তোর পাগ্‌লাম। আমি এমন পুতুল গড়িনি যে, সে হঠাৎ আমায় ভুলে যাবে। সে লক্ষ লক্ষ জন্ম ঘুরে এলেও আমাকে ভুল্‌তে পারে না।

পাগল। তা কখন কোথাও দেখিয়েছিস্, না এই নূতন দেখাবি?

পাগলিনী। নূতন কেন রে, অমন যে লাখ লাখ হ'য়ে যাচ্চে। তারা বনের ফুল বনে ফুট্‌ছে, বনেই গন্ধ দিচ্ছে, আবার বনেই ঝ'র্‌ছে! দেখ্‌লেই দেখা যায়, না দেখ্‌লে কে দেখাবে রে মিন্‌সে! চোখ র'য়েছে, দেখে যা না। না, আমি আর তোর সঙ্গে ব'কব না। তুই ঐ ক'রেই ত আমায় ভুলিয়ে দিস্! যাই মা—যাই, তোকে দিয়েই আমি এই পাগ্‌লাকে পরখ দেখাব। পার্‌বি ত, পার্‌বি ত, আমার যত্নে গড়া সোনার পুতুল, পার্‌বি ত। লোকের চোখ ফুটিয়ে দে মা, দেখা মা—তোতে আমাতে কি সম্বন্ধ! পাগল, এখন তুই ফিরে যা, দিন কতক বাদে এসে দেখিস্, পাগ্‌লীর কথা সত্যি কি মিথ্যে।

[প্রস্থান।

পাগল। পাগল তা পার্‌বে না, যাই এখন গদাপাণিকে সরিয়ে দিগে। দুষ্ট জয়কেতু তাকে ধ’র্‌তে আস্‌ছে! ছেলে-ধরা রে! ছেলে ধরা!

গীত

পালা পালা ওরে পাগল ছেলে ধরা বেরিয়েছে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

কুকিমন্ত্রিগণ ও কুকিরাজের প্রবেশ।

১ম মন্ত্রী। কিন রজা, তুই এত ভাবিস্ বল্ দেখি? তুই কি ভাবিয়ে ভাবিয়ে পাগল হইবি না কি রে?

কুকিরাজ। আমি পাগল হইব রে বাপ, আমি পাগল হইব। আহা রে, সেই ম্যায়াটা যদি আমার ম্যায়া হইত, আর এইটা যদি আমার জামাই হইত, তাহ’লে কিমন হইত রে! আমার পুরোণ শোক—পুরোণ ছবি সব মনে হইছে রে! ওরে, আমিও একদেশের রজা ছিনু রে, মোর রাজ্য ব্রহ্ম-পুত্রের বানে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছ্‌ল রে। সেই কালে আমার পরিবার আর আমার দুইটা মেয়ে আর আমি নিজে কম্‌নে ভাসিয়ে গেছনু রে! আরে, সেই

ম্যায়াটার মতন—যে আজ শিশু গাছের লগে আসামী হ'য়েছিল, তারই পরিবারেরে দেখ্‌নু রে! হাঃ হাঃ, আমার কি হইল রে!

২য় মন্ত্রী। আরে রজা—তুই কি নির্ব্বোধ হইলি, তুই কিন তাদের পরিচয় নিচ্ছিস্ না? তাহ'লে ত তোর ম্যায়া কি না সমজাতিস্।

কুকিরাজ। আরে, তারা যে পরিচয় দিতে চাইলে না। ওতেই ত আমার আরও ধোঁকা। আসামীকে ছাড়াবার লগে যে দুটো মিন্‌সে আসিল, তাদের এক জনের মুখে শুনিনু—ঐ আসামীও একটী রাজার ছেলে। কিন্তু নামটী ত বলিল না।

১ম মন্ত্রী। ওরে, জামাইকে তুই চিন্‌তিস্ না? ম্যায়টাকেও তুই চিনিস্ না?

কুকিরাজ। আরে ম্যায়াটা যে ছোট বেলায় ভেসে গেছ্‌ল রে! সে যে আজ পনর বছরের কথা রে, তখন ত মোর জামাইটী হয় নি।

পলায়িত প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। রাজা-বাহাদুর, কসুর মাপ ক'র্‌বেন, বিশেষ বিপদা-পন্ন হ'য়ে বিনানুমতিতে আপনার কুসুমোদ্যানে প্রবেশ ক'রেছি। সময় নাই, অবিলম্বে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করি।

সকলে। আরে, কি হইছে রে, এই ত তোরা সব এখান থেকে গেলি, কি হইছে রে?

কুকিরাজ। আরে তুই বড় ভয় পেয়েছিস্, ভয় নেই, কি খপর হ'য়েছে বল্!

প্রহরী। রাজা বাহাদুর, আজ যাকে আপনারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি একজন রাজপুত্র ব'লে জানেন কি? তাঁর পরিবার, পুত্র আপনার রাজ্যে আছেন, তাও জানেন কি? তাঁরা কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশীয়, পলায়িত অবস্থায় আপনার রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রছেন। আজ তাঁরা বিপদাপন্ন। তাঁর শত্রু অপর এক রাজপুত্র কোন মতে সন্ধান পেয়ে তাঁকে ধৃত ক'রবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত পাঠিয়েছেন। তজ্জন্য আপনার রাজ্যস্থ সেই পলায়িত রাজপুত্র আপনার সাহায্যপ্রার্থী! তাঁকে রক্ষা ক'রতে পার্‌লে আপনার পরম পুণ্য সঞ্চয় হবে। এক্ষণে কি অনুমতি হয়? আমার আর সময় নাই; তাঁরা রক্ষকহীন, আমি শীঘ্র, তথায় গিয়ে উপস্থিত হব।

কুকিরাজ। আরে, আরে, মানুষের এমন বিপদও ঘটে, আরে মন্ত্রি সব. তোরা কি বলিস্ রে।

মন্ত্রিগণ। রজারে. আমাদের রাজ্যি হ'তে আমাদের বাসিন্দাকে জোর করিয়ে ভিন দেশের রজার লোক আসিয়ে লইয়া যাইবে! তা ত হবে না রে রজা। আমরা ত সব তোর লগে প্রাণ দিব।

পলায়িত প্রহরী। আর অপেক্ষা ক'রতে পার্‌ছি না।

কুকিরাজ। দেরী কি রে, চল্ চল—এখুনি যাই চল। ডাক্ রে আমাদের লোক জন দিগরে ডাক। প্রাণ দিব. প্রাণ দিব।

সকলে। হৈ, হৈ, কুকি ভাই! লে ত—লে ত কাঁড়া বাঁশ—লে ত!

(নেপথ্যে) কুকিগণ। লে লে হৈ হৈ রজার কাছে চল্ রে।

সকলে। চল্, চল্, সকলে প্রাণ দিব চল্।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কুটির।

জয়মতী, রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। হাঁ মা, তুমি আমার মা, না দাদার মা?

জয়মতি। রুদ্রসিংহ, চন্দ্রনাথ বলে কি বাবা!

রুদ্রসিংহ। কৈ তুমি বল না, কেমন তুমি চন্দ্রনাথের মা!

চন্দ্রনাথ। হাঁ মা,তুমি আমার নও? দাদা বলে আমার মা!

রুদ্রসিংহ। আমারই ত মা, তোর মা মরে গেছে।

চন্দ্রনাথ। তোমার মা ম'রে গেছে, আমার মা আমায় কোলে ক'রে আছে; নয় মা?

জয়মতী। তোদের দুই জনেরই মা ম'রে গেছে।

চন্দ্রনাথ। মা বড় দুষ্টু গো দাদা, বলে মা ম'রে গেছে! বদ্ মেয়ে, অমন কথা বলোনি, মুখে ঘা হবে।

রুদ্রসিংহ। তোমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দোব, আর কখন আন্‌ব না; তখন জব্দ হবে।

চন্দ্রনাথ। মায়ের শ্বশুরকে আমি একখানা চিঠি লিখে দোব যে, মেয়েটাকে আর আমাদের বাড়ীর মুখ করিওনি, যদি আমার কথা না রাখ, তাহ'লে তোমাতে আমাতে আড়ি হবে।

রুদ্রসিংহ। কেমন দুষ্টু মেয়ে, আর আমাদিগে অমন কথা ব'ল্‌বে ?

জয়মতী। (স্বগত) এত যে দুঃখ যাতনায় দিন রাত্রি জ্বল্‌ছি, তবু সব ভুলে যাই,কেবল বাছাদের মুখের মধুর বুলি শুনে। বাছারা আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন দুঃখের ভাবনা ভাব্‌তে দেয় না। কোন সময়ে যদি কোন ভাবনার কাল ছায়া এসে আমার মুখ ঢাকে, আর যদি বাছারা তা বুঝ্‌তে পারে, তাহ'লে আমায় না হাসিয়ে বাছাদের আর অন্য কাজ থাকে না। বিশেষতঃ চন্দ্রকেতু যা ধ'র্‌বে, তা আর ছাড়্‌বে না। যাক্—সমস্ত দিন যেতে যায়, তবু কেন তিনি আস্‌ছেন না! আজ আবার কাঠ কাট্‌তে গেছেন।

চন্দ্রনাথ। মা, তুমি কি ভাব্‌ছ গা ?

রুদ্র সিংহ। তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে আন্‌ব না, তাই কি ভাব্‌ছ ?

চন্দ্রনাথ। তুমি আমাদের সঙ্গে কথা কও, তাহ'লে তোমায় আমরা তোমার শ্বশুর বাড়ী পাঠাব না।

রুদ্র সিংহ। চিঠিও লিখ্‌ব না।

চন্দ্রনাথ। তবু কেন ভাব্‌ছ মা!

জয়মতী। ভাব্‌না যে আপনা হ'তে আসে চাঁদ! যত ভাবি, ভাব্‌না, ততই যেন আরও বেড়ে উঠে। সমস্ত দিন গিয়ে সূর্য্যি

ঠাকুর পাটে বস্‌তে যান, এখনও তিনি বন হ'তে ফির্‌লেন না। তাই ভাব্‌ছি বাপ্‌, দুঃখিনীর কপাল যে মন্দ, তাই যে আপনা হ'তে চিন্তা আসে ধন, আবার অভাগিনীর ভাগ্যে কি ঘটে!

রুদ্র সিংহ। কাল থেকে বাবাকে আর কোথাও যেতে দিও না মা, আমি বন থেকে কাট্‌ কেটে আন্‌ব।

চন্দ্রনাথ। আমিও যাব দাদা, তুমি কাট কেটে দিবে, আমি মাথায় ক'রে ব'য়ে আন্‌ব। দাঁড়াও না মা, আমি একটু বড় হই, তাহ'লে তোমাদের কারও কিছু ক'র্‌তে হ'বে না। মা, আমরা আমাদের বাড়ী যাব কবে গা?

রুদ্র সিংহ। দূর হতভাগা, আমাদের যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আবার বাড়ী যাবি কি ক'রে?

চন্দ্রনাথ। বাড়ী থেকে কে আমাদের তাড়িলে দিলে? বাবা নিজেই ত আমায় কোলে ক'রে নিয়ে এলেন।

রুদ্র সিংহ। সে ত তাড়িয়ে দেবার পর।

চন্দ্রনাথ। তাড়িয়ে দিলে কে?

রুদ্র সিংহ। কেন, মায়ের মা! তুই কি বোকা! মা যে দিন বলেন, মা আমাদের এমনি ক'রেছেন।

চন্দ্রনাথ। হাঁ মা, তোমার মা আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

জয়মতী। হাঁ বাবা, মায়ের কাছে আমরা অপরাধী হ'য়ে ছিলুম, তাই মা আমাদের এই দুর্গতি ক'রেছেন।

চন্দ্রনাথ। তাহ'লে তুমি আর তোমার মাকে মা ব'ল না। সে দুষ্টু, তাকে মা ব'ল্‌তে নেই।

গীত

আর ডেকো না, মা বলো না, এলেও আর নিও না ঘরে।
তার সাত পুরুষে হয় না ছেলে– সে ছেলের কদর জানবে কেমন করে॥
যে চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে নেয় না কোলে, বাইরে তাড়ায় ঘরের ছেলে,
কাঁদিস্‌ না মা সে মা ম'লে, যে এমনি কাঁদায় দিনরাত্রি ধ'রে॥
সে কেমন মা হয় পোয়াতি, তার বংশে কে মা জ্বাল্‌বে বাতি,
সে কালামুখীর এমনি ছাতি, একটু ভাব্‌ছে না মা ছেলের তরে॥

জয়মতী। ছিঃ, মাকে আমার অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।

চন্দ্রনাথ। কেন ব'ল্‌ব না মা, তোমার মা ত দুষ্টু! এই ত তুমিও আমাদের মা, আমরা তোমার কাছে কত উপদ্রব ক'র্‌ছি, কত অপরাধ ক'র্‌ছি, কৈ তুমি ত একটী দিনের জন্যও আমাদের কোন কথা বল না! তবে তোমার মা তোমার একটু দোষ দেখেই তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

জয়মতী। আজ তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার কাল আমায় তিনি কোলে ক'রে বস্‌বেন। মা আমার দয়াময়ী, গুণময়ী, সর্ব্বজীবে ভালবাসাময়ী, আমার মায়ের বুক যে করুণা দিয়ে গড়া। তিনি আজ অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন ব'লে কাল তাঁর আর সে অভিমান থাকবে না। আজ অট্টালিকা হ'তে কুঁড়ে দিয়েছেন ব'লে, কাল যে তিনি আবার অট্টালিকা দিবেন না, এমন কথা নয়।

ছেলের অপরাধে তিনি শাসন করেন, আবার ছেলে শান্ত শিষ্ট হ'লে তাঁর অনন্ত প্রেমের কোল, অনন্ত স্নেহের কোল, অনন্ত ভালবাসার কোল পেতে দেন। আপনার বরাভয়-করে তার চোখের জল মুছিয়ে দেন। বাছা রে! তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? যখন তিনি ছেলেদের শাসন করেন, তখন তাঁর সেই আকর্ণবিস্তৃত পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ভেসে যায়। পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটে বেড়ান। তখন আর তাঁর ঘর কন্না ব'লে জ্ঞান থাকে না। তাই ত, প্রাণ কেন আজ এমন ক'রে উঠ্ছে! দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হ'চ্চে! যেন কত কি দুর্লক্ষণ পলকে পলকে দেখ্তে পাচ্চি! কেন মা দুর্গে! কেন মা এমন হ'ল! তবে কি প্রভুর আমার আজ কোন বিপদ ঘট্‌ল!

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রনাথ। ঐ মা, ঐ মা, বাবা আস্‌ছেন! বাবা বাবা, কেন এত দেরী হ'ল গা! আমরা কত ভাব্‌ছি।

গদাপাণির প্রবেশ

গদাপাণি। বিপত্তারিণী আজ আবার এক ভীষণ বিপদে ফেলে আমাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন, তাই আস্‌তে বিলম্ব হ'য়ে গেল বাবা! আমিও ভাব্‌ছিলেম, বাছারা না জানি আমার জন্য কত কাঁদ্‌ছে! না জানি, তোমাদের গর্ভধারিণী কত ভাব্‌ছে!

চন্দ্রনাথ। না বাবা, তুমি আর কাল থেকে বনে কাট কাট্‌তে যেও নি, দাদা ব'লেছে, আমি কাট কেটে দোব, আর আমি ব'লেছি, কাট মাথায় ক'রে ব'য়ে আন্‌ব।

রুদ্রসিংহ। হাঁ বাবা, আমি কাট কাট্‌তে শিখে গেছি।

জয়মতী। আজ আবার জগদম্বা আপনাকে কি বিপদে ফেলে ছিলেন নাথ! মাগো! তুই কি বিপদকে এত ভালবাসিস্?

গদাপাণি। সে অনেক কথা জয়মতি! আমি সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার সঙ্গে বনে কাট কাট্‌তে গেলে তিনি আমায় বনস্থ শিশুগাছ কাটতে নিবারণ ক'রে স্থানান্তরে চ'লে গেলেন। এখান কার কুকিরাজার আদেশ যে, এই বনস্থ শিশুবৃক্ষ যে ছেদন ক'র্‌বে, তার প্রাণদণ্ড বিধি। আমি তজ্জন্য কোন বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন না ক'রে বনস্থ লতাগুল্মাদি ছেদন ক'র্‌তে লাগ্‌লাম।

জয়মতী। তার পর, তার পর, সেই লতাগুল্মের সঙ্গে শিশু-গাছ ছিল বুঝি?

গদাপাণি। তাই জয়মতি, অমনি বনরক্ষক প্রহরীরা এসে আমায় ধৃত ক'রে কুকিরাজার রাজসভায় নিয়ে গেল।

জয়মতী। ওমা, ওমা, কি বিপদে ফেলে ছিলে মা! নাথ, নাথ, বিপত্তারিণী মা আমার—সে বিপদ হ'তে কিরূপে আপনাকে পরিত্রাণ ক'র্‌লেন?

গদাপাণি। মায়ের যে অসীম করুণা! কুকিরাজ-সভায় গিয়ে দেখ্‌লুম, আমাদের নিকট আমাদের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে যে বৃদ্ধ কাঠুরিয়া আসতেন, তিনিই স্বয়ং কুকিরাজ!

জয়মতী। নাথ, কি শুনি, কি শুনি, শুনে যে আমার আনন্দাশ্রু আপনা হ'তে বহির্গত হ'চ্চে! স্বয়ং কুকিরাজ বৃদ্ধ-কাঠুরিয়ার বেশে আমাদের কুটিরে এসে আমাদের কষ্টে সহানুভূতি

প্রকাশ ক'র্‌ত্তেন। মাগো কি তোর খেলা মা! তার পর, তার পর নাথ!

গদাপাণি। তারপর কুকিরাজ আমাকে বিপদাপন্ন দেখে তাঁর কঠোর রাজনিয়মানুসারে আমার প্রাণদণ্ডের বিধি জেনে আপন মনে অশ্রু ত্যাগ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। পরে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তিনি কঠোর মন্ত্রিগণের অনুরোধে আমার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়ে জলভারাক্রান্ত চ'খে রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। মন্ত্রিগণ দয়াবান রাজার অবস্থা দেখে ভবিষ্যতে আমার প্রাণদণ্ডের কোন ব্যাঘাত হবার আশঙ্কা ক'রে সেইখানেই আমার শিরশ্ছেদ ক'র্‌বার জন্য প্রহরিগণের উপর ভার প্রদান কর্‌লেন।

জয়মতী। উঃ নাথ, আমাদের জন্যই আপনার যত যন্ত্রণা! হায় আমি পাতকিনী পিতৃকুল ও স্বামিকুলের একমাত্র কণ্টক। মাগো, আমাকে সৃষ্টি ক'রেছিলি কেন মা! আমা পোড়া মুখী হ'তে এমন স্বর্গের দেবতা স্বামীও একদিনের জন্য সুখী হ'তে পার্‌লেন না! তারপর নাথ! কার কৃপায়—কার অনুগ্রহে আপনি জীবন রক্ষা পেলেন? কোন্ দয়াময় মহাপুরুষ বা কোন্ দয়াময়ী দেবী হ'তে আপনি দুঃখের পরিধি হ'তে ঘুরে এসে আজ আবার দুঃখের কেন্দ্রাভিমুখী হ'লেন? বর্ষার মেঘে চন্দ্রকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, আবার কার অপার করুণায় শরৎশশীর আবির্ভাব হ'ল?

গদাপাণি। সে অতি আশ্চর্য্য জয়মতি! সে কথা স্মরণ ক'র্‌তে গেলেও আপনা আপনি যেন আনন্দে নৃত্য ক'র্‌তে ইচ্ছা

হয়। প্রহরীরা যখন আমায় ছেদন ক'র্‌বার জন্য তরবারি উত্তোলন ক'র্‌লে, ঠিক সেই সময় সেই মহাত্মা শিবরাম আর তার সঙ্গে আর একটী মহাজন এসে প্রহরীর কর হ'তে শাণিত তরবারি কেড়ে নিয়ে ব'ল্লে, "তা হবে না, আমরা রাজপুত্রকে কিছুতেই হত্যা ক'র্‌তে দোব না" তারা তাই ক'র্‌লে। তখন কুকিরাজের মন্ত্রিগণ তাদের পক্ষীয় কতকগুলি কুকিকে ল'য়ে শিবরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌লে। শিবরাম ও তাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হ'ল! কেবল মায়ের কৃপায় জয়মতি, শিবরাম সেই যুদ্ধে জয়ী হ'ল। পরিশেষে আবার কুকিরাজও এলেন। আমার প্রতি রাজার স্নেহ ও উপস্থিত সেই ঘটনা সংঘটিত হ'লো দেখে সকলেই আমায় ক্ষমা ক'রে জীবন ভিক্ষা প্রদান ক'র্‌লেন।

জয়মতী। হা শিবরাম, কে তোমায় নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতক বলে? যে তোমার কঙ্কর-বালুস্তূপময় হৃদয়ে করুণার অন্তর্ব্বহা ফল্‌গুর স্রোত দেখ্‌তে পায়নি, সেই তোমায় চিন্‌তে পারেনি! যে তা দেখ্‌তে পেয়েছে, সে তোমায় কোন্ চক্ষে দেখ্‌বে? শিবরাম! তোমার চরিত্র-শৈলের উচ্চ চূড়া যে হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তেও উচ্চ! তোমার উদারতা-সমুদ্রের বিস্তৃতি যে অনন্ত হ'তেও অনন্ত!

রুদ্রসিংহ। ঐ গো মা, কে আস্‌ছে দেখ্।

চন্দ্রনাথ। সেই পাগ্‌লাটা গো! আমি ওকে চিন্‌তে পেরেছি।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। গীত

পালা পালা ওরে ক্ষেপা ছেলেধরা বেরিয়েছে।
সামাল সামাল রাজার দুলাল এখন' সময় র'য়েছে ॥
এই বুঝেছি তাদের দেখে, সহজে না ছাড়্‌বে তোকে,
আসছে যে তোর প্রাণকে টেঁকে, তোরই খোঁজ ক'র্‌তেছে॥
বনের মাঝে শুনতে পেলুম, তাই রে আমি ছুটে এলুম,
নূতন একটা খপর দিলুম জেনে রাখ্ জেনে রাখ্ শীগ্‌গির তারা আস্‌তেছে ॥

হোঃ হোঃ—বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না, জয়কেতুকে চিনিস্? সে তোকে ধ'রে নিয়ে যেতে আস্‌ছে। পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, তা না হ'লে মর্‌বি। পালা—পালা, আমি আগে পালাই।

[প্রস্থান।

জয়মতী। একি শুনিলাম, শুনে যে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে!

রুদ্রনাথ। জয়কেতু কে বাবা, আমাদের জয় দাদা?

চন্দ্রনাথ। জয় দাদা আমাদের ধর্‌তে আসবে কেন গা! পাগ্‌লা বলে কি?

দ্রুতপদে শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। বাবা, ঘোর বিপদ উপস্থিত! দুরাত্মা চুলিকৃফার অনুচর ও সৈন্যগণ আপনাকে বন্দী কর্‌বার জন্য অদূর বনপ্রান্তরে ছাউনি ফেলেছে!

জয়মতী। বাবা শিবরাম! পলায়িত রাজবংশধরের প্রতি

চুলিকফার এ অত্যাচার করবার কারণ কি? জানি না কে পাগল তুমি, তুমি কোন্ ভালবাসায় এর পূর্ব্বেও আমাদের এই সংবাদ দিয়েছ!

গদাপাণি। এখন উপায় কি শিবরাম! আমরা নিরস্ত্র, বিশেষতঃ সহায়-সম্পদহীন দুর্ব্বল। এ অবস্থায় বন্দী হওয়া ব্যতীত আমাদের আর দ্বিতীয় উপায় কি আছে?

শিবরাম। সে কি বাবা কুমার, বন্দী হবেন কি? আপনি শীঘ্র স্থানান্তরে যাবেন চলুন।

গদাপাণি। আমি একা?

শিবরাম। একা কেন, দাস শিবরাম আছে।

গদাপাণি। আর প্রাণের প্রাণ জয়মতী ও এই শিশুসন্তান দু'টী—যে দু'টীকে আমি পক্ষাবৃত শাবকের ন্যায় দিবারাত্রি রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌ছি—যারা আমা ব্যতিরেকে সংসারে আর অপরকে চিনে না বা জানে না।

জয়মতী। আমাদের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না! আপনার প্রাণ রক্ষা হ'লে আমাদের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হবে। আমাদের কি, তারা আপনাকেই বোধ হয় অনুসন্ধান করছে।

শিবরাম। হাঁ মা, তাই। সঙ্গে নষ্টবুদ্ধি জয়কেতুও আছে, তার উদ্দেশ্য রাজকুমার গদাপাণিকে হত্যা বা বন্দী করা। এক্ষণে সময় বিলম্ব হ'লে বাবা, সব দিকই নষ্ট হবে। আমি একা আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে অক্ষম হব! শীঘ্র এথান হ'তে স্থানান্তরিত হই চলুন।

গদাপাণি। শিবরাম, একটু বোঝ, আমি এখান হ'তে স্থানান্তরিত হ'লে দুরাত্মাগণ আমার সন্ধান না পেয়ে নিশ্চয়ই অভাগিনী জয়মতী আর এই বালকদ্ব'টীর প্রতি অত্যাচার করবে।

শিবরাম। তারও উপায় করেছি কুমার! সে দিন যে লোক-টীকে আমার সঙ্গে দেখেছিলেন, তাকে দিয়ে আমি এই দুর্ঘটনার সংবাদ কুকিরাজকে প্রেরণ করেছি। তিনি যে স্নেহের চখে আপনাদের দেখেছেন, তাতে কখনই সেই দয়াপ্রাণ কুকিরাজ এ দুঃসংবাদ শুনে স্থির থাকতে পারবেন না। নিশ্চয়ই এখানে এসে শীঘ্র মিলিত হবেন। তিনি এলে আর চিন্তা কি আছে বাবা!

জয়মতী। নাথ, আপনি কোন চিন্তা ক'রবেন না, বাবা শিবরাম যা বলে, তাই করুন! মা দুর্গা আমাদের রক্ষা ক'রবেন। ইচ্ছাময়ী মা আমাদের, আমরা তাঁরই শ্রীচরণ ভরসা ক'রে নিশ্চয়ই এ নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পাব।

রুদ্রসিংহ। হাঁ বাবা, তুমি যাও, আমরা মায়ের কাছে থাকব।

চন্দ্রনাথ। তারপর দাদামশায় আসবে, আমরা দাদামশায়ের সঙ্গে দাদামশায়ের বাড়ী চলে যাব। কেমন মা!

জয়মতী। নাথ, আপনি আর ইতস্ততঃ ক'রবেন না। শিবরাম, বাবা! ওঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্চ?

শিবরাম। নাগা পর্ব্বতে মা! সে অতি দুরারোহ স্থান; কেহ সেখানে আশ্রয় নিলে তাকে বাহির করা বা অনুসন্ধান করা সহজসাধ্য নয়।

জয়মতী। তাই ভাল, প্রভু, অপেক্ষা ক'র্‌বেন না। এখনও আমার ও কুমারদের মুখের পানে চান্।

গদাপাণি। কি বল জয়মতি! বল্‌ছ কি? আমি প্রাণের ভয়ে আজ পত্নী-পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাব? যে প্রাণের একদিন পতন নিশ্চিত, সেই প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্য সংসারে ঘৃণ্য পিশাচ-মূর্ত্তিতে পরিণত হব?

শিবরাম। কুমার, সময় বিলম্বে সকল আশাই ব্যর্থ হবে। তার চেয়ে এই সময় সময়ের সদ্‌ব্যবহার করুন। আপনি রক্ষা পেলে সকল দিক রক্ষা হবে। নতুবা আপনার কার্য্যে আজ এই কয়েকটী প্রাণীর সহিত আপনিও মৃত্যুকবলিত হবেন। ভাবুন কুমার, সে পাপের ভাগী কে? ভাবুন কুমার, আপনার ভালবাসা বা মায়ার প্রতিদান কখন এরূপ নয়।

জয়মতী। নাথ! আত্মরক্ষা ক'রে কুমারদের জীবন ভিক্ষা দিন্। পায়ে ধরি, দাসীর কথা রাখুন।

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রনাথ। গীত

ধরি পায়ে ও গো বাবা, চাও আমাদের মুখের পানে
তোমা বিনে কে আমাদের আছে বল এ ভুবনে॥
শোন গো মায়ের কথা, দিও না দিও না ব্যথা,
তুমি দেরী ক'রলে হেথা, জয় দাদা গো মারবে প্রাণে,
তখন আমরা কারে ব'ল্‌ব বাবা, কে মোদের কথা শুন্‌বে কানে॥

গদাপাণি। তোরা আমায় বড় বিপদে ফেল্লি রে—বড় বিপদে

ফেল্লি? স্ত্রীবুদ্ধি আর বালক-বুদ্ধিতে আজ গদাপাণিকে সংসারে কাপুরুষ সেজে যেতে হ'ল! জয়মতি, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। আমায় রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে নিজেরাই মহাবিপদসাগরে পতিত হবে! তারা তোমাকে সহায়হীনা দেখে তোমার প্রতি ঘোর অত্যাচার ক'র্‌বে। তখন বালক দু'টীকে নিয়ে তোমাকে অকূলসাগরে সন্তরণ ক'র্‌তে হবে।

জয়মতী। আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু! আমি যেন সন্তরণে পারগ হই। আমি আপনার কুশলে শতহস্তিনীর বল ধারণ ক'র্‌তে পার্‌ব। তখন আমি সহস্র চুলিক্‌ফার সৈন্য বা অনুচরগণকে তুচ্ছ তৃণের মত দর্শন ক'র্‌ব। আপনি যান্‌ প্রভু, আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না! মা দুর্গে! আমার স্বামীকে তুই রক্ষা কর্‌ জননি!

শিবরাম। আসুন কুমার! মায়ের আদেশ পালন করুন।

গদাপাণি। ক'র্‌ছি শিবরাম, একবার আমায় দেখ্‌তে দাও, একবার বাছাদিগে আমি কোলে ক'রে যাই। এস বাবা, (ক্রোড়ে-গ্রহণ) দুরাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ ক'রে ছিলে কি কেবল নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে? অহো বড় মায়া! সংসারে সন্তানের সমান বন্ধন আর নাই! হৃদয় যেন ভেঙে যাচ্চে! জয়মতি! এখনও বল্‌ছি, আমার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌ছ, একবার নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য কর।

জয়মতী। খুব ক'র্‌ছি; আপনি আসুন নাথ, আর অপেক্ষা কর্‌বেন না। বাবা চন্দ্রনাথ, কোল হ'তে নেমে এস। ওঁর

জীবন রক্ষা হ'লে অনেক বার কোলে উঠ্‌বে বাবা! (ক্রোড় হইতে গ্রহণ) প্রণাম ক'র্‌ছি। আপনি আসুন।

গদাপাণি। এমন ক'রে বিদায় দিতে কেউ কি পারে জয়মতি!

শিবরাম। কুমার—

গদাপাণি। না, না এই যাচ্চি, সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌ছি। আজ ব্যাঘ্রের মুখে শাবকসহ কুরঙ্গিণী রেখে চল্লুম! বাবা শিবশম্ভু, তুমিই মাত্র আমার ভরসা! চল চল, কোন্‌ পথে যাব শিবরাম!

শিবরাম। এই পথে আসুন। প্রকাশ্য পথ দিয়ে আমাদের যাওয়া হ'বে না।

গদাপাণি। বেশ, তাই চল। আসি জয়মতি! আসি বাবারা! (গমন) না, না, হ'ল না শিবরাম, আর একবার তাদের দেখে আস্‌তে হ'বে। বাবা চন্দ্রনাথ! বাবা রুদ্রসিংহ! একটা কথা ব'লে যাই, তোমাদের গর্ভধারিণীর সঙ্গ ছাড়া কখন হওনি। জয়মতি, প্রাণ যে যেতে চায় না! মনে হয়, এই যেন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা! প্রাণ আমার এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন প্রাণাধিকে! না, হ'লো না শিবরাম, আমার যাওয়া হ'ল না। আত্মপ্রাণ রক্ষার হেতু আপন পুত্র-পত্নীকে বিপদ-সমুদ্রের অগাধ সলিলে ভাসিয়ে যেতে কিছুতেই প্রাণ অগ্রসর হ'চ্চে না। এরূপ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রাংশে বাঞ্ছনীয়। আর যদি যেতেই হয়, তাহ'লে পত্নী-পুত্রকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

জয়মতী। প্রভু, তাহ'লে সকলেরই মৃত্যু নিশ্চিত! কেননা পাপাত্মারা আমাদের কুটিরে কারেও দেখ্‌তে না পেলে নিশ্চয়ই তারা আমাদের পশ্চাদনুসরণ ক'র্‌বে। তখন আমি স্ত্রীলোক. বিশেষতঃ এই শিশু পুত্র দু'টী—আমরা কিছুতেই অধিক দূর পথ অতিক্রমণ ক'র্‌তে পার্‌বো না, শীঘ্রই আমরা তাদের হস্তে ধৃত হব'।

শিবরাম। হায় কুমার, দুরদৃষ্টকে কেন আপনি সাদরে ধারণ ক'র্‌তে চাচ্চেন? বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, তারা আপনাকেই অন্বেষণ ক'র্‌ছে, আপনার পত্নী-পুত্রে তাদের প্রয়োজন কি?

গদাপাণি। সবই বুঝ্‌ছি শিবরাম, তবু যেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; আমার যেন সর্ব্বদাই মনে হ'চ্চে, আমি পুরুষত্বহীন কার্য্যে লিপ্ত হ'চ্চি!

জয়মতী। নাথ, যদি জয়মতীকে কোন দিন কোন সময়ের জন্য ভালবাসার চ'খে চেয়ে থাকেন, তাহ'লে আজ সেই জয়মতী আপনার নিকট—(রোদন)

গদাপাণি। আর না—আর না, জয়মতি! চ'ল্লেম। নিষ্ঠুর পাষাণ বজ্রলৌহের মত হৃদয় ক'রে চ'ল্লেম। জানি—সব জানি, এই আমার ঐহিক সুখের শেষ খেলার দিন শেষ হ'য়ে গেল! যাক্—যাক্, তাহ'লেও জয়মতী ত আমার সুখিনী হবে! তবে চল শিবরাম, হৃদয়কে বেঁধে নিয়েছি, এবার বেশ যেতে পার্‌ব! জয় বাবা শিবশম্ভু মহেশ! দাও বাবা—মায়ার তার কেটে দাও।

[প্রস্থান।

শিবরাম। দয়াময় ভগবান! এ পরীক্ষায় যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। পাষাণ ফেটে যায়, বজ্রও কুসুম হ'য়ে ঝ'রে! না জানি অনাদি-বিশ্বনাথ! তোমার নবনীতকোমল হৃদয়খানি কোন্ উপাদানে এত কঠোর ক'রে নিতে পেরেছ!

[প্রস্থান।

জয়মতী। এতক্ষণে আমি নিশ্চিত হ'লুম। স্বামীর কল্যাণই আমার শান্তি-মন্দির।

রুদ্রসিংহ। মা, বাবা ত আবার ফিরে আসবেন না?

চন্দ্রনাথ। আমার মনটা যেন বাবার পেছুনে পেছুনে ছুট্‌ছে। মা, তুমি যে আবার ভাব্‌ছ?

জয়মতী। কৈ—না বাবা!

চন্দ্রনাথ; হাঁ ভাব্‌ছ। ঐ যে তোমার চোখে জল আস্‌ছে। মা, আমারও চোখে জল আস্‌ছে! কেন বল ত মা, চোখে এত জল কেন আসে?

রুদ্রসিংহ। বাবার জন্যে রে—বাবার জন্যে। আমারও মনটা যেন কেমন ক'র্‌ছে। কৈ, অন্য দিন বাবা কোথাও গেলে ত এমন হয় নি। আজ কেন বাবাকে এখনি দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে মা!

জয়মতী। ইচ্ছাময়ী তাঁকে নিরাপদে রাখুন, আবার দেখ্‌বে বাবা!

জয়কেতু, সৈন্যগণ এবং অনুচরগণের প্রবেশ।

জয়কেতু। চারি দিকে—চারি দিকে আগে ঘিরে ফেল।

দেখ’ যেন কোন দিকে না পালাতে পারে। (সৈন্যগণের তথাকরণ) খুব সাবধানে থাক্‌বে, ছোঁড়া ভারি চালাক। দেখ, তোমরা তাকে কায়দা ক’র্‌তে পার্‌বে না? আমি তাহ’লে একটু বিশ্রাম ক’র্‌তুম।*

১ম সৈন্য। তা কি হয় মশায়! আপনাকে দেখেই আমাদের আসা! আমরা কারে চিনি বলুন!

জয়কেতু। চেনা চিনি কি, মিন্‌সে দেখ্‌বে আর সাব্‌ড়াবে। যাক্‌, আমি তোমাদিগে চিনিয়ে দিয়েই যাব। বলি ও রাজ-কুমার, বাড়ীতে আছেন? বেরিয়ে আস্থন, আমরা কে এসেছি দেখুন। ও বাবা রাজকুমার!

জয়মতী। রুদ্রনাথ, বল না বাবা, তিনি কুটিরে নাই।

রুদ্রনাথ। উনি কে মা! আমাদের জয় দাদার মত কথা নয়? তবে জয় দাদা কি বাবাকে কাট্‌তে এসেছেন? আমি যাচ্চি, জয় দাদা কেমন ক’রে আমাদের বাবাকে কাট্‌বেন, তাই তাকে জিজ্ঞাসা ক’র্‌ব। আপনি কে? কেন আমাদের বাবাকে ডাক্‌-ছেন? তিনি কুটিরে নাই। ও দাদা! আপনি কখন এলেন? আমাদের দেখুন দাদা! আমাদের চন্দ্রনাথ কত রোগা হ’য়ে গেছে!

জয়কেতু। (স্বগত) ছেলের ভঙ্গী দেখ না, যেন মায়ের পেটের সহোদর—আবার দাদা! (প্রকাশ্যে) দাদা কি রে বেটা, জয়কেতুর আবার ভাই কোনটা? ও সব চালাকি রাখ্‌, তোর বাপ-বেটা কোথা, তাই এখন বল?

রুদ্রসিংহ। ও কি দাদা, তুমিও আমাদের পর হ’লে!

তুমি আমাকে অমন কথা ব'লছ কেন? তোমার মুখে যে ঘা হবে।

জয়কেতু। হারামজাদা বেটার কথা শুনেছ? ওগো বাছা, এখন ঘোম্‌টা টোম্‌টা রাখ! ছুঁড়ির চালাকি দেখ না, আবার ঘোম্‌টা! হায় রে আমার ঘোম্‌টা! খেম্‌টা নাচে বাবা প্রাণ ক'রেছ তর, আবার ঘোম্‌টা কেন? শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'লে ফেল, রাজকুমার গদাপাণি কোথা?

চন্দ্রনাথ। জয় দাদা, তুমি আমার মাকে এমন কড়া কথা ব'ল্লে? মা যে কাঁদ্‌ছেন!

জয়কেতু। ওহে ভায়া, রামফড়িং! ও মেয়েমানুষের কান্না অনেক রকমের, ও সকল ছল-চাতুরীর কাঁদা আমরা বেশ বুঝি। এখন ভাল চাও ত মাণিক, গদাপাণির খপর কি, ব'লে ফেল, তা নৈলে বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত।

জয়মতী। চন্দ্রনাথ, বল না বাবা, তিনি কুটিরে নাই।

জয়কেতু। আর ফুসফুসনিতে কেন ধন, শুন্‌তেই ত পাচ্চি, তিনি কুটিরে নেই; কোথায় আছেন, ব'লে ফেল, তা না হ'লে মিছে কেন অপমানিত হবে।

জয়মতী। অপমানের আর অবশিষ্ট কি আছে বাবা, মা যে আমাদিগে অপমানিত ক'র্‌বার জন্যই—

জয়কেতু। এই রে আবার ভ্যানর ভ্যানর আরম্ভ ক'র্‌লে! চোপরাও—হারামজাদী! অনুচরগণ দেখ্‌ছ কি—মাগীকে বেঁধে ফেল! পিঠে জল-বিছুতি লাগাও, দেখি বুড়ো ময়না গদাপাণির খপর বলে কি না?

জয়মতী। ও মা দুর্গে! এ কি শুনাচ্ছিস্ মা! কর্ণ কেন তুই অগ্রে বধির হ'লিনি!

রুদ্রনাথ। কি তুমি দাদা হ'য়ে আমার মাকে কাঁদাচ্চ? জান আমার নাম রুদ্রসিংহ। আমি মহারাজ চণ্ডেশ্বরের নাতি, কুমার গদাপাণির ছেলে! আন্‌ত চন্দ্রনাথ, আমাদের তীর-ধনুটা! তখন যেন অপশোষ ক'রনি।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান।

জয়কেতু। ও বাবা, যেন কেউটের বাচ্চা রে!

চন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। এই নাও দাদা, আমিও একটা এনেছি। দুষ্ট, তুমি চন্দ্রনাথকে চিন না? ফের যদি তুমি মাকে আমার কোন কথা বল, তাহ'লে এখনি তোমার মাথা কেটে নিব।

জয়কেতু। বটে, ম'র্‌বার এত তিড়বিড়িনি ধ'রেছে! অনুচরগণ, দেখ্‌ছ কি? দাঁড়িয়ে কেন, ছোঁড়া দুটোকে আর ছুঁড়িটাকে পেছমোড়া ক'রে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে চল। তখন দেখা যাবে, কেমন গদাপাণি মাগ ছেলেকে হারিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে, আর এই বুড় ময়না তার খপর না ব'লে থাক্‌তে পারে।

অনুচরগণ। এস মা, আমরা রাজার আদেশে এসেছি। এঁর কথামত আমাদের চ'ল্‌তে হবে। কাজেই এঁর আজ্ঞা মত কাজ ক'র্‌ব। (বন্ধন)

রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথ। কি কি আমাদিগে বাঁধ্‌ছ? তোমা-

দিগে আজ কেটে ফেল্‌ব! উঃ, উঃ—আমাদের হাতে লাগ্‌ছে যে, ওমা যাই গো!

জয়মতী। ওরে, ওরে, আমার ননীর পুতলি বাছাদিগে এমন ক'রে বাঁধিস্‌নি! ওরা আমার কখন কোন দুঃখের যাতনা সহ্য করেনি। আর বাছারে, পর স্ত্রী আমি, অবলা কুলবালা, আমার গাত্রে হাত দিস্‌নে। ও মা দুর্গে! এ আবার কি মা! মাগো, রক্ষা কর।

জয়কেতু। ছুঁড়ির আবার ওস্তাদি দেখ না!

নেপথ্যে—পলায়িত প্রহরী। ঐ দেখ্‌তে পাচ্চেন না কুকি-রাজ! ঐ যে দুর্বৃত্ত চুলিকৃফার অনুচরগণ, আমাদের মায়ের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌ছে। ঐ শুন, তিনি দুর্গা ব'লে চীৎকার ক'র্‌ছেন।

নেপথ্যে—কুকিসৈন্যগণ। কোথা রে কোথা রে—হৈ হৈ হৈ!

জয়কেতু। ঐ রে শুকুনি উড়েছে! শুন্‌ছিস্ না, এখন নিয়ে স'রে পড়, স'রে পড়।

রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথ। ওগো, কে কোথায় আছ গো, দেখ, আমাদের মাকে আর আমাদিগে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে।

জয়কেতু। নে, নে, সরে পড়, সরে পড়, আমি বাবা, আর থাক্‌ছি না! জয় শ্রীদুর্গা! পালা—পালা—

[বেগে প্রস্থান।

অনুচরগণ। চল, শীঘ্র চল, মনে হয়, বন্য গারোরা এসে জুট্‌ছে! নে, এদিকে শূন্যে নিয়ে চল। (তথা করণ)

জয়মতী। মা দুর্গে গো, এখনও তোর আসন টল্‌ল না জননি!

আজ তোর সতী কন্যার দুর্দ্দশা দেখ্ মা! দেখ্ মা, তোর পাষাণ-হৃদয় হ'তে শোকের নির্ঝর গড়াচ্চে কি না?

রুদ্রসিংহ। মা, মা, আমাদিগে মেরে ফেল্লে!

অনুচরগণ। চোপ্‌রাও, চেঁচাবি ত আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—কুকিগণ। হৈ হৈ হৈ, ঐ পালাচ্চে ধর্, ধর্ ধর্!

নেপথ্যে—পলায়িত প্রহরী। ধর্,ধর্,মাকে আমার রক্ষা কর্।

কুকিরাজ ও অন্যান্য কুকিগণের প্রবেশ।

কুকিরাজ। কি হ'ল রে! মোর ম্যায়াকে কি শয়তানরা নয়ে চলি গেল? কি হ'ল রে! যা, যা প্রাণ দিবি ত, তবু ম্যায়া ছাড়্‌বিনি। আমি রজা আমারর ম্যায়া চাই।

নেপথ্যে—কুকি ও অন্যান্য সৈন্যগণ। হৈ হৈ হৈ, মারি ফেল্, মারি ফেল্। পালাল রে পালাল!

১ম মন্ত্রী। রজা, তুই ভাবিস্ কিন? আমাদের বহুত কুকি-সেনা লড়ায়ে মেতে গেছে। শুন্‌ছিস্ না, শয়তানদের থাকিতে কেউ ছাড়িব না।

নেপথ্যে—কুকিগণ। হৈ হৈ হৈ—ম্যায়াটা নিয়ে পলাইল রে, ধর্ ধর্।

কুকিরাজ। না রে, কি হইল রে, গোলমাল কিন হইল রে!

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহকে স্কন্ধে করিয়া পলায়িত প্রহরার সহিত কুকিসৈন্যগণের, প্রবেশ।

পলায়িত প্রহরী। কুকিরাজ! কুকিরাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মাকে আজ আমরা হারিয়ে এসেছি; কিছুতেই ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখ হ'তে মাকে আমরা ছাড়াতে পার্‌লুম নি! দুরাত্মারা আমাদের আগমন-সংবাদ জান্‌তে পেরেই মাকে নিয়ে কোন নিবিড় জঙ্গলে লুক্কায়িত হ'য়েছে। মাত্র অর্দ্ধমৃত এই বালক দু'টীর উদ্ধার সাধন ক'র্‌তে পেরেছি! দেখুন কুকিরাজ! রৌদ্রতপ্ত দু'টী শুষ্ক গোলাপ ফুল এনেছি! বাছাদের না আছে কথা, না আছে চক্ষের পলক!

কুকিরাজ। আরে আমার ভাই রে, কথা ক ভাই, ভয় নেই, আমি তোর ভাই আছি রে! আমার বাড়ীতে নিয়ে চল্‌, নিয়ে চল্‌! আঁখে জল দে রে—আঁখে জল দে। তোরা সব, ফিরিয়া এলি কেন রে? বন সব ঢুঁড়িয়া ফেল্‌, বন সব কাটিয়ে ফেল্‌! আমার ম্যায়াকে চাই! চল, চল, ফিন্‌ খুঁজিবি চল্‌! ভাইদের নিয়ে তুই আমার বাড়ী চলি যা! অসুদ খাওয়া গে যা, আমি ম্যায়া না পাইলে যাইব নি!

সকলে। চল্‌ রেজা চল্‌। আমরা তোর ম্যায়ার তরে প্রাণ দিব রে, প্রাণ দিব। হৈ হৈ—হৈ—

[সকলের প্রস্থান।

ছদ্মবেশী নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূতগণ ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

গীত

ভূতগণ। এত দিন ধরায় থেকে দেখ্‌সু বেছে সুখ কার।

ভৈরবী। যার পরের দুঃখে হৃদয় গলে যে পরকে করে হৃদয়-হার।।

ভূতগণ। যে প্রেমের বন্যা এনে ভাসাতে পারে দেশ—

যে নিজের জীবন পরের কারণ ক'র্‌তে পারে শেষ,

ভৈরবী। যার প্রাণে না করে খেলা হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ,

সকলে। এমন সাধের জনম যার জগতে তারে কোটী নমস্কার।।

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আনন্দ বরুয়ার মন্ত্রণা-কক্ষ।

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দ বরুয়া। মান—লজ্জা—ঘৃণা—ভয়—হারাইনু সবি হায়—
ছলাময়ী মায়াবিনী নারীর কুহকে!
আজি নারী-চক্রে "কর্ণহীন" আনন্দ বরুয়া!
লোকালয়ে নাহি পারি দেখাইতে মুখ,
ফাটে বুক কেহ যদি আসে রে নিকটে,
কি যেন সঙ্কট-দিন হয় উপস্থিত!
মনে হয়, হও বসুন্ধরা দ্বিধা—
কিম্বা এই আনন্দবরুয়া-গৃহ,
হোক রে আলোকহীন তমোময় নিভৃত কন্দর,

কিম্বা এই বিরাট নগরী—
হ'য়ে যাক্—মরুভূমি—জনশূন্য উদাস শ্মশান,
থাকি যেন তাহে আমি
এই "কর্ণহীন" উন্মত্ত মানব একা।
অহো! কি লজ্জা কি ঘৃণা—বর্ণনা না হয়,
আমি মন্ত্রী—শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী অহমরাজ্যের,
আমার সঙ্কেতক্রমে—নীচ হ'তে শ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী—
উঠিত বসিত সবে—আজ আমি—
আবদ্ধ আবাসে মান-অভিমানপাশে!
(দন্ত নিষ্পেশন পূর্ব্বক উজ্জ্বল চক্ষু বক্র করিয়া)
বটে, বটে, নিদ্রিত ভুজঙ্গে—করি জাগরিত
বড়ই কৌতুক পাইয়াছ রাণি! ক্ষুধিত সিংহেরে—
খাদ্য দিয়ে মুখে—নিলে খাদ্য কৌতুক করিয়া!
মন্ত্রপূত ছাগ নিজ ইচ্ছাক্রমে
দেবে উপেক্ষিয়া প্রদানিলে নাহি বলি!
ভাল, ভাল, এটা কাহার মন্ত্রণা?
রাণী তোমার, না রাজা চুলিকৃফা-কৌশল?
ভাবিয়াছ মত্তকরী পতিত কর্দ্দমে?
ভাবিয়াছ দীপ্ত অহম-ভাস্কর মেঘলুপ্ত হইয়াছে এবে?
ভাবিয়াছ প্রতাপবিলুপ্ত আজ অরণ্য শার্দ্দূল!

(পরিভ্রমণ)

ভাব, যাহা ইচ্ছা ভাব—কর্ণহীন স্মৃতি মম—

রহিল জাগিয়া—সময় সুবিধামাত্র করি অন্বেষণ!
রহিল ভীষণ বজ্র মেঘ-অন্তরালে!
প্রচ্ছন্ন রহিল বিষযুক্ত শর বীরের তূনীরে!
লোরারাজ, অতি ব্যঙ্গ করিয়াছ সেইদিন—
মুখে হাসি ধরে না তোমার ক্ষুরধার!
ব্যাপার করিলে মন্দ নয়,
মনে হ'ল— তুমি যেন এ রহস্য নহ অবগত,
রাণী এর একমাত্র দায়ী।
এত মূর্খ আনন্দ বরুয়া—
ভাবিও না লোরারাজ!
তুমি এর ফল্গুর অন্তরবাহী স্রোত!
পাইয়াছ পক্ষে, মম দ্বেষী কয়জন মন্ত্রীরে বলিয়া—
ভাবিও না যন্ত্রের পুতুল হবে এ বীর-কেশরী!
নহি শুধু মন্ত্রী আমি, মাত্র বুদ্ধি ল'য়ে আসি না সংসারে.
পারি করে ধরিবারে শাণিত কৃপাণ,
নিতে পারি প্রাণ—রণমাঝে বীরেন্দ্র বীরের।
(দন্তপেষিত ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া)
দুই মন্ত্রী বিরুদ্ধে আমার,
গোপনে গোপনে করে অনিষ্ট-বাসনা,
তাহা কি জানি না আমি? ভাবিয়াছ বড় ছাগে ল'য়ে
করিয়াছি বড় মন্ত্রগুপ্তি আমি! ধিক্ রাজা!
আনন্দবরুয়া-চক্ষু বড়ই উজ্জ্বল,

তাহার কর্ত্তিত কর্ণ এখনও নহে শক্তিহীন
সুদূর পতন-শব্দ এখনও কর্ণে তার ব্যর্থ নাহি হয়।

মন্ত্রিদ্বয় ও কতিপয় প্রজার প্রবেশ।

১ম মন্ত্রী। সচিবপ্রধান!

আনন্দ বরুয়া। যত কর রাজ-ধূর্ত্ত গোপন মন্ত্রণা,
রবে না গোপন তাহা আমার সমীপে;
একদিন—একদিন পাবে প্রতিফল।

১ম মন্ত্রী। সচিবপ্রধান! অহমের ক্লিষ্ট প্রজা সহ—
উপনীত হ'য়েছি আমরা, আছে পদে বহু নিবেদন।

প্রজাগণ। মন্ত্রিমহাশয়, মন্ত্রিমহাশয়, আমাদিগে রক্ষা করুন, আমরা বড়ই বিপন্ন!

আনন্দ বরুয়া। (কর্ণে হস্তাচ্ছাদন পূর্ব্বক)
(স্বগতঃ) অহো বড় অপমান, লজ্জায় বাঁচে না প্রাণ,
বুঝি কর্ণহীন মোরে দেখিল ইহারা!
আসিয়াছে আমার বিরুদ্ধবাদী মন্ত্রী দুইজন, প্রজাগণ সহ।
কুটিল উদ্দেশ্য কোন র'য়েছে নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!
বহু কাল পরে মাননীয় রাজপ্রিয় মন্ত্রিমহাশয়—
উপস্থিত আমার দুয়ারে! (ব্যঙ্গ হাস্য)
বুঝি এতদিন পরে হ'ল সৌভাগ্য-সঞ্চার!
কিবা হেতু—কি উদ্দেশ্যে শুভ আগমন?

২য় মন্ত্রী। বুদ্ধি-দোষে যূথভ্রষ্ট মেষ সম ভ্রমিতেছি মোরা,
ক্ষম দোষ মন্ত্রিবর! লোরারাজ-অত্যাচারে--
ক্ষুব্ধ রাজ্যবাসী, কেঁদে যায় দিবানিশি,
মান, লজ্জা রক্ষা দায় হ'য়েছে প্রজার,
যথেচ্ছ রাজার করে মোরা মন্ত্রী অপমানগ্রস্ত প্রতি পদে।

১ম প্রজা। কন্যা-পুত্র ল'য়ে হ'তেছি বিব্রত।
রাজবংশ সনে কোনরূপ থাকে যদি সম্বন্ধ কাহার,
রক্ষা নাই আর, বংশ তার দেয় ছারখারে।
কার' উপদেশ প্রভু, না করি গ্রহণ,
ইচ্ছামত আচরণ করে যার তার সহ,
হাহাকারে যায় ছেয়ে গগন প্রান্তর! হায় মন্ত্রিবর,
এ অহমরাজ্য আজ শিশু-রক্তে হ'তেছে রঞ্জিত!

২য় প্রজা। হবে না কি তার প্রতীকার?

আনন্দ বরুয়া। (স্বগত) প্রতীকার—হ'তে পারে প্রতীকার,
কিন্তু এই দুই স্বার্থ-প্রিয়
মন্ত্রী সহ না হইবে কভু প্রতীকার!
গুপ্ত অরি এরা মোর! মোর ষড়যন্ত্রে
শিবরাম সহ এই দুই বিশ্বাসঘাতক দিল যোগ!
তা না হ'লে—লোরা-রাজ
পারিত কি এত করিতে কৌশল!
নিজে হ'য়ে পানাসক্ত—পত্নীরে ক'রিল সর্ব্ব সার,
রাজকীয় ঘটনায় মাঝে লিপ্ত না রহিল;

আহা কিবা অদ্ভুত কৌশল !
এ রহস্য ভেদিবারে কার আছে হেন বুদ্ধি-বল ?
যে রহস্যে আনন্দ-বরুয়া আজ কর্ণহীন ভবে !
যাই হোক্—প্রাক্তননির্ব্বন্ধ কার্য্য ঘ'টেছে আমার,
কিন্তু পুনঃ প্রাক্তনের ফলে—
প্রতিহিংসা সাধনের এই মাহেন্দ্র-সংযোগ !
ছাড়িব না কভু,কোন্ জীব নিজ খাদ্য করিয়াছে ত্যাগ ?

১ম প্রজা। মন্ত্রিমহাশয় !

আনন্দ বরুয়া। চিন্তা—চিন্তা প্রয়োজন !
যাও বৎসগণ, সময় অন্তরে করিও সাক্ষাৎ
আর একবার, অবশ্যই হবে প্রতীকার,
রাত্রি অন্তে আসে দিবা।

প্রজাগণ। আপনার জয় জয়কার হোক্, আমরা আপনার শরণাগত হ'য়েছি, আমাদের রক্ষা ক'র্‌বেন।

[প্রস্থান।

আনন্দ বরুয়া। (স্বগত) রক্ষা হ'ল, এইবার এই দুই দুরাত্মার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান ক'র্‌তে হবে। এরাই আমার উন্নতি সোপানের প্রধান অন্তরায়। এদেরই কৌশলে লোরারাজ চুলিকৃফা চতুরতা ক'রে নিজে একজন নির্ব্বোধ নেশাখোর সেজে রাণী কপালিনীকে সর্ব্বের সর্ব্বা ক'রে সুকৌশলী বুদ্ধিমান আনন্দ-বরুয়ার আজ এই দশা ক'রেছে। তাই বলি, ভগবান কি নেই ? (প্রকাশ্যে বক্রভাবে) তাই বলি, ভগবান কি নেই ? আছে

বৈ কি তা না হ'লে বুকের মধ্যে এত পাপ-পুণ্যের তরঙ্গ আসে কোথা হ'তে?

১ম মন্ত্রী। সচিবপ্রধান! এত আকুল হ'চ্চেন কেন?

আনন্দ বরুয়া। হাঁ. হাঁ, আকুল হ'চ্চি কেন? কে ব'ল্‌বে আকুল হ'চ্চি কেন? হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে পার? তখন বুঝ্‌বে আনন্দ-বরুয়া আজ আকুল হ'চ্চে কেন? এখন চল দেখি, একবার কক্ষান্তরালে যাই! একে একে আস্‌বে, আজ আমি এক-বার হৃদয়ের জ্বালা দেখা'ব? দেখ্‌বে না! দেখ্‌বে বৈকি, বহুদিনের পর আজ নির্জ্জন নিভৃত স্থান পেয়েছি, তার পর আবার তোমা-দের পেয়েছি। এস,এস,তুমি—আপনি অগ্রে এস! অতি গোপনীয় কথা, অতি গোপনীয় কাজ! কেবল এক একজনে তোমাদের সঙ্গে জানাজানি হবে! ও, ও,তুমি—আপনি বোস। তুমি এস, সাবধানে থাক, আর যেন কেউ না আসে। আমরা এখনি আস্‌ছি।

১ম মন্ত্রী। (স্বগত) তাই ত প্রধান মন্ত্রী আনন্দ-বরুয়ার কুটিল চক্ষু যেন আরও কুটিল হ'য়ে উঠেচে! ভাব ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। দেখাই যাক্, মন্ত্রিমহাশয়ের গোপনীয় কথা কি।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় মন্ত্রী। (স্বগত) কক্ষান্তরালে গোপনীয় কার্য্য, গোপনীয় কথা! অথচ মন্ত্রীর চক্ষু বা মুখের ভাব দেখে যেন একটা আতঙ্ক এসে উপস্থিত হয়।

নেপথ্যে—আনন্দ বরুয়া। দুরাচার! কে বলে ভগবান নাই—এই যে-ভগবান আছেন। এই যে তিনি পাপ-পুণ্যের বিচার

ক'র্‌ছেন। যাও আনন্দ বরুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভগবানের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করগে যাও।

নেপথ্যে—১ম মন্ত্রী। অহো গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা! যাই, কে কোথায় রক্ষা কর।

২য় মন্ত্রী। এ্কি পর কক্ষে প্রথম মন্ত্রীর এত কাতর আর্ত্তনাদ কেন? কুটিল বিশ্বাসঘাতক দুরাচার আনন্দ বরুয়া কি প্রথম মন্ত্রীর প্রতি কোন অত্যাচার ক'র্‌ছে? তাই ত, তাহ'লে আমি এখন কি করি! কিরূপে মন্ত্রি-কক্ষ হ'তে পলায়ন করি! হায়! কেন আজ পণ্ডিতবর চাণক্যের নীতি লঙ্ঘন ক'রে একবার যার সঙ্গে শত্রুতা হ'য়েছে, আবার তারি সঙ্গে মিত্রতা ক'র্‌তে এসেছিলুম! না, না আর কালক্ষেপ করা উচিত হ'চ্চে না, এখন পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। (পলায়নোদ্যত)

বেগে ছুরিকা হস্তে রক্তাক্ত কলেবরে
আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দ বরুয়া। পালাবি কোথায়? ব্যাঘ্রের মুখ হ'তে কে কোথায় জীবন ভিক্ষা পেয়েছে? নরাধম, বিশ্বাসঘাতক! আয় আজ অনেক দিনের মনের জ্বালা মিটাই আয়।

২য় মন্ত্রী। মন্ত্রিবর! আমি আপনার গৃহে অতিথি।

আনন্দ। তাই ত এই ছুরিকায় বিশ্বাসঘাতক অতিথির সৎকার ক'র্‌তে হবে। চণ্ডাল, তোরাই ত লোরারাজকে নেশা-খোর নির্ব্বোধ ক'রে আমার চক্ষে ধূলি দিয়েছিলি? আনন্দ·

বরুয়াকে একদিনের জন্ম তোদের মন্ত্রগুপ্তির বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে দিস্ না! আজ শরণাগত হ'য়েছিস? কাল সর্পকে পোষণ ক'রে আজ তাহ'তে আহত হ'য়ে তার পর নয় আমার গৃহে অতিথি হ'য়েছিস্! একজনের অতিথি সৎকার ক'রে এসেছি, এখন ভগবান আছে দেখ্, ভগবানের পাপ-পুণ্য আছে দেখ্! যাও বিশ্বাসঘাতক, যমের রাজ্যে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্রীত্ব কর্‌গে যা। (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

২য় মন্ত্রী। লম্পট, বিশ্বাসঘাতক! আজ তোরও জীবন আমার এই গুপ্ত বিষাক্ত ছুরিকায় যমদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে। আর নরাধম, ভগবান আমাকেও দুর্ব্বল করে নি, ভগবান আছেন কি না তুইও দেখ্!

[উভয়ে উভয়কে হননোদ্যত ভাবে বেগে প্রস্থান

নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূতগণের প্রবেশ।

গীত

সকলে। ওরে একটু স'য়ে থাক্।
মিছে করিস্ মনের গরম দু'দিন বাদে হবে ফাঁক॥
হানাহানি কাটাকাটি কার তরে রে ভাই,
একি মায়ের স্তন্য পান ক'রেছি সবাই,
একি ভূতের গড়া দেহ এক মাটীতে হবে ছাই,
তবে তার মিছে কেন জাঁক, তবে তার মিছে কেন জাঁক॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

কপালিনী, চুলিকৃষ্ণা ও জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। জয় শ্রীমাধব! যে ক'রে মা জয়মতীকে ধ'রে এনেছি, তা আমার মদনমোহন, আমি আর সেই যে কতকগুলো হতচ্ছাড়া সৈন্যসামন্ত আমার সঙ্গে গেছ্‌ল, তারাই জানে। যাক্—গদাপাণির অনুসন্ধান ক'র্‌তে হ'লে জয়মতীকে পীড়ন না ক'র্‌লে—কিছুতেই সে কথা আর বের হ'বে না। এখন মা, যা বোঝেন, তাই করুন। হরি হে, তোমার অপার মহিমা! কেউ কোথায় নাই ত?

কপালিনী। তা বাছা, তোমাকে আমি পেটের ছেলে ব'লেই জানি, তোমার কাছে আমাদের ত আর কিছু গোপন নেই! আমি আর চণ্ডালিনী-সাজে থাকৃতে পারি না। মন্ত্রিদিগের পরামর্শে এবং তোমারও যুক্তিমতে আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে কি না ক'র্‌ছি বল দেখি? রাণী হ'বার পূর্ব্বের কথা তুমি জান্‌তে না, তখন হ'তে যে ভাবে জীবনরাম ও লোরা-মন্ত্রীরা আমায় চালিয়েছে, সেই ভাবে আমাকে চ'ল্‌তে হ'য়েছে। তারপর তার চরম সীমায় দাঁড়িয়েছি; কিন্তু এখন সতীর পতি নিয়ে কথা। আমি নারীর প্রতি পীড়ন করার আজ্ঞা—নারী হ'য়ে ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

জয়কেতু। তা বৈকি মা, আপনি যে সতী-কন্যা, তা আপনি সতীর প্রতি পীড়ন ক'র্‌বার কথা ব'ল্‌তে পার্‌বেন কেন? এ সকল কাজ রাজা বাবার! কঠোরতা না ধ'র্‌লে কোন কাজই হয় না।

কপালিনী। তাই আমি রাজাবাহাদুরকে ক'দিন হ'তে বোঝাচ্চি, আর তাঁর ছদ্মবেশে থাকায় প্রয়োজন কি? চির দিনই কি রাণীর উপর ভার চাপিয়ে রাখা ভাল? এখন ত মন্ত্রীরা নরমে প'ড়েছে, বিশেষতঃ যে আনন্দ বরুয়াকে রাজ্যবাসী ভয় ক'র্‌ত, রাজারাও থর থর ক'রে কাঁপ্‌তো, এখন সে ত একেবারে পায়ে ধরা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তখন তিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ ক'রে ভয়শূন্যহৃদয়ে রাজ্য শাসন করুন না, আমি আর কোন বিষয়ে থাক্‌তে চাই না। স্বামীর জন্য যা ক'র্‌বার তা ক'রেছি।

চুলিকৃফা। হাঁ রাণি! তাই, আর আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। এখন চুলিকফার কৌশল সার্থক হ'য়েছে। আমি যে অহমরাজ্যের রাজা তা আজ সাধারণকে বুঝিয়ে দোব। অহমবাসী, দেখুক, চুলিকৃফা নির্ব্বোধ বা নেশাখোর নয়, কেবল চুলিকৃফা স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত এতদিন ছদ্মাবস্থায় এরূপ হীনভাবে কালাতিপাত ক'র্‌ছিল। এখন সময় এসেছে, সময়ে সে নিজ বীর-মূর্ত্তি দেখাতে কোনরূপে ত্রুটী বা ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'র্‌বে না।

জয়কেতু। (স্বগত) ও বাবা, এদের ভিতরে এত কার-সাজি ছিল, তা কে জান্‌ত বাবা! আমি মনে ক'র্‌তাম, আমিই বড় বুদ্ধিমান্‌। ও বাবা, একি রে! এমন ফিকিরে, এ যে বাবা

বুদ্ধিতে যোগায় না ! না হ'ল না, সর্‌তে হ'বে ! হবে কি, আজই সর্‌বার ফিকির বার করা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) হরি হে, পার কর দীনবন্ধু !

চুলিক্‌ফা। এ কি জয়কেতু, গদাপাণিকে ধ'র্‌তে গিয়ে খুব যে ভগবৎপ্রেম লাভ ক'রে এসেছ ! কথায় কথায় সে প্রেম যে উথ্‌লে প'ড়্‌ছে।

জয়কেতু। আজ্ঞে, এটা কি জান্‌লেন, "বিপদে পড়িয়ে সাধু খান কলাচোপা"। বড় একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়েছে, তাই—তাই, শুনেছি, বিপদভঞ্জন নামে মহাবিপদ যায়, তাই, তাই ! হরি হে কৃপাসিন্ধু !

চুলিক্‌ফা। বিপদ বা আতঙ্কটা কি জয়কেতু !

জয়কেতু। আজ্ঞে—একটা ক্ষিপ্ত বন্য কুকুর আমাকে থাই ক'রেছে, শুনেছি সে কুকুর-দংশনে মানুষের জীবনের আশা খুব কম থাকে।

চুলিক্‌ফা ! বল কি জয়কেতু !

জয়কেতু। আজ্ঞে—সেই দিন হ'তে আমার খুব একটা ভয় এসেছে ! আর গাটা সর্ব্বদাই ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ক'র্‌ছে। আর সময়ে মাথারও ঠিক থাকে না ! এমন ব'লে ত জান্‌তাম না !

চুলিক্‌ফা। কেন চিকিৎসাদি ক'রালে না ?

জয়কেতু। তাই কি না ক'র্‌ছি, চিকিৎসক বলেন, খুব সাবধানে থাক্‌বে, বেশী কিছু কাজ কর' না, সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাক্‌বে।

চুলিকফা। তাই দিনকতক থাক না কেন জয়কেতু!

জয়কেতু। আজ্ঞে, তাই থাক্‌তে হয়েছে! তাতে কি জান্‌লেন, মহারাজের যে কাজ, এটা আমারই কাজ ব'লে আমার ধারণা। তাই ত মধুস্দন কি ক'র্‌লে?

চুলিক্‌ফা। মধুস্দন তোমায় রক্ষা করুন। এখন জয়মতীর নিকট হ'তে যাতে দুরাত্মা গদাপাণির সংবাদ বের ক'র্‌তে পারা যায়, তারই কৌশল করা আবশ্যক।

জয়কেতু। তা আর ব'ল্‌তে? জয়মতীকে রাজসভায় আন্‌তে প্রহরীদের ব'লে এসেছি! এখন ত আমাদের সেই প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হ'য়েছে। তবে হাঁ, একটা কথা মহারাজকে ব'লে রাখা ভাল, আমাকে ঐ বন্যকুক্কুর দংশন করায় চিকিৎসক ব'লেছিলেন, মহাশয়, সাবধানে থাক্‌বেন, কেননা—কুক্কুর-দংশনে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়, সেই সময় সে কুক্কুরের ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে সম্মুখস্থ জীব-জন্তুকে আক্রমণ করে এবং সে যাকে দংশন ক'রে, তারও সেই দশা ঘটে থাকে। তাই ব'ল্‌ছি, আমারও ত সেই দশা ঘট্‌তে পারে, তখন আপনারাও একটু সাবধানে থাক্‌বেন।

কপালিনী। তাহ'লে জয়কেতু, তোমার নির্জ্জন স্থানে থাকাই বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে।

চুলিক্‌ফা। হাঁ জয়কেতু, রাণী যা ব'ল্‌ছেন, আমিও তাই বলি।

জয়কেতু। তা ব'ল্‌বেন বৈকি, আপনারা আমার সেইরূপ শুভানুধ্যায়ীই বটেন, তবে কি জান্‌লেন, যদিও আমায় কুক্কুরে

দংশন ক'রেছে বটে, তবু বেশ বুঝ্‌তে পারছি, আমায় এখনও ত সে দশায় পঁহুছিতে হয়নি ; শুনেছি,যখন কুক্কুর-দংশনে মানুষের সেই শেষ দশা উপস্থিত হয়. তখন সে কুক্কুরের ন্যায় শব্দ ক'রতে থাকে ; এই একটা প্রধান সঙ্কেত।

চুলিক্‌ফা। বটে, বটে, ভাল, একটা সঙ্কেত শুনে রাখা গেল.

জয়কেতু। আজ্ঞে হাঁ, আমি যা শুনেছি, তাই হুজুরকে শুনিয়ে রাখ্‌লুম, কি জানি কখন কি হ'তে কি হয় ?

গুপ্তচরের বেগে প্রবেশ।

গুপ্তচর। খুন, খুন, অদ্ভুত খুন হ'য়েছে !

চুলিক্‌ফা। খুন ?

কপালিনী। খুন ? কে কাকে খুন ক'র্‌লে ?

গুপ্তচর। মহারাণি ! বড় মন্ত্রী ছোট মন্ত্রী—
দুইজনে আহ্বানিয়া আপন ভবনে
করেছেন গুপ্তহত্যা—নিজে উন্মাদের প্রায়—
ল'য়ে সৈন্য কতিপয়—
গোপনে গোপনে নাকি করিছেন প্রজা উত্তেজিত !
ছদ্মচর ভ্রমিতেছে রাজার বিনাশ হেতু।
আরও শুনিয়াছি—
আজি যাবে অন্বেষিতে গদাপাণি রাজার নন্দনে।

চুলিক্‌ফা। শুনিতেছ রাণি !

জান আমি ক্রূর সর্প সে দুষ্ট মন্ত্রীরে,
ল'য়ে তারে ক্রীড়া কভু না হয় সঙ্গত,
কি করিবে কর,
এখন উপায় তার কর নির্দ্ধারণ।

কপালিনী। তুমিও হে রাজা—
না মিশেতে গদাপাণি সহ মন্ত্রিবর,
করি তার সন্ধান সত্বর—
নাশ প্রাণ, কিম্বা গুপ্তচর প্রেরি নাশ মন্ত্রিবরে,
যা হয় তা হ'বে পরে।
রাজ-কার্য্য তব রাজা আজ হ'তে করহ পালন।

[প্রস্থান

চুলিকফা। কে কোথায়, যাও অচিরায়,
আহ্বানিয়া আন মন্ত্রিগণে—
হন রাজশুভাকাঙ্ক্ষী যাঁরা।
আর বল' প্রহরীরে, গিয়ে কারাগারে,—
আনুক্ সে নারী জয়মতী।
দেখি সতী বলে কি না তার স্বামীর সন্ধান?
বল জয়কেতু! রাণী কেন রাজ-কার্য্য করিবে সর্ব্বদা,
আমি কি অযোগ্য এত? তাই বুঝাইব অহমবাসীরে
রাজা নহে কাষ্ঠের পুতুল।
ভুল, ভুল—হয় আজি যাবে রাজ্য রসাতলে,
নয় পুনঃ আজ হ'তে রাজশক্তি উঠিবে জাগিয়া।

শুন গুপ্তচর! (কর্ণে কথন)
বুঝিয়াছ? শত স্বর্ণমুদ্রা তার পুরস্কার।
চাই, আজি চাই—আর শির।

গুপ্তচর। রাজ-আজ্ঞা—বেদের অধিক হ'তে মানি!
সাধি আজ্ঞা ভেটিবে চরণে দাস।

[প্রস্থান।

জয়কেতু। (স্বগত) আর কেন মন, চল বৃন্দাবন! ক্রমে আগুন জম্‌কে উঠ্‌ছে! জয়কেতো! চিন্তা কর্‌, এখন জয় কার? কোন পক্ষে যাবি? মন যেন সেই দিকেই টান্‌ছে। এত ষড়যন্ত্র, ভিতরে ভিতরে এত চাল, ধর্ম্ম ভাগ্না এ সব বড় একটা দেখ্‌তে পারেন না, কাজেই এখান থেকে সরে পড়াই উচিত।

চুলিকৃফা। কি ভাব্‌ছ জয়কেতু!

জয়কেতু। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমার শরীরটা যেন কুকুরের মতই কামড়াতে আঁচ্‌ড়াতে চাচ্চে। কি হ'ল বলুন দেখি? ভেউ!

(কুকুরের ন্যায় শব্দ করণ)

চুলিকৃফা। (স্বগত) শয়তান জয়কেতু! আমি কি তোর শয়তানি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমায় কি তোরা এত নির্ব্বোধ ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিলি? হাঃ হাঃ, এ ত আমারই অহঙ্কার! আমারই গৌরব! কেননা আমার কুহক, আমার ছলা, আমার চতুরতা এ পর্য্যন্ত কেউ তোরা বুঝ্‌তে পারিস্‌নি? আমি যদিও এতদিন প্রকৃত প্রস্তাবে অহমরাজ্যের রাজা হইনি, তাহ'লেও আমি যে তাদের বুদ্ধি-রাজ্যের রাজা হ'য়ে তাদের শাসন কার্য্যে ব্রতী ছিলাম, এ নিশ্চয়, সত্য এবং

ধ্রুব। জয়কেতু, যদিও তুই আমার অনেক কার্য্যের সহায় হ'য়েছিলি, তাহ'লেও তুই একটা যে বিশ্বাসঘাতক, তা আমি বেশ বুঝেছি। তুই একবার মন্ত্রিপক্ষের আর একবার রাজ-পক্ষের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে উভয় পক্ষকেই নির্ব্বোধ মূর্খ ব'লে ধারণা ক'রে রেখেছিস্! আমি তোর সে ভ্রান্ত ধারণার মূলচ্ছেদ ক'রব। (প্রকাশ্যে) জয়কেতু!

জয়কেতু। ভেউ!

চুলিকফা। সাবধান জয়কেতু!

জয়কেতু। আজ্ঞে তা বৈকি, ভেউ!

চুলিকফা। চিত্ত সংযম কর্, জানিস্ আমি চুলিকফা!

জয়কেতু। (স্বগত) এ বেটা কি আমাকে জয়কেতু ব'লে ঠাওরেছে নাকি? ভেউ—ভেউ!

মন্ত্রিগণের প্রবেশ।

মন্ত্রিগণ। মহারাজের জয় ঘোষণা করি।

চুলিকফা। এসেছ, এসেছ, ঘটনা শুনেছ? দুরাত্মা আনন্দ বরুয়া আমার স্বপক্ষীয়—তোমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁরা বন্ধু হতেন, তাঁদের আজ হত্যা করেছে।

৩য় মন্ত্রী। মহারাজ, সকলি শুনেছি! এখন আপনি দণ্ডপতি, বিচার করুন।

চুলিকফা। সে ব্যবস্থা করেছি বৈকি! চুলিকফাকে তোমরা কি জান না?

৪র্থ মন্ত্রী। যথেষ্ট জানি মহারাজ! তাই আমরা প্রথম হ'তেই আপনার শ্রীচরণাশ্রিত হ'য়ে আছি। এক্ষণে কিজন্য আমাদের আহ্বান ক'র্‌লেন, শুন্‌তে কি পারি মহারাজ।

চুলিকৃফা। শুন্‌বে বৈকি. শুনাবার জন্যই ত আহ্বান ক'র্‌লাম। চুলিকৃফা বালক,চুলিকৃফা পানাসক্ত,চুলিকৃফা নির্ব্বোধ, চুলিকৃফা স্ত্রৈন, কেমন এই সকল কথা সত্য কিনা ?

৩য় মন্ত্রী। যারা না জানে. তারা বলে বৈকি মহারাজ!

চুলিকৃফা। অবশ্য একথা তোমরা ভাব না, তা আমি জানি, কেননা আমার গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় তোমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু যারা তা না জান্‌ত, এবং যারা তাই জেনে আমার বিরুদ্ধে চ'ল্‌তে একবারও ভীত হয়নি, তাদের আমি যথাবিহিত শাসন ক'র্‌তে চাই। সাধারণ শাসন নয়, তাদের গৃহে অগ্নি জ্বালিয়ে অবরুদ্ধাবস্থায় জ্যান্ত জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মার্‌তে চাই। আচ্ছা, সে বিষয়েও আমি কারো মন্ত্রণা গ্রহণ ক'রতে চাই না! তারপর রাজপুত্র গদাপাণির সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি ? তার স্ত্রী জয়মতীকে হরণ ক'রে এনেছি, সে বিষয়ে সংবাদ রাখ কি ?

৩য় মন্ত্রী। এ সকল সংবাদ শুনেছি মহারাজ!

চুলিকৃফা। সে দুশ্চারিণী কিছুতেই তার স্বামীর সন্ধান বল্‌তে প্রস্তুত নয়; এখন তার কি ? বিশেষতঃ গদাপাণিকে হত্যা ক'র্‌তে না পার্‌লে আমার রাজ্য কিছুতেই নিষ্কণ্টক হ'তে পারে না, তা চিন্তা ক'রে কেউ দেখেছ কি! আরে পাপিনী জয়মতি! চুলিকৃফার নিকট চতুরতা চ'ল্‌বে না! বিষম প্রহার-যন্ত্রণায় তোকে

সকল কথাই প্রকাশ ক'র্‌তে হবে! এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? পাপীয়সীকে এখনও রাজসভায় নিয়ে আস্‌ছে না কেন?

৪র্থ মন্ত্রী। মহারাজ! স্ত্রীলোকের প্রতি উৎপীড়ন রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

চুলিক্‌ফা। কে তুমি হে, রাজনীতি চাও? দুরাচার! তোরাই নয় একদিন অহমরাজবংশের ছয় ছয় রাজাকে গুপ্ত হত্যা ক'রেছিলি! সে কথা কি স্মরণ নাই? তখন তোরা কোন নীতি অবলম্বন ক'রে এই ঘৃণিত—কলঙ্কিত কার্য্যে ব্যাপৃত হ'য়েছিলি? তখন নীতি-জ্ঞান তোদের কোথায় ছিল? সব জানি, সব জানি, স্বার্থপর মানুষ—নরকের কীট মানুষ! তোদের আমি সব জানি! এখনও যে দুশ্চারিণীকে কেউ আন্‌লে না? তারা বুঝি চুলিক্‌ফাকে চিনে না?

জয়কেতু। (স্বগত) ও বাবা, এ যে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, এখন যে সরবারও কোন যোগাড় পাচ্চি না! বাবা, আমার ভেউ ভেউনি সব ফেউ ক'রে দেয় বে! কিন্তু তা ব'ল্‌লেও ত এখন হবে না! ধূয়ো ধ'রে রাখতেই হবে। (প্রকাশ্যে) ভেউ—

(জয়কেতুর প্রতি সকলের দৃষ্টি)

চুলিক্‌ফা। পাপিষ্ঠ, সাবধান!

জয়কেতু। (স্বগত) এই রে, বেটা বুঝি ধ'রেছে! এখন কি করি! তবু ত ধূয়ো ছাড়্‌তে পারিনি। ব্যায়রাম চাগাড় দিয়ে তুল্‌তে হবে। না হ'লে বেটা ত সন্দেহ করেইছে, এখন আর উপায় কি, যদি এই ক'রে নৌকা কূলে ভিড়ে। (প্রকাশ্যে) ভেউ—

চুলিকফা। কে আছিস্, দুরাত্মা জয়কেতুকে সাবধানে রাখ্। যেন দুরাত্মা না পালায়।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

জয়কেতু। (স্বগত) ও বেটা ভগবান, কর্‌লি কি? ঐ জন্যই ত বাবা, আমি নাস্তিকের দলে গিয়ে মিশি। (প্রকাশ্যে) ভেউ - (মৃত্তিকা আঁচড়ান)

চুলিকফা। দুরাত্মাকে কুক্কুরে দংশন ক'রেছে! বন্ধন ক'রে রাখ্।

(প্রহরী বন্ধনোদ্যত)

জয়কেতু। (স্বগত) তাই ত বড় বেগতিক ক'রে তুল্লে! (প্রকাশ্যে) ভেউ, ভেউ, ভেউ।

(প্রহরী কর্ত্তৃক বন্ধন)

নেপথ্যে ভৈরবীগণ। ওরে মায়ের মেয়ের দশা দেখ্ রে, মায়ের মেয়ের দশা দেখ্! হায় হায়, সোনার লতার কি দশা হ'য়েছে দেখ্!

চুলিকফা। কারা চীৎকার করে?

সকলে। আহা হা, এই কি মা জয়মতী!

প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত জয়মতী ও অদূরে ভৈরবীগণের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরবীগণ। কে কোথায় আছিস্ তোরা, আয় রে ত্বরা—
ভেসে যায় সোনার লতা লহরে।

আয় রে ছুটে মায়ের ছেলে, মা মা মা ব'লে—
পারিস্ যদি রাখ রে ধরে॥
নয়নজল মুছিয়ে দে না, হাতের বাঁধন খুলে নে না,
মিষ্টি কথায় দে রে দু'টো সান্ত্বনা,
ওরে দেখ্‌তে কি পাস্ না তোরা, বনের কুসুম বনে ঝরে॥
কঁকিন কেশ এলায়ে গেছে, মলিন বাস ছিঁড়ে দেছে,
চোখের কোণে কালির রেখা পড়েছে—
যেন মাঝের তপন মুদে নয়ন, মিশেছে কানন' পরে॥

[প্রস্থান।

জয়মতী। আহা বাছারা আমার—
এতক্ষণ করিতেছে কিবা?
মা মা ব'লে নাহি পেয়ে আমার উত্তর,
কত মরি করিতেছে আকুলি বিকুলি!
কে দিতেছে হায় তাদের সান্ত্বনা!
চন্দ্রনাথ অতি শিশু ঘুমায়ে স্বপন দেখে মোরে;
স্তন ধ'রে এখন' সে স্তন্য করে পান!
রাজার নন্দিনী আমি রাজকুলবধূ—
রাজ-কর্ম্মচারী তোরা—
সূর্য্য স্পর্শ করেনি যাহায়,
আজ তারে হায় ল'য়ে রাজপথে—
করিস্ না রে হেন অপমান।
প্রহরী। কি ক'র্‌ব মা, মহারাজের আদেশ!
চুলিকফা। শোন জয়মতি!

শুনি অতি বুদ্ধিমতী তুমি।
ভাবিছ না, কেন তোমা প্রতি হেন আচরণ ?
কহ সত্য বিবরণ তব স্বামী গদাপাণি কোথা ?
কহিলে সে বাণী, অচিরে হইবে মুক্ত তুমি,
কোন অপমান আর না হবে সহিতে।

জয়মতী। লোরারাজ! সুধাতে কি পারি
হেন আজ্ঞা কেন রমণীর প্রতি ?

চুলিকৃফা। রাজকার্য্যে তোমার স্বামীরে
আছে কোন প্রয়োজন।

জয়মতী। যদি স্বামীরে আমার প্রয়োজন,
তবে পত্নীরে তাঁহার হরণ করিলে কেন রাজা,
কোন অপরাধে সে ত কভু নয় অপরাধী!

চুলিকৃফা। শোন জয়মতি,
ও রোদনে পাষাণের না হবে করুণা ;
শোন কি কারণে হৃতা তুমি—
স্বামীর সংবাদ তব ক'রেছ গোপন বলি।

জয়মতী। মহারাজ!
গোপন ক'রেছি অগ্রে যাহা,
পশ্চাতে কেমনে তাহা পুনঃ করিব প্রকাশ!
হায়, এত কি দুর্ব্বলচিত্ত নারী,
আহা মরি—তুচ্ছ যন্ত্রণার ভয়ে—
করিবে সে স্বামী-অকল্যাণ তার।

চুলিকফা। তবে দুশ্চারিণি, নিজ অকল্যাণ—
কর আমন্ত্রণ, না জানিস্ রাজার নিয়ম,
যেই জন রাজ-আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন,
বেত্রাঘাতে তার যাইবে জীবন।
যাও রে প্রহরি! নিয়োগ' ঘাতুকে গিয়া—
ল'য়ে যাক পাপিনীরে দক্ষিণ মশানে,
বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ড বিধি এর।

জয়মতী। সুখে থাক রাজা—কিবা আর করিব আশীষ,
লও প্রাণ—কর অপমান,
কিন্তু প্রাণদান দিও স্বামীরে আমার।
মম প্রাণ সনে কর' প্রভু-প্রাণ বিনিময়;
এ মিনতি তোমার শ্রীপদে!

চুলিকফা। যাও, ল'য়ে যাও,
পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত দাও,
যন্ত্রণার চীৎকারে কাঁপুক মেদিনী,
দেখি রে রমণি—দেখি কত মনে বল!
দেখি মশানে যাইতে কিনা—
হিয়া তোর করে গুর গুর!

জয়মতী। স্বচ্ছন্দে যাইব রাজা—আহ্লাদে পরাণ বিসরিব,
তবু দেখে যাব—স্বামী মোর আছেন কুশলে!
কিছু মাত্র তাহে মনে ভয় নাহি পাই,
জগৎ-গোঁসাই স্বামী মোর,

তিনি মোর আরাধ্য দেবতা,
সুখদুঃখদাতা—ভবার্ণব তরিবার ভেলা!
খেলার সামগ্রী নহে স্বামী রমণীর,
স্বামী তুষ্টে দেবী ভগবতী প্রসন্ন বালায়!
নারীর ত প্রাণ মাত্র স্বামীসেবা!
চল্ রে প্রহরি!
চল্ চল্—ল'য়ে চল্ দক্ষিণ মশানে!
স্মৃতিযোগে বক্ষে স্বামী-পদ লব
পৃষ্ঠ পাতি দিব - চল্ চল্ যত ইচ্ছা—
করিবি রে বেত্রের আঘাত।

প্রহরী। (স্বগত) ধন্য মা তুই, তোকে স্পর্শ ক'রেও আজ আপনাকে আপনি ধন্য হ'য়ে যাচ্চি! হায়—এমন রাজারও অন্ন-খেতে হয়!

[জয়মতীকে লইয়া প্রস্থান।

চুলিকৃফা। দেখ' মন্ত্রি! থেক' সাবধানে,
বুঝাইয়া দিও প্রতি রাজদ্রোহী জনে,
পরিণাম—পরিণাম তাহাদের দক্ষিণ মশান!

জয়কেতু। ভেউ!

চুলিকৃফা। আরে রে অধম অকৃতজ্ঞ পশু—
জানি আমি সবি তোর প্রকৃতি আচার,
তোর সম নিকৃষ্ট জীবের শিক্ষা প্রয়োজন,
থাক্ গিয়া কারাগারে,

পরে—সুচিকিৎসা-ব্যবস্থা করিব।
যাও মন্ত্রিগণ! সতর্ক হইও ইথে।

[প্রস্থান।

জয়কেতু। ও বাবা,একি হ'ল! ও রাজাবাবা—ও রাজাবাবা! আর ভেউ ক'র্‌ব না রে বাবা। আমায় ছেড়ে দে!

প্রহরী। আর কেন ঠাকুর! এখন চল. তুমি অনেককেই জ্বালিয়েছ, একটু জ্বালা ভোগ ক'র্‌বে না? এখনও যে রাতদিন হ'চ্চে।

জয়কেতু। ও বাবা, বলে কি রে? ক'য়েদে!

[প্রহরী সহ প্রস্থান।

৩য় মন্ত্রী। কেমন হ'ল ত!

৪র্থ মন্ত্রী। পরিণাম ত বুঝ্‌লেন?

৫ম মন্ত্রী। ইচ্ছা হয়—এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করি।

৬ষ্ঠ মন্ত্রী। চলুন,আজই রাজ্য হ'তে পলায়ন করি। যে রাজার জন্য এত ষড়যন্ত্র ক'র্‌লাম, তার এই কাজ!

৩য় মন্ত্রী। কিন্তু—এ অপমানের প্রতিশোধ চাই! নতুবা—উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিগে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাগাপর্ব্বত।

শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। (স্বগত) আজ ব্যাঘ্রের লোল কবল আর দংশনোদ্যত কালনাগিনীর ভীষণ ফণা হ'তে যেরূপে রাজকুমার গদাপাণিকে রক্ষা ক'রে এই নাগাপর্ব্বতে আনয়ন ক'রেছি, তা আমি আর অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু কৈ নরাধমের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কৈ? ভেবেছিলাম—ক্ষুধিত ব্যাঘ্র বা দংশনোদ্যত ভুজঙ্গিনী, এই দু'টীর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন্ না কোন একটী আমাকে সংহার ক'র্‌বে? কিন্তু কৈ, কেউ ত আমায় কোন ভাবে কিছু ক'র্‌লে না? নরাধমের পাপের নিদারুণ উষ্ণনিশ্বাসে সকলেই ভয়ে পলায়ন ক'র্‌লে? হা দয়াময়! ক'র্‌লে কি? নরঘাতক দস্যুর কি মৃত্যু লিখ নাই! এইরূপ ভাবেই কি তাকে জ্বল্‌তে পুড়্‌তে হবে! আমাকে দেখ্‌লে সকলেই ভয় পায়! রাজগণকে স্বহস্তে হত্যা ক'রে যে মহাপাতক সঞ্চয় ক'রেছি, সেই রাজবংশধরের জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে এত চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই কিছু হচ্চে না। যে কার্য্যে জীবনের পতন নিশ্চয়, সেই সমুদায় কার্য্য যেন অবহেলে অনায়াসে সম্পন্ন হ'য়ে যাচ্চে! একি দয়াময়! একি তোমার দণ্ড! হে পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা! আর কতদিন এরূপ দণ্ড ভোগ ক'র্‌তে হবে? কতদিনের

পর আবার নূতন কলেবর ধারণ ক'রে নূতন জীবন নিয়ে নূতন কার্য্যে ব্রতী হ'তে পার্‌ব দয়াময়! তিলার্দ্ধ যে আর প্রাণ ধারণ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না প্রভু! একি রাজকুমার গদাপাণি আস্‌ছেন যে!

ছদ্মবেশে গদাপাণির প্রবেশ।

গদাপাণি। সত্য ব'ল্‌বে শিবরাম, নিতান্ত হীন কাপুরুষের ন্যায় পত্নী-পুত্র পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে আসা কি আমার সঙ্গত হ'য়েছে? আহা এতক্ষণ তারা আমার কি ক'র্‌ছে! যখন দুরাত্মা চুলিকফার অনুচরগণ সন্ধান ক'রে আমার কুটিরে এসে উপস্থিত হবে, আর যখন তারা আমায় দেখ্‌তে পাবে না, তখন কি মনে কর, তারা আমার পত্নী-পুত্রের প্রতি কোন অত্যাচার ক'র্‌বে না? উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল্‌ না ব'লে নীরবে তারা প্রস্থান ক'র্‌বে?

শিবরাম। কুমার, ভাব্‌ছেন কেন? দয়াবান কুকিরাজ কখন নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। তাঁর ন্যায় পরপোকারী সদাশয় অতি বিরল।

গদাপাণি। আবার এও জেন শিবরাম, আমার ন্যায় হতভাগ্যও অতি বিরল। এখন তাঁরও দয়া হয় ত আমার ভাগ্যে নির্ম্মমতা ধারণ ক'র্‌বে। চন্দনও বিষস্বরূপ কার্য্য ক'র্‌বে। বিশেষতঃ তারা যখন নিজ পিতা বা স্বামী দ্বারা দুঃস্থাবস্থায় উপকৃত হ'ল না, তখন তারা যে পরের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হ'য়ে, এ বিপদে রক্ষিত হ'বে, সে বিষয়ের নিশ্চয়তা কি আছে শিবরাম! সকলি ত শূন্য কল্পনা! আশা মরীচিকা! কিছুতেই ত মন ধৈর্য্য মানছে না! উঃ, ধিক

আমায়! আজ নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পত্নী-পুত্রের মুখের পানে একবারও চাইলুম না!

শিবরাম। কুমার! স্থির হোন, সে সংবাদও শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

গদাপাণি। কোন্ সংবাদ? সেই দুঃসংবাদ? হাঁ, হাঁ, শুনা যাবে বৈকি, আমাকে যে অনেক সংবাদ শুন্‌তে হবে। তারই ত প্রতীক্ষা ক'রে আছি শিবরাম! তুমি কি মনে ক'র্‌ছ, তারা আমার নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে? এতক্ষণ চুলিকফার অনুচরগণের পদ-পীড়নে আমার পার্ব্বত্যকুটির ধূলিসাৎ হ'য়ে গিয়েছে! এতক্ষণ হয় ত বা শিরীষকুসুমনিভ বাছা চন্দ্রনাথ রুদ্রসিংহ দুরাত্মাদের কবলে কবলিত হ'য়েছে! আর সেই প্রাণাধিকা জয়মতী—ও তার বিষয় যে চিন্তা ক'র্‌তে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় শিবরাম! হয় ত সে আমার, তার নয়ণমণি পুত্র দু'টীর জন্য বা নিজের অমূল্য সতীত্ব রক্ষার জন্য এতক্ষণ স্বইচ্ছায় প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হ'তে এড়িয়ে গেছে শিবরাম।

শিবরাম। প্রভু, প্রাক্তননিব্বন্ধ কর্ম্ম. যা হবার তাই হ'বে বা হ'য়েছে, তার ত আর উপায় নাই। এখন আপনি স্থির হোন্। যদিও আমার অনুগত পলায়িত চুলিকফার প্রহরীকে অমাদেরই কার্য্যে নিয়োগ ক'রেছি, তথাপি আপনার ব্যস্ততার কারণ আমি স্বয়ং একবার মায়ের অনুসন্ধানে যাত্রা ক'র্‌ছি, কিন্তু আপনি অতি সাবধানে থাকুবেন। আমার বিশ্বাস, দুরাত্মা চুলিকফা আপনার পলায়নের সংবাদ পেলেই আপনাকে গুপ্ত হত্যা ক'র্‌বার জন্য

কালান্তক গুপ্তচর নিয়োগ ক'র্‌বে। তাদের হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া অতি দুঃসাধ্য।

গদাপাণি। কোন চিন্তা নাই শিবরাম! তাদের উপায় কর, রক্ষা কর, আমি আমার এজীবনের জন্য ক্ষণমাত্র ভাবিত হইনি।

শিবরাম। কিন্তু কুমার, আপনাকে রক্ষা করাই যে এখন আমার এ তুচ্ছ জীবন ধারণের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি আমার কৃত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকে, তাহ'লে আমাকে এই ব্রতেরই অনুসরণ ক'রে ইহজীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে হবে। আর এজীবন যদি আপনার জীবনরক্ষার জন্য বিসর্জ্জন দিতে পারি, তাহ'লে নরঘাতুক দস্যুর আত্মার অক্ষয় সম্পত্তি হ'ল এই ব'লে সে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌বে। তজ্জন্য আমি ক্ষণমুহূর্ত্ত আপনাকে একা রেখে অন্য কোথাও গমন করিনি। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, তাও ভগবানের অভিপ্রেত নয়। তিনি মানবকে স্বাধীন রাখ্‌বেন না ব'লেই মানব-অন্তরকে মায়ামোহের অধীন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন। তাই আজ আমাকেও আপনাকে ত্যাগ ক'রে যেতে হ'চ্ছে। কিন্তু দেখ্‌বেন কুমার, এই নাগাপর্ব্বতের এই দুরারোহ স্থান পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যাবেন না। এখন চ'ল্লাম—দেখি তাঁর ইচ্ছার কি আছে?

[প্রস্থান।

অদূরে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। গীত

কে রে ইচ্ছায় বুঝিয়া চলে ভুলে।
স্রোতের যে গতি— থাক্ সে সে দিকে দিস্ না রে বাধা প্রতিকূলে॥

ইচ্ছায় চলিলে ঘটে না অভাব, প্রকৃতির নীতি এই ত স্বভাব,
মানবে দেবত্ব ইচ্ছার প্রভাব—ইচ্ছায় গঠিত বসুন্ধরা মূলে।
ইচ্ছায় ভিখারী নর-শিরোমণি, ইচ্ছায় রাজেন্দ্র ভিখারী আপনি,
সে ইচ্ছা জাগিলে বল কোন্ প্রাণী, প্রাণের আবেগে ভেসেছে অকূলে॥

[প্রস্থান।

*

গদাপাণি। যাঁর ইচ্ছায় গদাপাণি রাজ্যচ্যুত বনবাসী হ'য়েও আজ আবার প্রাণভয়ে আপন পত্নীপুত্রকে ত্যাগ ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছে, তাঁর ইচ্ছা যে কি আছে শিবরাম, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? সব গেল—অকূল সমুদ্রে প'ড়েছি আর রক্ষার উপায় নাই। সব স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্চে! স্মৃতি একে একে—শত শত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হ'তে যেন দগ্ধ হ'য়ে আমার হৃদয়কে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিচ্চে! কিছুতেই ধৈর্য্য থাক্‌চে না; মনে হ'চ্চে—একবার, ছুটে চ'লে যাই! যেখানে তারা আমার রক্ষকহীন অনাথার ন্যায় আকুলি বিকুলি হ'চ্চে, যেখানে তারা আমার বিষণ্ণবদনে আকুল প্রাণে ভাবনার অনন্ত অন্ধকারময় গৃহে দৃষ্টিহীন হ'য়ে ব'সে আছে, যেখানে তারা আমার অত্যাচারিগণের ঘোর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে দিক্‌বিদিকশূন্য উন্মাদের ন্যায় অবস্থান ক'র্‌ছে, সেইখানে—সেই স্থানে একবার ছুটে চ'লে যাই! একবার গিয়ে দেখি, একবার দু'টো সান্ত্বনা দিয়ে আসি। ব'লে আসি, নির্ম্মম নিষ্ঠুরের আশা তোরা ছেড়ে দে! বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপরের আশা তোরা আর করিস্‌নি! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—বিপন্নের বন্ধু দীনবন্ধুকে ডাক, তাঁর আশাই কর, তিনি ভিন্ন জীবের দুঃখমোচনের কর্ত্তা আর কেউ

নাই! বিপদে মানুষ কেন মানুষের আশ্রয় চায়, তা আমি বুঝ্‌লাম না! মানুষ কি মানুষের বিপদ নাশ ক'র্‌তে পারে? বরং তারা আরও ভাবনা বাড়িয়ে দেয়—বরং তারা আরও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে—বরং তারা আরও কূল হ'তে অকূলে ঠেলে ফেলে দেয়। তাই ত, কি হ'ল! কে রোদন ক'র্‌ছে! এ বুঝি আমার জীবনাধিকা জয়মতীর কণ্ঠস্বর? ঐ যে "নাথ! রক্ষা কর" ব'লে চীৎকার ক'রে আমাকেই সে ডাক্‌ছে! যাই যাই, জয়মতি—আমি আছি, ভয় কি? বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'লেও গদাপাণি এই একমাত্র শাণিত কৃপাণের সাহায্যে তোমাকে বিপজ্জাল হ'তে রক্ষা ক'র্‌বে।

[বেগে প্রস্থান।

দ্রুতপদে সন্ন্যাসীবেশে ডাঙবের প্রবেশ।

ডাঙব। নাথ, রক্ষা কর, পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দাও! অবলা, বুদ্ধিহীনা রমণী আমি, জীবনে কার' কাছে নীতি শিক্ষা করি না প্রভু; বনজাত লতা, বনেই হ'য়েছি, বনেই ফুটেছি, আবার বনেই ঝ'রে প'ড়্‌ছি! জানি না দেব, এ অভাগিনার পরিণতি কোথায়? পিতা কে, মাতা কে, ভগিনী কে, কারেও চিনি না, কারেও জানি না; শৈশবের স্মৃতি মাত্র মনে একটা অহঙ্কারের অগ্নিস্তূপকে জাগিয়ে রেখেছে। সে মাত্র দিনরাত্রি জ্ব'ল্‌ছে; আর আমি জ্ব'লে পুড়ে ম'র্‌ছি! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, ব্রহ্মপুত্রের অগাধ সলিল একদিন সহসা স্ফীত হ'য়ে আমার পিতৃ-রাজ্য প্লাবিত ক'রে ফেলে, তখন আমরা কে কোথায় ছড়িয়ে

প’ড়্‌লুম, পিতা—মাতা—ভগিনী কারো সন্ধান আর কেউ পেলুম নি! তারপর কোনরূপে রক্ষা পেয়ে এক ধীবরহস্তে নীত হ’য়ে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রীত হ’লুম। তার পর দুর্বৃত্ত মন্ত্রী আনন্দ-বরুয়াকে নারীর সর্ব্বস্ব দান ক’র্‌লুম—বড় আঘাত পেলুম—বুকের মধ্যে শেল নিয়ে অনেক দিন তার জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য ক’র্‌লুম; তার পর কোনরূপে মুক্তি পেলুম, কিন্তু—যে জ্বালা, তাই রৈল! বরং দ্বিগুণ জ্বল্‌তে লাগ্‌লো! যার আশ্রয়ে রৈলুম, সেখানে দেখ্‌লুম, সেখানেও বিষ—স্বার্থপরতার ঘোর ষড়যন্ত্র—শান্তি যেন সে সংসার ত্যাগ ক’রে কোন জনহীন রাজ্যে পলায়ন ক’রেছে! তাই সেই লোকাশ্রয় ত্যাগ ক’রে চলে এলুম! কিন্তু হায়, এখানেই বা শান্তি কৈ? শান্তিময়! শান্তি দাও! দয়াময়, দয়া কর! প্রেমময়! আমি ভালবাসার কাঙালিনী! অভাগিনীকে ভালবেসে শ্রীচরণে স্থান দাও। আর না—বুঝেছি, এ জীবনে আমার আর শান্তি হ’বে না, তখন আর কেন এ দেহভার বহন করি? এই লতাতন্তুতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক’রে সকল যন্ত্রণা—সকল জ্বালার হাত এড়াইগে। এই যে বৃক্ষতল! এই শাখায়—লতাতন্তু বেঁধে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক’র্‌ব। (উদ্বন্ধনোদ্যত)

বেগে আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দ বরুয়া। কি ডাণ্ডব, তুমি? তুমি আজ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক’রবে ব’লে প্রস্তুত হ’য়েছ?

ডাণ্ডব। কি, কি—নরকের বিষ্ঠা কীট, তুই আবার এ

সময়েও এসে আমায় স্পর্শ ক'র্লি? যে শরীর চক্ষের জলে ধুয়ে বিশুদ্ধ ক'রে ভগবানকে নিবেদন ক'র্তে যাচ্ছি, পাপাত্মা, আবার তুই আমার সেই পবিত্র দেহকে অপবিত্র ক'র্লি? হায় হায়, দয়াময়! যেতে বিলম্ব হ'ল! দুরাত্মা আনন্দ বরুয়া আবার আমায় অপবিত্র ক'রেছে!

আনন্দ বরুয়া। দুশ্চারিণি! কি ব'ল্লি—আমি তোকে অপবিত্র ক'রেছি! আর তুই আমার কি অবস্থা ক'রেছিস্, দেখ্ দেখি! আমায় কর্ণহীন ক'র্লে কে? আমাকে আজ জনসমাজে এরূপ অপমানিত ক'র্লে কে? বিশ্বাসঘাতিকা, এখন সতী সাধ্বী সেজেছ? ভগবানকে চিনেছ? আমাকে দুরাত্মা ব'লে স্থির ক'রেছ? আমি যে দুরাত্মা, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু আমার সে অনুতাপ আসেনি, আসা দূরে থাক্ বরং প্রতিহিংসায় দিবারাত্রি চঞ্চল হ'য়ে বেড়াচ্ছি! ম'র্বি কি? ম'র্তে দোব কেন? মরণে যে শান্তি আছে, সে শান্তি বুঝি একাই ভোগ ক'র্বি? আর আমি?

তাণ্ডব। তুই নরকে পচ্‌বি? তোর জন্য দ্বিতীয় নরকের সৃষ্টি হ'য়েছে পিশাচ! এখন তোর হ'য়েছে কি!—কামুক, লম্পট, আমার ত সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্, আবার তুই যে রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে রাজ্যের মাতা—সাক্ষাৎ ঈশ্বরী—দেবী ভগবতী মহারাণীর প্রতি লালসা ক'রেছিলি, তার প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না? এক কান কাটা হ'য়েছে ব'লে কি তুই মনে ক'রেছিস্, তোর সে পাপের ধ্বংস হ'য়েছে? আবার পাপমুখে ব'ল্‌চিস্, আমি তার

নিয়ন্ত্রী? দূর হ' পিশাচাধম, তোর চেয়ে বিষ্ঠার কৃমি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

আনন্দ বরুয়া। (তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া) কি দুশ্চারিণি, আমি কৃমি হ'তেও অধম? রাজ্য হ'তে পলায়ন ক'রে এসেছি ব'লে মনে ক'রেছিস্ যে, আনন্দ বরুয়া আজ দীনশক্তি, অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তি ক'র্‌লেও সে নীরবে তা সহ্য ক'র্‌বে? তা নয়—তা নয় কলঙ্কিনি! এই দেখ্ আনন্দ বরুয়ার তরবারি—তার প্রতিদানে কতদূর ত্বরিতকর্ম্মা! (হননোদ্যত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) না, না তোকে একেবারে হত্যা ক'র্‌ব না! তুই ত মৃত্যু কামনা ক'রেই উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছিলি? তখন মৃত্যু তোর এ পাপের প্রকৃত শাস্তি নয়। তোকে এই স্থানে বন্ধন ক'রে রেখে যাব। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকে তোর দেহ খণ্ড খণ্ড করুক কিম্বা অনশনের তীব্র পীড়নে তোর জীবনান্ত হোক্, এই তোর শাস্তি! (বন্ধন)

[প্রস্থান।

ডাণ্ডব। দয়াময় নারায়ণ! এই বুঝি পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিচার আরম্ভ হ'ল? তাই হোক্—প্রভু, আমি তা অবাধে সহ্য ক'র্‌ব। নাথ, রক্ষা কর, পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দাও!

বেগে গদাপাণির প্রবেশ।

গদাপাণি। কার আর্ত্তনাদ! কার আর্ত্তনাদ! জয়মতি, জয়মতি! কৈ তুমি? তোমারই ত কণ্ঠস্বর ব'লে অনুমিত হ'চ্ছিল!

এই এসেছি, উত্তর দাও, উত্তর দাও! বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্ত নরাধম আমি এই যে এসেছি! কথা কও প্রিয়তমে!

ডাণ্ডব। (স্বগত) কে ইনি? ইনিই কি সতী-সাধ্বী দেবী জয়মতীর স্বামী? তা না হ'লে "জয়মতী জয়মতী" ব'লে এরূপ উন্মাদের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌বেন কেন? আহা দেবী জয়মতী যে দুরাত্মা চুলিক্‌ফার কৌশলে বন্দী হ'য়েছেন! সতী যে চক্ষের জলে আপনার পরিধৃত বসন সিক্ত ক'র্‌ছেন। এখন মহাপুরুষকে আমি কি ব'লে পরিচয় দোব! সতীর দুরবস্থার কথা বলা হবে না, তাহ'লে মহাত্মা আর স্থির হ'তে পার্‌বেন না। (প্রকাশ্যে) কে আপনি?

গদাপাণি। কে তুমি? তুমি কি আমার জয়মতী নও? তবে আমার জয়মতীর মত কণ্ঠস্বর বটে! একি, তুমি বন্ধনাবস্থায় কেন? এখানে কিরূপে এলে? কে তোমাকে বন্ধন ক'রেছে?

(বন্ধন উন্মোচন)

ডাণ্ডব। বন্ধন মোচন ক'র্‌বেন না, বন্ধন মোচন ক'র্‌বেন না? আমার মত পাতকিনীর এই প্রকৃত শাস্তি! হায় হায় ক'র্‌লেন কি রাজপুত্র! আমার প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিলেন! যাক্, এখন আপনি পলায়ন করুন, দুরাত্মা আনন্দ বরুয়া এই স্থানে এসেছে। সেই পাপাত্মাই আপনার পিতৃহত্যার নিয়ন্তা।

গদাপাণি। কে তুমি দেবি! আজ তুমি কি অমৃতময় বাক্যই শুনালে? কৈ কোথায় সেই পিতৃ-পিতৃব্যহন্তা রাক্ষস? দেবি! দেবি! আমার তীব্র শাণিত তরবারি অনেক দিন পর্য্যন্ত পিপাসিত,

তার সে তৃষ্ণা মিটাতে পার্‌ব কি? কৈ—কোথায়—পিশাচ! আজ—হয় তার মৃত্যু, নয় আমার মৃত্যু এই বিরল নাগা-গিরিমঞ্চে অভিনীত হবে।

[বেগে প্রস্থান।

ডাণ্ডব। হায়, হায়, কেন আমি নিজের মাথা থেতে মহা-পুরুষের নিকট দুরাত্মা আনন্দ বরুয়ার নাম ক'র্‌লুম! হা মধুসূদন! হা বিপদ-ভঞ্জন! রক্ষা কর, রক্ষা কর! সতীর পতির প্রাণভিক্ষা দাও নারায়ণ!

[বেগে প্রস্থান।

ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

গীত

নৈলে আর কেউ ব'ল্‌বে না হে—তোমার নাম শ্রীমধুসূদন নারায়ণ।
বিপদভঞ্জন নাম কেন ধ'রেছিলে.ওহে বিপদহারি ভক্তের করি বিপদভঞ্জন।
যদি হে কারো বিপদ না নাশিতে, তবে কে বা বল বলিত আসিতে,
হ'য়েছ সতীর তরে, অসিতে ক'রেছ কত সতীর লজ্জা নিবারণ॥
(এক দ্রৌপদী তার প্রমাণ আছে একবস্ত্রায় বহু বস্ত্র দান ক'রেছিলে,
শ্রীমতীর মান রেখেছিলে, শত ছিদ্র কুম্ভমাঝে)
পরম দয়াল কাঙ্গাল ঠাকুর, নাম ধ'রেছ অতি মধুর,
কর ভক্তের দুঃখ হে দূর—ওহে সুরাসুর-অখিলবন্দন॥
ওহে মদনমোহন দাঁড়াও এসে, যেমন ধ্রুব-প্রহ্লাদে রাখ্‌লে শেষে,
বুঝি তারা বালক ব'লে দয়া হ'য়েছিল,
এও যে তেমনি সতীর দুই বালক আছে,
এ যে তারা ধ্রুবপ্রহ্লাদ এক হ'য়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি ॥

নাগরিক—নাগরিকাগণ, প্রহরীদ্বয় ও জয়মতীর প্রবেশ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ। আহা রে—মা যায় রে, মা যায়।

১ম নাগরিক। আচ্ছা দেখ্ছিস্ না, মা যেন মা কালীর মূর্ত্তি হ'য়ে গেছেন।

২য় নাগরিক। যা হোক্ ভাই, বরাতে যা হবার তাই হবে, আমি কিন্তু আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না। আমার হাত পা সব ইস্‌বিষ ক'র্‌ছে! মনে ক'র্‌ছি, একটা লাফ দিয়ে প্রহরী দু'টোর ঘাড়ে প'ড়ে গিয়ে মায়ের বাঁধা খুলে দি। আর প্রহরী দুটোর ঘাড়ের রক্ত চুষে খাই। তাতে রাজা আমায় শূলেই দিক্, আর শালেই দিক্।

৩য় নাগরিক। ওরে বোকা, চুপ কর্। এ চুলিক্‌ফার রাজ্য, কিছু ব'ল্‌বার নেই। শুন্‌লে পরেই অমনি গর্দ্দান নিবে।

২য় নাগরিক। নেয় নিলে—মরণ ত একবার ছাড়া দু'বার হবে না। তখন মরণ-ভয়ে কাঠের পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন? একে স্ত্রীলোক, তাতে সতী মা নিরাশ্রয়; তাঁর প্রতি এরূপ অত্যাচার, এও কি দেখা যায়?

১ম নাগরিক। না দেখ্‌তে পারিস, এখান থেকে স'রে পড়, মিছে লেটা বাধিয়ে কাজ নি। রাজার বিরুদ্ধে গেলেই, আগে গর্দ্দানটী দিয়ে কথা কইতে হবে।

৩য় নাগরিক। এও কি কম অত্যাচার?

৪র্থ নাগরিক। তা যা বল ভাই, সতী বটে। বেত্রাঘাতে ত মায়ের প্রাণ যায় যায় হবার হ'য়েছে, তবু মা কি স্বামীর কোন সংবাদ ব'লেছেন? সেই গোড়া থেকে ওঁর এক কথা।

২য় নাগরিক। আমি এখন কি করি!

১ম নাগরিক। কি ক'র্‌বি, হয় পালা, নয় শান্ত শিষ্ট ছেলেটীর মত একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্।

অন্যান্য নাগরিক। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, মহারাজ আস্‌ছেন!

৪র্থ নাগরিক। রাজারই বা দোষ কি ভাই, পাঁচ বেটাতেই যে রাজাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌ছে।

১ম নাগরিক। এখন চুপ কর্ রে, চুপ কর্।

চুলিকৃফার প্রবেশ।

চুলিকৃফা। কৈ, জয়মতী কোথা? শোন জয়মতি! এখনও তোমায় বলি শোন, এখনও স্বামীর সন্ধান বল? এখনি মুক্ত হবে।

জয়মতী। আমিও বলি শোন চুলিকৃফা, আমি স্বামীর অনিষ্ট ক'রে নিজের মুক্তিপ্রার্থিনী নই। এই আমি অচল পাষাণ স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান র'য়েছি, তুমি তোমার রাজনৈতিক শাস্তি যথেচ্ছরূপে ব্যবহার ক'র্‌তে পার, কিন্তু জয়মতীর বাক্য বেদবাক্য-

স্বরূপ বিশ্বাস কর; আমি আমার স্বামীর উদ্দেশ কিছুতেই প্রকাশ ক'র্‌ব না। সতী কখন আপন প্রাণের মমতায় কাতর হ'য়ে নিজ স্বামীর অহিত সাধন ক'র্‌বে না। একথা আমি একবার নয়—শত শত বার মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ব'ল্‌ছি, আমি আমার জীবন থাক্‌তে কিছুতেই আমার স্বামীর শত্রুর মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌বার সহায়তা ক'র্‌ব না।

চুলিক্‌ফা। তাহ'লে তুমি নিশ্চয় জান্‌বে জয়মতি! তোমার যন্ত্রণার ইয়ত্তা থাক্‌বে না এবং সেই যন্ত্রণায় তোমায় নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে; আর আমিও আমার কৃতকর্ম্মে নিষ্পাপ থাক্‌লাম।

জয়মতী। সে কথা তুমি তোমার মনের সহিত বিচার কর; যদি বিনা কারণে কোনও অবলার প্রতি অত্যাচার ক'র্‌লে পাপ-স্পর্শ না ঘটে, তাহ'লে তুমি নিষ্পাপ থাক্‌বে; যদি স্বজনদ্রোহী—আত্মীয়দ্রোহী পিশাচের কোন অপরাধ সঞ্চয় না হয়, তাহ'লে তুমি নিষ্পাপ থাক্‌বে; যদি তুচ্ছ নিজ স্বার্থের জন্য প্রকৃত রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রতি অযথা পীড়নে ন্যায়-ধর্ম্মের কোন ত্রুটী না হয়, তাহ'লে তুমি নিষ্পাপ থাক্‌বে। আর যদি তা না হয়, তাহ'লে চুলিক্‌ফা, তোমার কার্য্য সম্পন্ন ক'রে তুমি তোমার গৃহে যাও, বক-ধার্ম্মিকের জীবহিংসায় পাপপুণ্য হয় কি না—এত বিচারের প্রয়োজন করে না। পিশাচের মুখে পাপপুণ্যের কথা কেন চুলিক্‌ফা!

চুলিক্‌ফা। তাহ'লে একান্তই তুই এই নিদারুণ শাস্তি

গ্রহণে প্রস্তুত? কিছুতেই তুই গদাপাণির সংবাদ প্রদানে স্বীকৃত নোস্?

জয়মতী। কিছুতেই নয়।

চুলিক্ফা। বর্ষার মুষলধারার ন্যায় তোর পৃষ্ঠে অবিরত বেত্রাঘাত হ'তে থাক্‌বে।

জয়মতী। তাতে ত আমার স্বামীর কোন অকল্যাণ ঘটবে না; সতী তার সেই বেত্রাঘাতকে কুসুমকোমলবৎ স্পর্শসুখ অনুমান ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌বে।

চুলিক্ফা। প্রহার-যন্ত্রণায় ধূলায় হেমতনু গড়াগড়ি যাবে, এখনও পরিণাম চিন্তা কর্ জয়মতি!

জয়মতী। সে ধূলা আমার চন্দনরেণু হবে চুলিক্ফা! দূর হ, শয়তান, ও ভয়ে সতীকে কখন ভীতা ক'র্‌তে পার্‌বি না,—বিশেষতঃ হিন্দুনারীর পক্ষে। হিন্দুনারী তার জীবনকে স্বামী-পাদ-পদ্মের খেলনা ব'লেই ধারণা ক'রে থাকে। সে তিলার্দ্ধও সে প্রাণের মমতা রেখে কাজ করে না। সত্য মিথ্যা আজই বিরাট বসুন্ধরার লোক দেখ্‌বে, তুইও দেখ্‌বি নরাধম, জয়মতী সতী কিনা, আর তার জীবন তার স্বামী চরণানুগত কিনা।

চুলিক্ফা। কি তুচ্ছ নারীর এত গর্ব্ব! ফণির বিষদন্ত ভগ্ন হ'য়েছে, তবু সে দংশনোদ্যত হ'য়ে ফণা বিস্তার ক'র্‌চে! ধিক আমায়! ধিক আমার রাজত্ব গ্রহণে! দেখ্‌ছিস্ কি প্রহরিগণ, ঘাতুককে আজ্ঞা কর, যতক্ষণ না দুশ্চারিণী তার স্বামীর সন্ধান প্রকাশ ক'র্‌ছে, ততক্ষণ কঠোর বেত্রাঘাত কর্! পৃষ্ঠের চর্ম্ম ক্ষত

বিক্ষত হ'য়ে অবিরল ধারে শোণিতস্রাব নির্গত হবে! সতীর প্রাণ কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আস্‌বে, চক্ষের নীল তারা বাহিরে ছুটবে। কৈ ঘাতুক, শীঘ্র আয়, আমি দণ্ডায়মান রৈলাম, দেখি সতী কেমন কঠোর রাজপীড়ন সহ্য ক'র্‌তে সমর্থ হয়!

ঘাতুকদ্বয়ের প্রবেশ।

ঘাতুকদ্বয়। আরে রে মাগি, শীগ্‌গির করিয়ে বলিয়ে ফেল্‌! শেষে কেন জ্বালার চোটে একেবারে মরিয়ে যাইবি।

২য় নাগরিক। (জনান্তিকে) একি সহ্য হয় ভাই!

জয়মতী। ঘাতুক, মানুষকে মর্‌তেই হবে, কে কবে এজগতে চিরদিন থাক্‌তে এসেছে বাবা! এ ধনের গর্ব্ব এ রূপের গর্ব্ব, এ মানের গর্ব্ব, কোন গর্ব্বই যে থাক্‌বে না বাবা। একদিন ভগবানের লীলা-জগতে সব বিলীন হবে। তোমরা তোমাদের প্রভুর আদেশ মত কাজ কর। আমার জন্য কারো দুঃখিত হবার আবশ্যক নেই বাবা! আমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছি! ঐ যে আমার সতী মা, আমার চারিদিকে পদ্মহস্ত নিয়ে অভয় দিতে দিতে বিচরণ ক'রছেন। মাগো, আজ বড় সঙ্কটে প'ড়েছি মা শিবরাণি!—আমি যাই দুঃখ নাই মা, কিন্তু আমার স্বামীকে রক্ষা করিস্‌! তোর শ্রীপদে আমার এই মিনতি। দেখিস্‌ জননি! যেন নিষ্কলঙ্ক সতী নামে কলঙ্ক স্পর্শ না করে মা!

চুলিকৃষ্ণা। কিসের অপেক্ষা ঘাতুক! এখনও যে পাপিষ্ঠার চক্ষের জলে ধরণী প্লাবিত হ'চ্ছে না? এখন যে প্রহার-যন্ত্রণার

চীৎকার গগনপ্রদেশ স্পর্শ ক'র্‌ছে না! এখন যে কাতর কণ্ঠের ভীষণ ধ্বনিতে সমস্ত অহমরাজ্য থর থর কম্পিত হচ্চে না?

ঘাতুক। যে আজ্ঞে রাজা বাহাদুর! এখুনি সব হ'চ্চে। ওরে বেটী, ধর্ম্মের দোহাই, আমাদের কিছুটী দোষ নেই। নে মাঝারি, কাজ সুরু কর্।

ঘাতুকদ্বয়। ধরম কা দোহাই মায়ি! মোদের কিছুটী দোষ নেই।

(বেত্রাঘাত)

জয়মতী। ওমা দুর্গে! আমার অনাথ পতিকে রক্ষা কর্ মা!

২য় নাগরিক। (জনান্তিকে) দেখ্‌ছিস্—দেখ্‌ছিস্ অহো পাষাণ ফেটে যায় রে, পাষাণ ফেটে যায়! কি করি ভাই, তোরা জনকতক আমার পেছুনে যেতে পার্‌বি? তাহ'লে একবার— মায়ের কাছে ছুটে যাই! আহা রে—মায়ের পিঠ ফেটে যে রক্ত ঝর্‌ছে।

নেপথ্যে ভৈরবীগণ। পথ দাও, পথ দাও, দেখ্ মা, দেখ্ মা, তোর মেয়ের দশা কি হ'য়েছে? দেখ্ মা!

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। কে মা আমার রাজলক্ষ্মি! তোকে এমন ক'রে মার্‌ছে কে? মর্‌বার জন্যে কে তোর গায়ে হাত তুল্‌ছে মা! হায় রে হায়, একি রক্তধারা রে! রাবণ একদিন এই রকমে আমার সীতামায়ের অঙ্গস্পর্শ ক'রে ছিল, দুর্য্যোধনও একদিন

আমার দ্রৌপদী মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিল। দিলে কি হ'বে, ছুদিন রৈল না, সকলকেই যমের বাড়ী যেতে হ'ল। বুঝ্লি, বুঝ্লি! তবু তোরা মাকে আমার ছাড়্বি না! ওরে আসামে কি কেউ হৃদয়বান প্রজা নেই, পাগলিনীর বুকের পাঁজরাকে ছাড়িয়ে নিচ্চে দেখ্! পার্বি না, পার্বি না, মায়ের তোরা কিছুই ক'র্তে পার্বি না! ভয় নেই মা জয়মতি! পাগলিনীর মেয়ে ভয় কি!

গীত

পতির তরে ম'র্বে সতী তার বল রে কিসের ভয়।
কর্না কেন যত আঘাত কুসুমকোমল বৈ ত নয়॥
দেখ্না যত রক্ত ঝরে, সুধার ধারা ততই ক্ষরে,
ততই সতী তেজবতী পতি-ভক্তি ততই বয়,
দেখ্রে জগৎ নয়ন ভ'রে সাধ্বী সতীর সদাই জয়॥

ভয় কি মা, দুরাচারেরা তোর পতির কিছুই অনিষ্ট ক'র্তে পার্বে না! তোর পতিভক্তির কাছে যম যে, সেও ভয় পাবে জননি! জানিস নি, সতী সাবিত্রীর ভয়ে কৃতান্ত সত্যবানকে যমপুরী হ'তে ফিরিয়ে দিলে? তোর জগজ্জয়ী প্রেমের কাছে অনন্ত বিশ্ব মাথা নুইয়ে আছে! কাজ করে যা মা, কাজ করে যা! তোর বড় প্রাণ যে কাঁদ্বে না, তা আমি জানি, তবু মা, থাক্তে পার্লুম না, তাই একবার ছুটে এলুম। একবার তোর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ ক'রে পবিত্র হ'য়ে গেলুম। দূর—দূর—এ নিষ্ঠুর রাজ্যে আবার মানুষ থাকে? পালাই মা, পালাই, চোখের জল ফেল্তে ফেল্তে

পালাই! রমণি, তুমি কি চাও—এই তোমার অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ! পতির জন্যে যদি তোমার রূপযৌবনময় সোনার দেহ পাত ক'র্‌তে পার, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ জগতে আর নেই!

[প্রস্থান।

জয়মতী। মার্ মার্, ঘাতুক! পাগলিনি, কে তুমি! তোমার পদ্মহস্তস্পর্শে আমি যেন আবার নবজীবন প্রাপ্ত হ'লুম! মার্ ঘাতুক, তোদের এক একটী বেত্রাঘাতের ফল আমি শত শত পুণ্যতীর্থের ফল ব'লে অনুমান ক'র্‌চি!

চুলিকৃফা। দুর্বৃত্ত ঘাতুকগণ, তোদের হস্তের শক্তি কি একেবারে শূন্য হ'য়েছে? প্রহার—প্রহার—অবিরাম প্রহার!

ঘাতুকদ্বয়। এই বার বেটী জন্মশোধ!

জয়মতী। মাগো—মাগো একবার দেখা দে, আমার স্বামীকে রক্ষা কর্।

২য় নাগরিক। ওরে, আর অন্ধ বধির হ'য়ে থাক্‌তে পারিনি, যা থাক্ আমার অদৃষ্টে, আমি আজ মায়ের জন্য এই প্রাণ ঘাতুকের হস্তে বিসর্জ্জন দোব। মার—মার্। (আগমন)

নাগরিকগণ। মার্ মার্! প্রাণ দোব, তবু মায়ের এরূপ প্রহার-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না। (আক্রমণ)

চুলিকফা। একি, একি, সকলেই যে রাজদ্রোহী। যাও প্রহরি, যাও ঘাতুক, শীঘ্রই দুশ্চারিণী জয়মতীকে ল'য়ে কারাগারে যাও! সৈন্য সজ্জিত হ'তে বল! সব রাজদ্রোহী, সব রাজদ্রোহী!

[বেগে প্রস্থান।

নাগরিকগণ। মার্, মার্, মার্!

জয়মতী। মা দুর্গে! এ আবার কি মা!

[জয়মতীকে লইয়া প্রহরী ও ঘাতুকগণ ও তৎপশ্চাৎ নাগরিকগণের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নাগা পর্ব্বতের পাদদেশ।

পাগল ও পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগল। খুব খেলাটাই খেল্‌ছ যা হোক।

পাগলিনী। তুমি বুঝি, ব'সে ব'সে মজা দেখ্‌ছ!

পাগল। তোমার সঙ্গে আঁটুবে কে? মেয়েটা ত ম'র্‌বার দাখিল হ'য়েছে, তবু কি খেলার সাধ মিট্‌লনি?

পাগলিনী। মরুক, মরুক, সে আমার মরুক! পাঁচজনে দেখুক, আমার সতী মেয়ে স্বামীর জন্যে মর্‌তে পারে। তার দেখা দেখি জগতের রমণী মর্‌তে শিখুক; আর শিখুক, রমণীর স্বামী কি অমূল্য ধন। দক্ষ-যজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শুনে প্রাণ দিয়েছিল, সে আর লোকে দেখেনি, তাই—সতীর সতী মেয়ে কীর্ত্তি দেখাতে নরলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছে! সে না মরে

থাক্‌বে কেন? সে যে আমার আদর্শ সতী, তাই সতীর নীতি দেখাতে এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে এসেছে। সে নীতি দেখিয়ে চলে যাবে; রমণীর বুকে স্বামিভক্তির পাষাণ-রেখা টেনে দিয়ে সে চলে যাবে। সে যাবে, কিন্তু তার নাম অনাদি অনন্ত কালের নিমিত্ত থেকে যাবে। সেই শোণিতাপ্লুত মায়ের হেমময়ী কান্তি প্রত্যেক কামিনীর বক্ষে অনন্ত যুগান্তরের জন্য জাগরূক্ থাক্‌বে। কিন্তু তুমি কি ক'র্‌ছ? গদাপাণিকে সংবাদ দিয়েছ কি? দিওনা, দিওনা, সে আবার হয় ত পাগল ভোলার মত হবে? পাগল আবার দক্ষ-যজ্ঞের আয়োজন ক'র্‌বে! ওমা, ওমা, আমি তখন কি ক'র্‌ব গো! পাগল বুঝি, ঐ জন্যই এখানে ব'সে আছে! ও পাগল বলিস্‌নি, ও পাগল বলিস্‌নি, আমার সতীর পতিকে কাঁদাস্ নি! তার ভরা বুককে খালি করিস্ নি! চাপা দে, চাপা দে,জলন্ত আগুনে চাপা দে! ঐ শুন্‌ছিস্, কোলাহল! ওরে—ওরে, আমি পালাই, ছেলে এলেই আমি কেঁদে ফেল্‌ব! দেখিস্ পাগল, তোর পায়ে ধরি, সতীর পতিকে পাগল করিস্ নি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

পাগল। এ পাগ্‌লী সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে দেখ্‌ছি! আমিই বা কেমন ক'রে স্থির থাকি! একদিন যে আমি কেঁদে ছিলুম, চরাচর বিশ্বের জীবকে কাঁদিয়ে ছিলুম, সে রোদনেও তৃপ্তি ছিল, ঐ যে গদাপাণি এইদিকে আস্‌ছে। তাকে এইবার সংবাদ দিয়ে চলে যাব। সতীর চারুচিত্র দেখ্‌তে আমারও প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

[প্রস্থান।

বেগে গদাপাণি ও আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

গদাপাণি। দুরাচার, পিতৃহন্তা! আজ তোকে পেয়েছি! বহু দিনের তৃষ্ণার্ত্ত তরবারি আজ তোর রক্তপান ক'রে চির পিপাসা নির্ব্বাণ ক'র্‌বে।

আনন্দ বরুয়া। রাজ-পুত্র, আজ আমি আসাম-রাজ্য হ'তে পলায়িত; দুরাত্মা চুলিকফা আপনার পত্নী মা জয়মতীকে হরণ ক'রেছে, আপনাকেও হত্যা ক'র্‌বার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছে; এখন আমার সহিত সন্ধি করুন। আমি আপনার সাহায্য ক'র্‌বার জন্যই ভ্রমণ ক'র্‌ছি।

গদাপাণি। তোর সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌ব? তার চেয়ে কোটী-কল্পকাল আমার নরকবাস শ্রেয়স্কর। পিতৃহন্তা—পিতৃব্যহন্তা! তোর সঙ্গে আমার তরবারির সন্ধি হবে। সেই যুদ্ধের রক্তে পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মার তর্পণ হবে! অগ্রে সেই কার্য্য সম্পাদন করি, তারপর জয়মতীর উদ্ধার ক'র্‌ব। ধর্—অস্ত্র ধর্! আজ ত্রিলোকের বীর একত্র হ'লেও তোকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

আনন্দ বরুয়া। কুমার, আমি আপনার শরণাগত। আপনার ভরসায় আমি স্বদেশ—প্রভুত্ব সব ত্যাগ ক'রে আপনার নিকট এসেছি। আমায় ক্ষমা করুন।

গদাপাণি। ক্ষমা, পিতৃহন্তাকে ক্ষমা? ধর্, ধর্, অস্ত্র ধর্, ঐ দেখ্, পিতার প্রেতাত্মা মুখব্যাদন ক'রেছে। দুরাচার আনন্দ বরুয়া, আজ অনেক দিনের পর প্রতিহিংসা সাধনের এই সিদ্ধি-

যোগ উপস্থিত! না, না, এ সুযোগমুহূর্ত্ত আমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব না। সে শক্তি আমার নাই। ধর্‌ ধর্‌ তরবারি! আয় দুর্ব্বৃত্ত, পিতৃহত্যার প্রতিফল গ্রহণ কর্‌। (আক্রমণ)

আনন্দ বরুয়া। রাজ-পুত্র, আমার আর অপরাধ নাই। গ্রহ আপনার বাদী, সেই গ্রহফল ভোগ কর। সাধ্য কি গদাপাণি, আনন্দ বরুয়া স্বইচ্ছায় ধরা না দিলে কে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে পারে? এই তোমার—সশস্ত্রহস্ত ধারণ ক'র্‌লাম, কাল-সর্পের শিশু এইবার—(হননোদ্যত)

বেগে ত্রিশূল হস্তে ডাঙবের প্রবেশ।

ডাঙব। (হননোদ্যত হইয়া) এইবার—এইবার—আনন্দ বরুয়া! তোর করস্থ অস্ত্র রাজপুত্রের গলদেশে পতিত হবার পূর্ব্বেই তোকে ইহধাম ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, এখন তাই চিন্তা ক'রে দেখ্‌; তারপর—রাজপুত্রের প্রাণনাশ ক'র্‌তে উদ্যত হবি।

আনন্দ বরুয়া। কে তুই রাক্ষসি! ডাঙব, আমায় রক্ষা কর্‌।

ডাঙব। রক্ষা ক'র্‌ব, কিন্তু অগ্রে তুই নিজ অস্ত্রত্যাগ কর্‌।

আনন্দ বরুয়া। বল—বল, তাহ'লে আমায় হত্যা ক'র্‌বে না?

ডাঙব। আমরা হিন্দুনারী, নরহত্যা আমাদের ধর্ম্ম নয়।

আনন্দ বরুয়া। রাজ-পুত্র, আমায় হত্যা ক'র্‌বেন না। হা ডাঙব, পরিণামে তুই আমার প্রাণঘাতিকা হ'লি?

ডাঙব। পিশাচ, প্রাণ কি অমূল্য বস্তু বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌? যদি বুঝ্‌তে পেরে থাকিস্‌ তাহ'লে এখনি অস্ত্র ফেলে পলায়ন কর।

তোর চেয়ে কত মূল্যবান—একবার ভেবে দেখ্, তোর চেয়ে কত মূল্যবান ছয়রাজার প্রাণ ছিল, তাঁদের সেই প্রাণ তুই অনায়াসে একমাত্র লোভের বশে নষ্ট ক'রেছিস্। যাক্, পলায়ন কর্, আর এখন হ'তে সতর্ক হ'।

আনন্দ বরুয়া। কুমার, এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌ছি, আমি শরণাগত, শ্রীপদে আশ্রিত, যা বিহিত হয়, তাই করুন। কিন্তু আপনি আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, শীঘ্র মা জয়মতীকে উদ্ধার ক'র্‌বার চেষ্টা দেখুন ; আর যদি আশ্রিতের দ্বারা কোন কার্য্য সাধনের আশা করেন, তাহ'লে আদেশ করুন, দাস তা মুহূর্ত্তে সাধন ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে।

গদাপাণি। দূর হ' বিশ্বাসঘাতক, জয়মতীর উদ্ধার নাই হোক্, সে অনন্তকাল কারাগার-যন্ত্রণা ভোগ করুক, তবু তোর ন্যায় কৃতঘ্নের সাহায্য আমি প্রার্থনা করি না। দূর হ'—দূর হ' কালামুখ ! যদি ক্ষণমুহূর্ত্ত আর আমার সম্মুখে থাকিস্, তাহ'লে আশ্রিত হ'লেও তুই আমার ক্ষমার্হ নোস্।

আনন্দ বরুয়া। (স্বগত) ধিক্ ধিক্ আমায় ! বুঝ্‌লাম, এত দিনে ভগবান আমায় বিরূপ হ'য়েছেন। (প্রকাশ্যে) চ'ল্লেম কুমার, আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট ব'লে আজ প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে চ'ল্লেম। উঃ—জীবনে আর কত অপমানিত হব' ! [প্রস্থান।

ডাণ্ডব। না, তোমায় বিশ্বাস নেই, আমি তোমার পশ্চাতে রৈলুম, দেখি শয়তান, এখনও তোর উদ্দেশ্য কি ?

[প্রস্থান।

গদাপাণি। কে তুমি দেবি! আজ আমার প্রাণদান ক'র্‌লে? তোমার এ ঋণ আমি কেমন ক'রে পরিশোধ ক'র্‌ব? অহো সত্যই কি আমার জয়মতী বন্দী? তাহ'লে চন্দ্রনাথ আর রুদ্রনাথ আমার কোথায়? তারাও কি আমার সেই সঙ্গে চুলিকফার কারাগারে বন্দী হ'য়ে র'য়েছে।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। গীত

তারা মর বন্দী ওরে বন্দিনী মা জয়মতী।
ত্বরায় চ'লে যা রে ক্ষেপা, আজ বেত্রাঘাতে মরে সতী॥
তোরি সন্ধান নেবার তরে, কঠোর ভাবে প্রহার করে,
সর্ব্বাঙ্গে মা'র রক্ত ঝরে, (ভাসে) চোখের জলে বসুমতী॥
তবু মায়ের নাইক ব্যথা, বল্‌ছে না মা তোর কথা,
এই বেলা তুই যা রে তথা, যথা র'য় রে সতী ভাগ্যবতী॥

যা, যা, শীগ্‌গির যা, শীগ্‌গির যা, নৈলে জন্মের খেদ জন্মের মত থেকে যাবে।

[প্রস্থান।

গদাপাণি। অ্যাঁ জয়মতি! প্রাণাধিকে! তুমি আমার জন্য দুরাত্মা চুলিকফার আসুরিক অত্যাচার অবাধে সহ্য ক'র্‌ছ? কেন, কেন দেবি! আমার সন্ধান ব'ল্লে না? আমায় চুলিকফা [illegible] ক'রে জীবন নষ্ট ক'র্‌বে ব'লে কি সেই আশঙ্কায় সতী সাবিত্রি, আমার

কথা গোপন ক'র্‌ছ ? কিন্তু লক্ষ্মি ! এখন ক'র্‌বে কি ? আর ত আমি ধৈর্য্য-তরুতলে বিশ্রাম উপভোগ ক'র্‌তে পার্‌ছি না ! আর ত আমি স্বার্থ-মোহের কুহকময়ী ভালবাসায় আবদ্ধ থাকৃতে—পারি না! আমার পঞ্চভূতের দেহ এই নাগাপর্ব্বতের পাদমূলে আর আমার অন্তর সেই চুলিকৃফার মনুষ্যত্বহীন অন্ধকূপময় কারাগারে, তোমার নিকট ! এই উপস্থিত মুহূর্ত্ত আমার কিরূপ বল দেখি প্রিয়তমে ! না পার্‌লাম না, আমি আজই গিয়ে আত্মপরিচয় দান ক'র্‌ব। চুলিকৃফা আমায় নিয়ে যা ইচ্ছা হয় করুক, তবু আমি লোকললামভূতা জয়মতীর যন্ত্রণার কথা শুন্‌তে পার্‌ব না। হা শিবরাম, তুমি আজ কা'র অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হ'য়েছ—এখানে যে আমি তার সকল সংবাদ শ্রুত হ'য়েছি ! না শিবরাম, হ'ল না, তোমারও অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না ! এই বৃক্ষ-পত্রে আমি আমার বহির্গমনের সংবাদ লিখে চ'ল্লাম, (লিখন) শিবরাম, প্রাণাধিকা জয়মতীর উদ্ধারে চল্‌লাম ! তাহ'লেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমি আজ কোন্ উদ্দেশ্যে তোমার নিবারণ না শুনে কোন্ স্থানে গমন ক'র্‌লাম। এই আমার লিখিত পত্র রৈল, যদি পার, কোন উপায় কর' ! নতুবা এই শূন্য নাগাগিরি-মূলে আমার অশ্রুলিপ্ত লিপি মাত্র পাঠ ক'রে—নীরব রোদনে ভগবানের কাছে জানিও—"যেন হতভাগ্যের আত্মার সদ্‌গতি হয়।" ঐ আমার জয়মতীর ক্রন্দন-ধ্বনি যেন শুন্‌তে পাচ্ছি ! চ'ল্লাম শিবরাম ! বুঝি এই সম্বোধনই আমার শেষ সম্বোধন !

[বেগে প্রস্থান।

বেগে ডাণ্ডবের প্রবেশ।

ডাণ্ডব। রাজপুত্র, কোথায় গেলেন? রাজপুত্র! রাজপুত্র! চুলিক্‌ফার গুপ্তচর আপনাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ছে! শীঘ্র পলায়ন করুন. শীঘ্র পলায়ন করুন! অহো, আবার আনন্দ বরুয়ার প্রতিহিংসা! বীরকুমার অভিমন্যু যেন সপ্তরথী বেষ্টিত! সিংহ যেন আজ ব্যাধের জালে জড়িত! এ কি বৃক্ষপত্রে কে কি লিখেচে! "শিবরাম, প্রাণাধিকা জয়মতীর উদ্ধারে চল্‌লাম"! এ লিপি ত রাজপুত্রেরই বুঝ্‌তে পার্‌ছি; এ লিপি আমাকেই হস্তগত ক'রে রাখ্‌তে হবে। লিপি পাঠে অনুমান হ'চ্চে, এই স্থানে শিবরামেরও আস্‌বার কথা আছে, সুতরাং তার আশা প্রতীক্ষা ক'রেও থাক্‌তে হবে। সর্ব্বনাশ হ'ল! অভাগিনী বারুণি, তোর আগমনই বুঝি রাজপুত্রের এই ভয়ঙ্করী দুঃখময়ী ঘটনার অশ্রু-মালা!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

কুকিরাজ ও কুকি-মন্ত্রিগণের প্রবেশ।

কুকিরাজ। আমারর ভাগ্যিটা বড়ই খারাপি রে, বড়ই খারাপি! এত্ত করিয়ে বন ঢুড়িয়ে—চর পাঠিয়ে—ম্যারাণ্ডার তল্লাস হইল নি রে—হইল নি!

১ম মন্ত্রী। কিন বোল্ দেখি রজা, তুই পরের লগে এমন করিয়ে মরিস্? সে ম্যায়াটা তুহার কে রে?

কুকিরাজ। এই ত রে বাপ, আমারর মতলব ত তুই পাস্নি, আর তুহার মতলব ত হামি পাইনি! পরের দুঃখু কষ্ট দেখ্লে আমারর পরাণ কিন কিমন ক'র্তে থাকে! আমারর মনে হয়, আমারর পরাণ দিলে যদি পরের দুঃখ কষ্ট সব চুলায় চ'লে যায় ত হামি তখ্খনি পরাণটা ছাড়িয়ে দিতে পারি। আমারর রাজ্যি পাট নিয়ে যদি কেউ রে সুখী হয় ত, হামি সব ছাড়িয়ে দিতে পারি। আরে কি হইল রে! ম্যায়াটার লগে আমারর পরাণ কিন বুকে কাঁড়ার মত বিঁদ্ছে রে! আর তার পোলা দু'টোকে হামি যখন দেখি, তখন আমারর বাঁচ্তে না সাধ থাকে রে!

২য় মন্ত্রী। রজা, তুই ইমন করিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে একটা বড়া রোগ করিয়ে ফেল্বি দেখ্ছি! তোর বসিয়ে সুখ নেই, খাইয়ে সুখ নেই, শুইয়ে সুখ নেই, কিচ্ছুটীতে তোর সুখ দেখ্ছি না! তোবে তুই কিমন করিয়ে বাঁচ্বি?

কুকিরাজ। আরে বাপ, আমারর বাঁচিয়ে কি সুখ আছে রে! আরে হামি যারে ম্যায়া ব'লনু, ম্যায়া বলিয়ে ভালাবাস্নু, যারে আমারর রাজ্যিতে রাখ্নু, তারে শত্তুর লোক ধরিয়ে নিইয়ে চ'লিয়ে যাইল, হামরা তার কসুর কিছুটী দেখ্তে নারনু, সব বোকা হইয়ে বসিয়ে রইনু! তেমন পরাণ কি হোবে রে—কি হ'বে? এর চেইয়া মরণ ভালা রে—মরণ ভালা!

৩য় মন্ত্রী। রজা, তুই আচ্ছা কথ্থা—মাথ্থাটা হইতে বাহির

করিলি? সত্যি ত হামরা ত বোকা সাজিয়ে রৈনু! মোদের রাজ্যি হইতে একটা ম্যায়া ধ'রিয়ে লইয়ে চলিয়ে গেল, আর হামরা সব বড়া বড়া মরদ—বসিয়ে রৈনু! এখন তার ভয়ে সব চুপটী করি বসিয়ে আছি, চুলিক্‌ফার রাজ্যি যাইতে সব ভয় পাইছি!

কুকিরাজ। ওরে, হামার ত সেই দুঃখু রে, হামার ত সেই দুঃখু। আর তোরা সব বলিস্‌, পরের লগে রজা তুই এমন করিস্‌ কিন? কিন যে করি, আমারর কালীমায়ী জানে, আর আমারর মন জানে। আমারর যদি একলার শক্তি-ক্ষম থাকিত, তাহ'লে কি হামি ইমন চুপটী করিয়ে বসিয়ে থাকি রে! আরে কি হইল রে, কি হইল! আমারর ম্যায়াটার লগে পরাণটা চলিয়ে যাইল রে।

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহের প্রবেশ।

রুদ্রসিংহ। দাদামহাশয়, তুমি বল্লে না, কাল আমাদের মা'র কাছে নিয়ে যাবে? চন্দ্রনাথ সে কথা বুঝ্‌ছে না। ও কেবলি "মা মা" ব'লে কাঁদবে। তুই শুন্‌ না ভাই, দাদামশায় কি ব'ল্‌ছেন।

কুকিরাজ। আয় আয় ভাইটা আমারর আয় রে! ভাইটা আমারর কাছটাতে আয়! আহা রে ভাইটা আমারর ভাবিয়ে ভাবিয়ে কিমন হইয়ে গিয়েছে রে দেখ্‌! মুয়ে কালি পড়িয়ে গিয়েছে রে! ভাবনা কিন ভেইয়া, মাটা তোর আস্‌বে, না আসে ত, হামি ত রুদ্রসিং দাদাটাকে বলেছি, হামি তোদের লইয়ে তোহাদের মায়ের কাছে নিয়ে দিয়ে আসিব। কথা ক, ভেইয়া কথা ক।

রুদ্রসিংহ। ও কথা কইচে না দাদামশায়! আমি অনেকক্ষণ

থেকে ওর তোষামোদ ক'র্‌ছি, ব'ল্‌ছি—দাদামশায় আমাদের কত ভালবাসেন, সে দাদামশায় কি মিথ্যা ব'ল্‌ছেন! নিশ্চয় আমাদের তিনি দিয়ে আস্‌বেন।

কুকিরাজ। হাঁ দাদ্দাটী, হামি তোদের লগে সব করিব। তুই আমারর সাথে কথা ক'রে ভেইয়া! কি লিবি বল্? তা দিব, তুই কথা ক'।

চন্দ্রনাথ। গীত

আমি কি কইব কথা কেবল দাদা মায়ের কথা প'ড়্‌ছে মনে॥
এই দুপুর বেলায় গাছের ছাওয়ায় আমরা থাক্‌তাম ব'সে দুজনে॥
মা বল্‌তেন উপকথা—আমি দিতুম সায়,
সেই নীচে কাঁটা উপরে কাঁটা দুয়ো রাণীর হায়,
আমি ঘুমিয়ে প'ড়্‌তাম মায়ের কোলে মা থাক্‌তেন ঠাঁয়,
ঘুমের শেষে আঁচল থেকে খাওতেন ফল যতনে॥

কুকিরাজ। ওরে ইমন কথা কোস্‌নি রে, ইমন কথা কোসনি। শুনিয়ে হামার যে পরাণটা কাটি যায় রে! হামার সাথে তুহার কথা কইতে হোবে না রে ভেইয়া, কথা কইতে হোবে না।

রুদ্রসিংহ। ও মা—মা গো—(রোদন)

কুকিরাজ। তু আবার কি ক'র্‌লি রে, তু আবার কি ক'র্‌লি! হামারে কি পাগল ক'র্‌বি রে, পাগল ক'র্‌বি! তুহাদের মাটাকে যে হামারও "মা মা" বলিয়ে কাঁদিতে ইচ্ছে করে রে, কাঁদিতে ইচ্ছে করে! মাটা রে মাটা! তুই যে ইমন করিবি রে মাটা, হামি ত স্বপনে না জান্‌তুন্! (রোদন)

চন্দ্রনাথ। মাকে ধরে নিয়ে গেল, তুমি কেন আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলে দাদামশায়! তুমি আমাদের যদি না ছাড়াতে, তাহ'লে আমরা মায়ের কাছে থাক্‌তুম। মাকে ধ'রে মার্‌ত, আমরাও মার খেতুম, তাহ'লে ত এমন ক'রে আমাদের মায়ের জন্যে মন কেমন ক'র্‌ত না।

রুদ্রসিংহ। মাগো—আর ভাব্‌তে পারি না! তুমি কোথায় আছ মা! বাবা কোথায় আছেন মা! দাদামশায়, আমরা কবে মায়ের কাছে যাব?

চন্দ্রনাথ। তুমি আজই আমাদের নিয়ে চল দাদামশায়, তোমাকে একটা পুতুল দোব, মা ভাল পুতুল তৈইরি ক'র্‌তে পারেন, আমি মায়ের হাতের গড়া পুতুল তোমায় দোব।

রুদ্রসিংহ। আমাদের দুজনকে যদি না নিয়ে যান, তাহ'লে—চন্দ্রকেতুকে আপনি নিয়ে যান! ও একদিনও মা ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। আমি বরং বাবার কাছে থাক্‌তুম, আমার এক আধ দিন মা ছেড়ে থাকা অভ্যেস আছে।

চন্দ্রনাথ। না দাদা, আমরা দুজনেই যাব, আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। আমি একলা গেলে মা বড় ভাব্‌বেন। আমারও বড় মন কেমন করে দাদা!

চন্দ্রনাথ। দাদামশায়, একেবারে আমাদের দুজনকে কেমন ক'রে কোলে ক'রে নিয়ে যাবেন? তুই কি বোকা রে? তুই আগে যা, আমি পরে যাব, কেমন দাদামশায়!

লুকিরাজ। শুন্‌তেছিস্—শুন্‌তেছিস্ মন্ত্রিমশায়রা, শুন্‌তেছিস্!

আমারর যে বাক সরে না রে ! চল্ চল্ সব সাজিয়ে পড়ি, ম্যায়াটা আমারর নিয়ে আসি চল্। পরাণের ভয় থাকৃবে ত যাবি না, অপমানের ভর না থাকৃবে ত যাবি না !

মন্ত্রীগণ। হারে রে তুই রজা,কিমন কথ টা কইলি বোল্ দেখি।

২য় মন্ত্রী। পরাণ বি দিব, সব্বি বি দিব,তু যা করিবি, হামারা তোর নফর আছি, হামরা সব তিমনটী করিব।

দ্রুতপদে পলায়িত প্রহরীর প্রবেশ।

পলায়িত প্রহরী। কুকিরাজের জয় হোক্ ! এই যে দাদা চন্দ্রনাথ আর রুদ্রসিংহ। ভাল আছ ভাই !

চন্দ্রনাথ। তুমি না আমাদের মায়ের খপর আন্‌তে গেছলে, আমার মা কোথায় ? মা কত "চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ" ব'লে কাঁদ্‌ছেন !

রুদ্রসিংহ। তুমি আমাদের মাকে আন্‌লে না কেন ? উঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর !

পলায়িত প্রহরী। নিষ্ঠুর বৈকি ভাই, নিষ্ঠুর, কঠিন, নির্ম্মম না হ'লে আমি মায়ের সন্ধান পেয়েও আজ মাকে আন্‌তে পার্‌লাম না ?

কুকিরাজ। তুই মায়ের সন্ধান পেয়েছিস্ রে ! হো হোঃ—মন্ত্রিমশারা, সব উঠিয়ে পড়, উঠিয়ে পড়। যাঁ, যা,দাদা ভাই, তোরা সব সাজিয়ে আয়, সাজিয়ে আয়! যখন ম্যায়ের সন্ধান হ'য়েছে, তখন আর ডর কি রে ! পরাণ দিব,মায়েরে আনিব। যমরে হামরা ডর না করিব। সেই কথা সত্যি ত ? রাজা চুলিকৃফা ত মোদের মায়েরে নিয়ে গেছে ?

পলায়িত প্রহরী। আজ্ঞে হাঁ,আমরা যা অনুমান করেছিলাম, সেই সত্য! হায় কুকিরাজ! না না, চলুন, চলুন, আর ব'ল্‌ব না! আমার প্রভু শিবরামের আদেশ তা নয়, তবে যত শীঘ্র যেতে পারেন, তারই উদ্যোগ করুন। রাজপুত্র গদাপাণি প্রাণের আবেগে একাই অগ্রগামী হ'য়েছেন, তাই ভয় হ'চ্চে।

কুকিরাজ। কিছুটী তোরে ডর ক'র্‌তে হ'বে না। হামরা সব কাঁড়ার তীরের মত জোরে চলিয়ে যাইব। তুই দেখিবি, হামরা সব কুকি—কিমন করিয়ে লড়াই ক'রে থাকি! তবে একটা কথা রে, আমারর ভাই দু'টাকে কে কাচ্চে রাখ্‌বে? আমারত এইটা ফিন্ ভাবনা আইল! রোস্, রোস্, একটা মতলব করিয়ে নি! হোবে, হোবে, সব হোবে! যা মন্ত্রিমশারা, তোরা সব কুকি ভাইদের হাঁক দে! লড়ায়ে যেতে হ'বে। কালীমায়ীকি পাদ-পদ্ম স্মোরণ করিয়ে লড়ায়ে সব যেতে হ'বে। হামি রজা, যে কুকিটা না যাবে, হামি তার গর্দ্দান লিবে। আয় ত ভাইদুটো, হামার কোলে আয় ত। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

মন্ত্রিগণ। ঠিক নিবে, ঠিক নিবে। সব যেতে হবে। যে না যাবে, রজা তার গর্দ্দান ঠিক নিবে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

চুলিকৃফা ও প্রথম প্রহরীর প্রবেশ।

চুলিকৃফা। কৈ, আমার উদ্দেশ্য যা, তা সফল হ'চ্চে কৈ? পাষাণ হ'তে যেমন সলিল নির্গত হয় না, তেমনি এত যন্ত্রণা দিয়েও জয়মতীর নিকট হ'তে রাজ-পুত্র গদাপাণির সংবাদ বাহির ক'র্‌তে পার্‌ছি না! আর কি শাস্তি দেওয়া যায়? (প্রকাশ্যে) ঐ না চণ্ডালিনী জয়মতী আস্‌ছে! দুশ্চারিণীর ধন্য বুকের পাটা! ধন্য অধ্যবসায় বটে!

প্রহরী সহ জয়মতীর প্রবেশ।

জয়মতী। মা দুর্গে গো! আমার স্বামীকে কল্যাণে রাখ্‌ মা! যেরূপে সিংহলে শ্রীমন্তকে রক্ষা ক'রেছিলি মা, তেমনি ক'রে তোর ভাগ্যহীন পুত্রকে কোলে নিস্‌ মা! কিছুতেই যেন দুরাত্মা রাজ-অনুচর তাঁর সন্ধান না পায় মা!

২য় প্রহরী। আরে চ'ল্‌-না মাগি! পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করিস্‌ কি? দেখ্‌ছিস্‌ না রাজাবাহাদুর আজ কয়েদ ঘরে এসেছেন। (রাজাকে অভিবাদন)

জয়মতী। চল্‌ না বাবা, মাগো, আমার স্বামীর তুই মাত্র

ভরসা! সেই ভরসায় মা আমি অতি আহ্লাদে আজ প্রাণ দিতে বসেছি!

চুলিকফা। জয়মতি। এখনও কথা শোন্! কেন মিথ্যা নিজের যন্ত্রণাকে নিজে ভালবাস্‌ছিস্? গদাপাণির সংবাদ বল্, এখনি তোর বন্ধন মুক্ত ক'রে তোর ইচ্ছামত স্থানে রেখে আস্‌ছি। স্বামীর অবর্ত্তমানে কিছু ভরণপোষণ চাস্, তাও দিতে অঙ্গীকৃত হ'চ্চি।

জয়মতী। ধিক্ ধিক্ চুলিকফা, ধিক্ নরশার্দ্দূল! তোর রক্তে আমি এই বাম পদাঘাত করি। ধিক্ ধিক্ চুলিক্‌ফা, তোর এরূপ নরহত্যাময় রাজসিংহাসনের উপর ইন্দ্রদেবের বজ্র এখনি পতিত হোক্।

চুলিকফা। এখনও হয়নি, এখনও হয়নি? দরিদ্রের গগন-স্পর্শী দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? দে প্রহরি, আমাকে বেত্র দে। (জয়মতীকে আঘাত করিতে করিতে) এইরূপ এইরূপ ভাবে—অবিরল আঘাত চলুক! এইরূপ আঘাতে যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ—ততক্ষণ এই ভাবে বেত্রাঘাত চল্‌বে। নে, বেত্র নে! চলুক্, চলুক্, অহর্নিশ চলুক! দেখ্ দুশ্চারিণি! রাজাজ্ঞা অবহেলনের কিরূপ দণ্ড দেখ্।

[প্রস্থান।

প্রহরীদ্বয়। বল্ বল্ এখনও বল্?

জয়মতী। জগজ্জননি! এই ত চলেছি, তোর অপার করুণার জলে—পরম ইষ্টদেব স্বামীধনকে ভাসিয়ে রেখে এই ত আমি

চলেছি! প্রভু! প্রভু! চল্লেম,আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন! ঐ যে মায়ের করুণার সাগরে—অগণিত স্নেহ-পদ্ম ফুটে রয়েছে! দেখুন দেখুন ধরুন—ধরুন—আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে যাই। জ্বালাময়ী পৃথিবীর তাপভরা কোল ছেড়ে চলে যাই! এথানে কেবল স্বার্থ—কেবল স্বার্থ! স্বার্থের জন্য এথানকার লোকেরা না কর্‌তে পারে, এমন অসাধ্য কাজ তাদের নাই! নে মা—আমাকে কোলে নে!

নেপথ্য—গদাপাণি। চুলিকৃফা, আমার নাম গদাপাণি, আমি মহারাজ চণ্ডেশ্বরের পুত্র, আমাকে হত্যা কর্‌, কিম্বা আমাকে ল'য়ে যদৃচ্ছা ব্যবহার কর্‌, কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ জয়মতীকে মুক্ত ক'রে দে!

প্রহরিগণ। এ আবার কি শুনি রে!

জয়মতী। (স্বগত) তাই ত—এত আমার নাথেরই কণ্ঠস্বর! ওমা কি ক'র্‌লি মা! তাহ'লে প্রাণেশ্বর কি আমার যন্ত্রণার কথা শুনে স্থির থাক্‌তে না পেরে দুরাত্মা চুলিকৃফাকে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে এলেন? তাই, তাই, ওমা তাঁর যে প্রকৃতি আমি জানি মা! তিনি যে আমাগত প্রাণ মা, আমাকে ছাড়া তিনি যে একমুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারেন না মা!

নেপথ্যে—কতিপয়রাজকর্ম্মচারী। ধর্‌, ধর্‌, মহারাজকে সংবাদ দে। গদাপাণি ধরা প'ড়েছে!

জয়মতী। ওমা দুর্গে! কি শুনি মা—(উচ্চৈঃস্বরে) ও পাগল, পাগল, এমনি ক'রে আমার কাছে ও অনেকদিন এসেছে! ওকে ধ'র না, ছেড়ে দাও।

(অদূরে ভৈরবীগণের আবির্ভাব)

ভৈরবীগণ। গীত

শুন্‌তে পাস না ওমা দুঃখিনীর দুঃখের কথা।
এত কি পাষাণীর মেয়ে খেয়েছিস্ গো কানের মাথা॥
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'ল, মায়ের মেয়ে এমন কোথা,
মা কভু কি পারে ওমা, দেখিতে মেয়ের ব্যথা,
ধ'রলি পেটে নিলি কোলে, এখন ফেলিস্ অকূল জলে,
দুর্গানাম আর ভূমণ্ডলে, বুঝি না রাখিতে এমন প্রথা,
কুপুত্রের কুমাতা নয়, বুঝি এ কথাও তোর কথার কথা।

(অন্তর্ধান)

রাজকর্ম্মচারী সহ গদাপাণির প্রবেশ।

১ম কর্ম্মচারী। আমি ধ'রেছি, আমি ধ'রেছি।

২য় কর্ম্মচারী। আমি, আমি, আগে, আগে।

৩য় কর্ম্মচারী। আমি তোমার আগে! মহারাজ, ধরেছি, ধরেছি।

গদাপাণি। ধ'র্‌বে ধর, আমার সাধের জয়মতীকে অগ্রে মুক্ত কর। আমার অন্ধকারময় গৃহের রত্নপ্রদীপকে আগে দেখ্‌তে দাও, তারপর আমায় ধর!

১ম কর্ম্মচারী। তা হবে না, ধ'রেছি, ছাড়্‌ব না।

গদাপাণি। কৈ, কৈ আমার জয়মতী! জয়মতি! জয়মতি! ঐ, ঐ যে প্রিয়া আমার রৌদ্রক্লিষ্টা লবঙ্গলতা। ঐ যে ঐ প্রিয়তমা

আমার কৃষিক্ষেত্রে হরিদ্রানিভ শুষ্ককর্ত্তিত ধান্য তরুশাখা! প্রিয়তমে প্রিয়তমে! আমার জন্য তোমার আজ এই দুর্দ্দশা! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমার সপ্তনৃপের ধন এক মাণিক্যকে পেয়েছি, একবার ছেড়ে দাও।

জয়মতী। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও পাগল, পাগলকে তোমাদের ভয় কি? কেন পাগল, আজ এমন পাগলামী দেখাতে এলে? দেখ দেখি, তোমার নিজকর্ম্মে কিরূপ দুর্গতি হ'চ্চে!

গদাপাণি। জয়মতি! প্রাণপ্রিয়ে জয়মতি, যথার্থ আজ আমি তোমার জন্য পাগল! জীবনসহচরি! না জানি কি যন্ত্রণাই পেয়েছ? তার নিমিত্ত আমি, তার হেতু আমি—এই পাষণ্ড স্বার্থপর মনুষ্যব্যাঘ্র!

জয়মতী। পাগল, মনের ভুলে কি ব'ল্‌ছ? চলে যাও—চলে যাও, তুমি স্ত্রীনীতি বোঝ না। যারা সাধ্বী পতিব্রতা রমণী, তারা পরম দেবতা সংসার-সর্ব্বস্ব স্বামীর নিমিত্ত সব ক'র্‌তে পারে—বীরের তীব্র শর গাত্রে ধ'র্‌তে পারে, ইন্দ্রের বজ্র মাথায় নিতে পারে, বাবা শিবশম্ভুর ত্রিশূল বুকে নিতে পারে, নারায়ণের সুদর্শনের মুখে নিজ প্রাণকে ডালি দিতে পারে! তবে তুমি সেই স্বামীর প্রিয়তমা পত্নীর জন্য এত ব্যাকুল হ'য়েছ কেন? বল দেখি পাগল, আজ যদি অভাগিনী জয়মতী তার স্বামীর জন্য পিশাচপ্রকৃতি লুলিকুমার কারাগারে আত্মপ্রাণ রেখে পরপারে যেতে পারে, তাহ'লে তার স্বামীর আজ কত গৌরব! কত মুখোজ্জ্বলতা! যাও পাগল, আত্মগ্লানি না ক'রে আত্মগৌরবের

হার প'রে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাও! আমার জন্ত তোমার আজ এ বিড়ম্বনা কেন?

গদাপাণি। চ'লে যাবে, পাগল চ'লে যাবে? প্রাণরূপিণি! তোমার ত্যাগ ক'রে সে চ'লে যাবে? এত অকৃতজ্ঞ সে? তোমার একদিনের ভালবাসার সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'র্‌বে না? কিছুতেই নয়, আজ আমি নিজ প্রাণের মমতা রেখে তোমার উদ্ধারে এই পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রবেশ করেনি! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, সিংহের পত্নী সিংহীকে কে কারাগার মধ্যে রাখ্‌তে পারে? দুরাচারগণ! দেখি স্রোতের গতি রুদ্ধ ক'র্‌বার শক্তি কার?

(কর্ম্মচারীর সহিত মল্লযুদ্ধ ও গদাপাণির পতন)

২য় কর্ম্মচারী। (গদাপাণির বক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক) শৃঙ্খল নিয়ে এস, বাঁধ!

৩য় কর্ম্মচারী। কিন্তু বাবা, আমি আগে ধ'রেছি।

গদাপাণি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, শিরীসকুসুম শুকিয়ে গেল! (মল্লযুদ্ধ)

বেগে শিবরামের প্রবেশ।

শিবরাম। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, পত্নীজ্বালাকাতর গ্রহ-পীড়িত হতভাগ্যকে ছেড়ে দাও, তোমাদের রাজপুত্রকে ছেড়ে দাও! কি নরাধমগণ! শিবেবকন্যাকে চিনিস না?

২য়।৩য় প্রহরী। ওরে বাবা রে, ওরে—ওরে রাজাকে খপর দে, খপর দে! কয়েদীকে নিয়ে পালা! পিছুনের দোর দিয়ে পালা!

[জয়মতীকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

শিবরাম। যা পিশাচেরা, তোদের মহাপাপী কুলাঙ্গার চুলিকৃফাকে সংবাদ দে যে, আজ আনন্দ বরুয়া প্রাণের ভয় না ক'রে—তার ইষ্টপ্রভু এই আসামরাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী কুমার গদাপাণিকে নিয়ে প্রস্থান ক'রেছে! আজ শিবে একটা নয়! শত শত মত্ত ঐরাবৎ আজ তার প্রলয়-নিশ্বাসে কোন্ মেরুতে গিয়ে যে পতিত হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এই শিবে তার প্রভু-পুত্রকে গলার মুক্তার হার ক'রে নিয়ে চ'লেছে। সাধ্য থাকে অগ্রসর হ'।

[প্রস্থান।

শঙ্কিত পলায়িত জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। কি খুড়ো, চিন্‌তে পার্‌ছ না, আমি তোমার জয়কেতু গো। বাবা, আমাকেও বেটা চুলিকৃফা কয়েদে ঢুকিয়ে ছিল, বেঁচে থাক বাবা, বেচে থাক; এই সুযোগে আমিও কয়েদ থেকে পালিয়ে এসেছি! তুমি আমার বাড়ীতে লুকিয়ে থাক্‌বে এস! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ) খুড়ো খুড়ো—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত

প্রেমের নেশা চম্‌কে উঠা, হাইতোলা আর চুম্‌কি মারা।
গড়িয়ে পড়েন প্রেমিক পুরুষ, হন্ তার হিড়িকে দিশে হারা ॥

কতিপয় নর্ত্তকী। প্রেমিক সুজন কিন্‌তে হ'লে নিও ঘ'সে বিরহের কষ্টিপাথরে,
যদি যান্ মূর্চ্ছা প্রেমিক বঁধু তবে খাঁটি ব'লে কাছে যেও সরে,

কতিপয় নর্ত্তকী। যদি মূর্চ্ছার ভানে মিটির মিটির চান্,
তবে কাণ এঁটে তাড়াতাড়ি সটকে প'ড় প্রাণ,

সকলে। নয় মার মার্কেতে জান খোয়াবি বড় হেঁয়াচে প্রেম হতচ্ছাড়া।

জনৈক সখী। কৈ, আজ যে এখন রাজা বাহাদুরের দর্শন নেই! এমন গানটা গাঙের বালিতে তর্‌লি লো! চলুক, চলুক থাম্‌লি কেন?

২য় সখী। আপনি মশায়, একটা ধরুন না। আর ত বেশী সময় নেই—বক্‌সিসের কিনারা ত একটা ক'র্‌তে হবে।

জনৈক সখী। রাজার কাছে কি তোদের বক্‌সিস মিলে, না? তবে আমার উপরে আবার উঁচু নজর দিস্ কেন? গান গাইতে ব'ল্‌ছিস্ একটা গাই ভাই!

গীত

সুখে থাক্ আমার গঙ্গাজল।
তুই আমার লো পরশ মণি—শুচিবেয়ের পরম বল॥
মন যখন কেমন কেমন করে, শুদ্ধা হই পরশ ক'রে তোরে,
আঁস্তা কুঁড়ের কুড়িয়ে মাণিক তোর ছিটে দিয়ে তুলি ঘরে,
তখন মনের গোল যায় লো মিটে, মিটে যেমন ছাড়ায় মল॥

ওলো, মনের মতন যেমনই প্রেমিক হ'ক না লো, তবু গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে নিতে হয়, তা না হ'লে সে প্রেমিকের ত মন বসে না! একি, রাজা বাহাদুর যে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে আস্‌ছেন!

প্রহরিগণ, মন্ত্রিগণ ও চুলিকফার প্রবেশ।

চুলিকফা। শিরশ্ছেদ, শিরশ্ছেদ, যে যে কারাগারের রক্ষক ছিল, আমার আদেশে তাদের শিরশ্ছেদ! প্রাণ দিলে না কেন?

একবার বৈ দু'বার মর্‌তে হবে না ত? হাতের শিকার বন্ধুবরাহে বাধা দিয়ে উদ্দেশ্য বিফল ক'র্‌লে? এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! কিসের আমি রাজ্যেশ্বর—কিসের তোমরা রাজকর্ম্মচারী—কিসের আমার সৈন্যবল—কিসের বাহুবল? একটা দস্যুকে তোমরা ধৃত ক'র্‌তে পার্‌লে না? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখ হ'তে ভোক্ষ্য পালিয়ে গেল? কেউ গ্রাস ক'র্‌তে পার্‌লে না? কে কোথায় আছিস্,পাপাত্মাগণকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যা! সকলেরই শিরশ্ছেদ কর। ক্ষমা নাই! সমস্ত রাজ্যবাসী আমার শত্রু,তা না হ'লে কেউ পাপিষ্ঠগণকে ধৃত বা হত্যা ক'র্‌লে না কেন? বুঝি না—কূটনীতি বুঝি না! দাও,নগর জ্বালিয়ে দাও, নগরের আবালবৃদ্ধযুবাকে সংহার কর। যাও—যাও অগ্নি প্রজ্বলিত কর, নগরবাসিগণকে গৃহে অবরুদ্ধ ক'রে গৃহের সম্মুখে অগ্নিদান কর। রাজ্যবাসী দেখুক, নগরবাসী দেখুক—চুলিকৃফা রাজশক্তি ধারণ ক'র্‌তে পেরেছে কিনা? আর শুনেছি—চাটুকার জয়কেতু নাকি দুর্ব্বৃত্ত শিবে বরুবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোষামোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে গমন করেছিল, সে পাপাত্মা কোথা? নিয়ে এস, এই মুহূর্ত্তে নিয়ে এস! দুরাচার কারাগার হ'তে পলায়ন ক'রেছে! নিশ্চয়ই গদাপাণির সহিত সংযোজিত হ'য়েছে! নিশ্চয়ই এই ষড়-যন্ত্রের মধ্যে পাষাণ্ড জয়কেতুও পরিধির কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং তার অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত চাই। যাও, নর্ত্তকীগণ, তোমরা যাও; যদি রাজ্যশাসন ক'র্‌তে পারি, যদি শত্রুশাসন ক'র্‌তে পারি, তাহ'লেই আবার আমোদ-প্রমোদ ক'র্‌ব! নতুবা দূরে থাক, আজও দূরে থাক্‌বে, কালও দূরে থাক্‌বে।

২য় সখী। (জনান্তিকে) পালাই চল বোন, পালাই চল, না বক্‌সিস্‌টা মিল্‌ল ভাল!

১ম সখী। বাবা, রাজা নয় ত যেন আঝাড়া কেউটে।

[সকলের প্রস্থান।

চুলিকৃফা। চুলিকৃফা নিজ কার্য্য ভুলে না। কি পাপাত্মাগণ দাঁড়িয়ে রৈলি যে! যা প্রহরি—পাপিগণকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা! যা নগরে অগ্নি দেবার ব্যবস্থা কর্‌গে, আর সয়তান জয়কেতুকে আমার নিকট প্রেরণ কর্‌গে!

[দুইজন প্রহরীর প্রস্থান।

১ম মন্ত্রী। মহারাজ! অতি ক্রোধে কোন কার্য্য করা বিহিত নয়।

চুলিকৃফা। সে উপদেশ চুলিকৃফারও অনেক জানা আছে মন্ত্রি! সে বুদ্ধি বিবেচনা না থাক্‌লে তোমাদের কবল হ'তে এই আসাম রাজ্য উদ্ধার ক'রে আজ আসামের রাজা হ'তে পার্‌তাম না। আমি কার' কথা শুন্‌তে চাই না; রাজ্য শাসন কিরূপে হয়—প্রজা বাধ্য কিরূপে থাকে, তা চুলিকৃফার অবিদিত নাই। ঐ যে পাপিষ্ঠ জয়কেতু আস্‌ছে!

প্রহরী সহ জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। আঃ—একটা লোক যদি আমার পেছুনে থাক্‌ত, তাহ'লে কি আর শিকার পালায়? কি ব'ল্‌ব, অভাগ্যের বশ

ভাগ্যিটা নেই, তা না হ'লে বুন্‌লুম সর্‌ষে হ'ল তিল, আর কস্‌লো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।

চুলিক্‌ফা। দুরাচার শয়তান—

জয়কেতু। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ তা বৈকি! মহারাজের কথায় কি ভুল থাকতে পারে!

চুলিক্‌ফা। আবার তোষামোদ, শয়তান, চুলিক্‌ফা তোর চাটুতে আর ভুলে না।

জয়কেতু। রাম, হরি, ভুল্‌বেন কেন? বুদ্ধিমান লোকে কি পরের কথায় ভুলে? যারা মুখ্যু আহাম্মুক তাদের কথা ছেড়ে দিন্।

চুলিক্‌ফা। স্থির থাক্‌বি নরাধম, বাক্‌নিষ্পত্তি ক'র্‌লে দেখ্‌ছিস্ তরবারি!

জয়কেতু। তা ত দেখ্‌ছি বাবা, (স্বগত) বলি এমন কায়দায় কি মানুষে পড়ে গা!

চুলিক্‌ফা। কুলাঙ্গার, তুই নয় আজ শিবে বরুয়ার সাহায্য ক'রেছিলি, তাকে গোপনে লুক্কায়িত রেখেছিলি?

জয়কেতু। (নীরব)

চুলিক্‌ফা। উত্তর দে, নীরব রৈলি যে?

জয়কেতু। আজ্ঞে, হুজুরের কোন্ কথাটার উপর দাস নির্ভর ক'রে কার্য্যাদি ক'র্‌বে, তাই যে বুঝ্‌তে পারছি না হুজুর!

চুলিক্‌ফা। কোন্ কথায় নির্ভর ক'র্‌বে কিরূপ?

জয়কেতু। আজ্ঞে, আগে হুজুর তরবারিটা দেখিয়ে বল্লেন, স্থির থাক্‌বি, দেখ্‌ছিস্ তরবারি! তার পর আবার ব'ল্‌ছেন,

"কথার উত্তর দে"। তাই হুজুর, কোন আজ্ঞেটা তামিল ক'র্ব, তাই অধম ঠিক ক'র্তে পার্ছে না হুজুর!

চুলিক্ফা। আচ্ছা শেষের কথার উত্তর দে! তুই গদাপাণি আর শিবে বরুয়াকে আজ কোন সাহায্য ক'রেছিলি কি না?

জয়কেতু। হুজুর, জিজ্ঞাসা ক'র্তে পারি কি, হুজুর কি বিশ্বাস করেন?

চুলিকৃফা। আমি ত তাই বিশ্বাস করি! কেননা তোর ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের কোন কার্য্যই অসাধ্য নয়।

জয়কেতু। আজ্ঞে আপনি কি আর ভুল ব'ল্ছেন?

চুলিকৃফা। তাহ'লে ভাই, জানিস্ রাজদ্রোহীর দণ্ড কি?

জয়কেতু। আজ্ঞে হুজুর, তার আমি কি ব'ল্ব, তা হুজুরের যা বিবেচনা!

চুলিকৃফা। বিবেচনা কি পিশাচ! তুই ত আজ তাদের নিজের গৃহে স্থান দিয়ে গোপনে রেখেছিলি?

জয়কেতু। তা হুজুর যখন এত সংবাদ রেখেছেন, তখন সে কথা মিথ্যে কিরূপে ব'ল্ব?

চুলিকৃফা। তাহ'লে তোর রাজদণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

জয়কেতু। নিশ্চয়, যখন হুজুরের মনে সে আশা জেগেছে!

চুলিকৃফা। অন্যায় জেগেছে! তবে কি তুই ব'ল্তে চাস্, তুই সত্যবাদী?

জয়কেতু। তা হুজুর, যা ইচ্ছা তা ক'রে যান্, আমি যখন মিথ্যাবাদী ব'লে হুজুরের জানা আছে,তখন আমি সত্যবাদী হ'লেও

যাঁ অবিচারে সত্যবাদী ত হ'তে পার্‌ব না। কাজেই আমার আর কি দ্বিতীয় কথা আছে হুজুর! তবে মা বাপ, গোলাম—আপনারই শ্রীচরণের গোলাম! যা কিছু অপরাধ ক'রেছি, সব হুজুরের ভালর জন্য! তা নীচে জল-আগুন আর উপরে চন্দ্র-সূর্য্য সব দেখ্‌ছেন।

চুলিকফা। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! প্রহরি! পাপিষ্ঠের প্রাণ-দণ্ডই বিহিত, তবে কি জান্‌লে—দুরাত্মা এক কালে আমার কতক গুলি কার্য্যে বিশেষ সহায়তা ক'রেছিল, তজ্জন্য আর প্রাণদণ্ড ক'র্‌ব না, কেবল মাত্র পাপিষ্ঠের দুই গালে চূণ কালি আর গর্দ্দভের মুকুট মাথায় পরিয়ে দিয়ে—নগরের চারিদিক ভ্রমণ করিয়ে—রাজ্যের মধ্যস্থলে কোন বৃক্ষে বন্ধন ক'রে রেখে দাও; কেউ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌বে—যারা নিজ প্রভুর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস রেখে স্থির থাক্‌তে পারে না ও নিজপ্রভুকে ত্যাগ ক'রে প্রভুর শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে এবং যারা একজনের তোষামোদ ক'রে আর একজনকে সাধারণের চক্ষে ঘৃণার সামগ্রী ক'রে থাকে, সেই নররূপী পশুদের এই উপযুক্ত শাস্তি। এই সেই ঘোর মহাপাতকের ব্যবস্থাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত! যাও, বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন? সব ত পূর্ব্ব হ'তে প্রস্তুত রাখ্‌তে ব'লেছি!

৪র্থ প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ! (তথাকরণ)

জয়কেতু। বেশ হ'য়েছে! যে প্রহরি, মাতা নন্দরাণী হ'য়ে তোদের প্রাণগোপালকে আজ ভাল ক'রে সাজিয়ে গোষ্ঠে পাঠিয়ে দে! হে সজ্জন বর্ণকবৃন্দ! তোমাদের গোপালের মোহন

বেশ দেখে একটু চৈতন্য লাভ ক'র্‌লে কি? সংসারে ভাই, এই জয়কেতুর নাম মাত্র মনে রেখো, কিন্তু কেউ কখন যেন জয়কেতু রূপ ধারণ ক'র'নি। যেমন কাজ ক'রেছি, তার তেম্‌নি উপযুক্ত সাজা! কিন্তু হায়,এ সংসারে আমার মত অনেক জয়কেতু আছেন, কিন্তু ধরা প'ড়েছি আজ আমি! তাই বলি ভাই রে, আজ জয়-কেতুকে দেখে—সংসারে,যাঁরা আমার মত জয়কেতু আছেন, তাঁরা সাবধান হ'য়ে যান, তা না হ'লে কোন দিন কার' কোপে এমনি ক'রে গোপালের গোষ্ঠবিদায়ের সাজে রাজধানী হ'তে বেরিয়ে যেতে হবে। এই দিচ্ছি নাক মোলা আর কাণ মোলা, আর যদি পাঁচ জনে পার দাদা, তাহ'লে গোটা কতক এর উপরে ঝেড়ে দাও, "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হ'য়ে যাক্!

চুলিকৃফা। যা দাঁড়িয়ে রৈলি কেন, পাপিষ্ঠকে চক্ষের সম্মুখ হ'তে নিয়ে যা।

জয়কেতু। দেখ্‌ছ, বড় লোকের আক্কেল, পয়সা দিয়ে পুষে কি দুর্দ্দশা করে!

নেপথ্যে—নাগরিকগণ। হায়, হায়, হায়, সব গেল, গেল, গেল, সব জালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, পুত্র-কন্যা সব গেল!

অদূরে নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। গীত

দোহাই দোহাই স্বর্গ-অবতার।
আমরা কোন দোষের নইক' দোষী করো না ক অবিচার।

নিত্যি খাটি বিত্যি আনি, তোমার আজ্ঞা মাথার মানি,
পথে ঘাটে মাঠে ঘরে তোমারই দি জয়জয়কার ॥
যে যা বলে ব'লুক লোকে, আমরা আছি তোমার দিকে,
আমরা ঠিকে প্রজা নয় হে রাজা, আমাদের বাপ দাদারও যে অধিকার ॥

[সকলের প্রস্থান।

১ম মন্ত্রী। মহারাজ! শুন্‌ছেন, প্রজাগণের আর্ত্তনাদ! রাজ্যের পিতা! রাজ্য রক্ষা করুন।

চুলিকফা। এখনও হ'য়েছে কি, রাজদ্রোহীতার ফল উপভোগ করুক্! নৃশংসতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখুক্। পতি-পুত্র-পত্নী-কন্যা সকলেই একস্থানে পরস্পর পরস্পরের চক্ষের উপর ভস্ম হ'য়ে যাক্।

নেপথ্যে—কপালিনী। মহারাজ—

চুলিকফা। কে চীৎকার করে?

নেপথ্যে—কপালিনী। মহারাজ রক্ষা করুন, পিতার পুত্রের প্রতি এত ক্রোধ ভাল নয়।

চুলিকফা। কে দেখ ত মন্ত্রি, কে আমার বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ প্রদান ক'র্‌তে এল! বামাকণ্ঠ ব'লেই অনুমিত হ'চ্চে! একি রাণী যে!

বেগে কপালিনীর প্রবেশ।

কপালিনী। রাণী নয় রাজা, দাসী আমি চরণে তোমার,
ধরি পদে রাখ এ মিনতি।

হে ভূপতি! রাজ-আজ্ঞা কর’ প্রত্যাখ্যান,
ত্বরা রক্ষ প্রজা-প্রাণ,
নগরে অনল দান নহে প্রভু রাজার ধরম!
প্রিয়তম, মরম পীড়ন করিও না কারো ভুলি!
স্বার্থ আশে ধর্ম্মে নাহি দিও জলাঞ্জলি—
শোন বলি—এখনও চাও ক্ষমা প্রজার সমীপে!
তারা তুষ্টি পাবে, ধর্ম্ম রক্ষা হবে,
কীর্ত্তি রবে বিশাল ভুবনে, পাবে মনে অতুল প্রমোদ!
অক্ষুণ্ণ আমোদে রবে চিরদিন,
ক্ষীণ শক্তি কভু হবে না তোমার—কথা আর—
সতী জয়মতী মা’রে কর পরিহার!
শুনি সতী কঠোর পীড়নে—ডাকে ভগবানে—
নীরব চীৎকারে—
দুর্ব্বলের বল ভাবি তাঁরে!
কি দারুণ অভিযোগ নাথ!
সেই অভিযোগে কি হবে উপায়,
নররায়, নাই যে তথায়—রাজার প্রজার ভেদ!
ন্যায়-দণ্ডে সমান ওজন তাঁর বিচারপদ্ধতি!
হে নৃপতি! তোমার আদেশে—
রাক্ষসীর বেশে করিয়াছি হত্যা বটে কত রাজার নন্দন,
তখন ত মন এভাবে মগন হয়নি প্রাণেশ!
আজ যেন শেষভাবে সবে দেয় দেখা!

সখা, সখা, পায় মাথা কুড়ি,

রাখ রাখ মিনতি আমার।

চুলিকৃষ্ণা। কোমলা রমণী চিরদিন জানি,

যাও রাণি, অন্তঃপুরে ?

কপালিনী। বল রাজা, যাব অন্তঃপুরে,

আশা দাও, সত্য কর আর না পীড়িবে কারে,

তবে যাব অন্তঃপুরে।

চুলিকৃষ্ণা। একি রাণি, সাধারণ হের নারী হও কেন তুমি ?

কাল তুমি স্বামী তরে—হোক ভালমন্দ রাক্ষসী সেজেছ,

আজ কেন—হোক ভালমন্দ দেবী হ'তে এত সাধ ?

কপালিনী। হে স্বামীন্! তুমিও দেখ না দেব হ'য়ে—

কি আনন্দ বিরাজে তাহায়! আহা মরি আঙ্গিনায়—

লুটায় পূজার ফুল এতদিন তুলি না তাহারে,

দিই নাই দেবে দেবভোগ্য পূজা উপহার!

ন্যকার আনিয়ে ক'রেছি কুক্কুরে পূজা—

পিশাচী সাজিয়ে দেখিনি চাহিয়ে একদিন,—

জীবনের পরিণাম—সে তরঙ্গ কোথা হবে স্থির,

কিম্বা কোন দেশে যাবে, কোথায় মিলিবে!

যশ মান খ্যাতি গৌরবসৌরভ কিসে যায় কিসে রয়,

কে নিমিত্ত কারণ তাহার! আজ ক্রমে সব আগুসার,

ভাবি তাই—করিনু কি মানবীর বেশে!

কি হইবে শেষে—কনক ভাবিয়ে লভিলাম কাচ!

কি মূল্য হইবে তার? বিচারে চিনিবে সেইজন,
কাচ ইহা, না হয় কাঞ্চন! ভৎর্সিবে কতই—
স্থান নিরূপণ ক'রে দিবে পূতিময় নরকের কূপে!
কি হইবে রাজা, কিবা তার দিব সদুত্তর?
তাই বলি, এখনও হই এস সাবধান,
এই প্রাণ বহুরূপে হইবে রক্ষিত,
ভিক্ষা আছে—কিম্বা পরসেবা—
কিম্বা নয় বিধাতার অরণ্য-উদ্যানে—
করিয়া গমন, জীবন ধারণ করিব হে প্রভু, ফলে মূলে!

চুলিকফা! একি রাণি! বুদ্ধ বা চৈতন্য কবে হ'লে?
কিম্বা বায়ুগ্রস্তা বুঝি কাল অনুসারে!
নয় এ বিকার এল কেন? শোন রাণি, এর প্রতীকার,
আত্মহত্যা কর, পাবে নব কলেবর—
সেই কালে কর' পুণ্য উপার্জ্জন,
নয় এ জীবন যাবে এই ভাবে—রাজতক্তা পুণ্যাসন নহে,
এতে হয় দিতে বিনিময়—অগণিত জীবের শোণিত।
হিতাহিত পাপপুণ্য করিলে নির্ণয়—বনে যেতে হয়।
রাজ্যলোভ-তৃষ্ণা তায় না মিটে কখন।

কপালিনী। হেন রাজ্যে—রাজসুখ চাই না রাজন্!
করিনু গ্রহণ তব সার উপদেশ,
এখনি করিব এ জীবন শেষ, পাব পুনঃ কলেবর—
ইহ জন্ম গেল কাঁদিতে কাঁদিতে,

আসি রাজা, কর আশীর্ব্বাদ—থাকে যেন শ্রীচরণে মতি,
দেখি পরজন্মে গতি কিবা হয় হে আমার !
কর—কর রাজা আশীর্ব্বাদ !

(ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা)

চুলিকৃফা। অঁ্যা—অঁ্যা—কি ক'রিলে রাণি,
ধর্ ধর্ প্রিয়ারে আমার !
অহো—কি হ'ল আমার ?
উথলিল বিষ সমুদ্র-মন্থনে !

দ্রুতপদে গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। মহারাজ ! অতি দুঃসংবাদ !
চুলিকৃফা। আন, আন দুঃসংবাদে করি আমন্ত্রণ,
যাও ইন্দ্রলোকে, বাসবেরে দাও রে সংবাদ,
সুশাণিত ত্বরা তার করুক্ অশনি,
লব আমি মহোল্লাসে পুষ্পসম শিরে।
বল বল কিবা দুঃসংবাদ !
গুপ্তচর। গদাপাণি অন্বেষিতে গিয়েছিনু পর্ব্বত-শিখরে,
দেখিলাম তথা—শিবরাম সহ গদাপাণি—
ল'য়ে অগণ্য সেনানী করিছে মন্ত্রণা,
এ অহম-রাজ্য আজি আক্রমিবে নৃপ !
চুলিকৃফা। যথা কাল উপস্থিত, নাহি ভয় পেও গুপ্তচর !
যাও রে সত্বর সৈন্যাধ্যক্ষে দাও এ সংবাদ,

সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে যেন, বল' রাজার আদেশ।
কিম্বা কর আক্রমণ, ভয় কি এখন কুমার হইলে বাদী।

বেগে জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! রাজ্যদ্রোহী প্রজাকুল আজ,
জয়মতী হরিবারে কারাগারে—
সবে করিছে প্রবেশ বল প্রকাশিয়া!
নাহি মানে কার' নিবারণ,
বরং বারণে অনর্থ ঘটে,
কার' মাথা কাটে, কার' কাটে কর,
কারো নাসা, কারো কর্ণ, লাঞ্ছনা বিস্তর,
সবারই সমস্বর—সতী মা'রে মারে কোন্ জন!
নিকট মরণ তার!

চুলিকফা। ভাবনার নাই অবসর, এতই স্পর্দ্ধিত—
এতই গর্ব্বিত প্রজাকুল—নির্ম্মূল—নির্ম্মূল কর সবে।
দুর্গ হ'তে আন সেনাগণ,
হউক সম্মুখ রণ, রণচণ্ডী নাচুক্ সমরে!
আর জয়মতী কালনাগিনীরে,
ল'য়ে যাও মশান মাঝারে,
দেখি কেবা রক্ষে বেত্রাঘাতে তারে!
আপনি রহিব তথা,
গেছি, গেছি, আর' যাব—কি আশায় রব!

রাণী গেছে, রাজ্য যাক্, যাক্ প্রজাকুল,
হোক্ হোক্ আসাম শ্মশান !
যাও যাও—রাণীরে লইয়া,
অগ্রে সেই পাপিনীরে যমদ্বারে দিয়া—
পরে রাণী তরে করিব রোদন।
কেবা কার—কার তরে—
হবে রাজ-দয়া ! চল—চল—দেখি কোথা
নষ্ট দুষ্ট প্রজাকুল !

[বেগে প্রস্থান

সকলে। চল্ চল্, রাণী মাকে নিয়ে চল্, সর্ব্বনাশ হ'ল
সর্ব্বনাশ হ'ল, আসাম রাজ্য এবার নররক্তে ভাস্‌তে চল্ লো।

[সকলের প্রস্থান

ভূতগণ ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

গীত

ভূতগণ। কম্পিতা বা ভীতা হও না শ্যামা মেদিনী।
ভৈরবীগণ। নিত্যলীলারঙ্গময়ী কাত্যায়িনী—
অয়ি নাচিছে রঙ্গে বিবিধ ভঙ্গিনী।
ভূতগণ। দানবে অমরে চিরদিন রণ—
ভৈরবীগণ। অসুরনাশিনী মহাকালী হন,
ভূতগণ। কাতরে মায়েরে ডেকেছে যে জন,
ভৈরবীগণ। বরাভয় ল'য়ে দিতেছে অমনি বরদায়িনী ॥

ভূতগণ। অশান্তির মুণ্ড কাটিয়ে ছেদন,

ভৈরবীগণ। করেছেন নিয়ে কটীর ভূষণ,

ভূতগণ। শাস্তি দিতে জীবে তাঁর স্মেরানন,

ভৈরবীগণ। "নভেতব্যং" বাণী করে দিবস যামিনী॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

প্রহরী ও জয়কেতুর প্রবেশ।

প্রহরী। শোন শোন রাজ্যবাসি! মহারাজ চুলিকৃফার আদেশ শোন। দেখ, যারা নিজ প্রভুর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস রেখে স্থির থাক্‌তে পারে না ও নিজ প্রভুকে ত্যাগ ক'রে প্রভুর জয়শীল শত্রুপক্ষকে অবলম্বন করে এবং একজনের তোষামোদ ক'রে আর একজনকে সাধারণের চক্ষে ঘৃণার সামগ্রী ক'রে দণ্ডায়মান করে, সেই নরপশুর কি শাস্তি দর্শন কর।

জয়কেতু। হাঁ বাবা, আজ বড় কায়দায় প'ড়েই একবারে চুনকালি নিয়ে গাধার টুপি প'রে বেরিয়েছি! তা না হ'লে আজ জয়কেতুর পায়া পায় কে? আমি যে পক্ষের জয়, সে পক্ষে ঢুক্‌তাম ব'লে মহারাজ চুলিকৃফা আমার এই দুর্দ্দশা ক'রেছে!

ভাইগণ, বন্ধুগণ! আমাকে দেখে সাবধান হ'য়ে যাও! ভাল—মন্দ আর কি—যদি আমার এই দশা দেখে আমার মত মানুষ যাঁরা আছেন, তাঁরা সাবধান হ'তে পারেন, মন্দ কি, তাহ'লেও এজগতে জয়কেতু হ'তে অনেক হ'ল! প্রহরি! চল্ ভাই, কোথায় ডেরা ফেল্‌তে হবে, সেইখানে চল্। তোকে আর চেঁচাতে হবে না, আমিই আমার কথা সাধারণকে ব'লে ধন্য জ্ঞান ক'র্‌বো!

প্রহরী। চল, তোমায় ঐ গাছটায় বেঁধে রাখি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপ্রান্তর।

সশস্ত্র আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ।

আনন্দ বরুয়া। (সচমকে) এখানে কেউ নাই ত?' এখন প্রতি পদবিক্ষেপের সঙ্গে জীবন রক্ষার কল্পিত উপায় সকল ভাব্‌তে হ'য়েছে। আমাকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য চারিদিকেই লোররাজ চুলিকফার গুপ্তঘাতুকগণ পরিভ্রমণ ক'র্‌ছে। আর আমি দিবারাত্রিই সশস্ত্র ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি! কিন্তু এরূপ ভাবে আর কতদিন প্রাণ ধারণ ক'র্‌তে পারি? আহারে, বিহারে, পথভ্রমণে

কোন: খানেও ত নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছি না। কেবল যেন মনে হয়, ঐ তারা এলো! ঐ বুঝি আমায় ধ'র্‌লে! ঐ বুঝি অসি উত্তোলন ক'র্‌লে! এই বুঝি মলাম! আনন্দ বরুয়ার সকল খেলাই বুঝি শেষ হ'য়ে গেল। তাই ত করি কি! এদিকে প্রতিহিংসা যেন সাক্ষাৎ দাববহ্নির মত আমার হৃদয়-কানন ভস্ম ক'রে ফেল্‌ছে! কিন্তু আমি নীরব, এমন একটা বন্ধু বা আত্মীয় পাই না যে, দু'দণ্ড তার কাছে গিয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়াই।

(অদূরে অলক্ষ্যে জনৈক গুপ্তঘাতুক দণ্ডায়মান হইল)

কি যেন একটা শব্দ এল না! এই দিকটায় যেন কারও ছায়া পড়েছে না! আনন্দ বরুয়ার অনুমান কখন ব্যর্থ হ'তে পারে না। তাই ত কারেও যে দেখ্‌তে পাচ্চি না! তবে কি ভ্রম হ'ল? অথবা গ্রহই আজ ভ্রম হ'য়ে আমাকে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে! কি— কি আমা'কে পিশাচ চুলিকৃফা বন্দী ক'র্‌বে? তার ক'লজের রক্ত চুসে খাব। জানে না, আমার নাম আনন্দ বরুয়া!

(পুনঃ অদূরে প্রথম গুপ্তঘাতুকের সঙ্কেতানুসারে দ্বিতীয় গুপ্তঘাতুক দণ্ডায়মান হইল)

(তরবারি বাহির করিয়া) এখনও আনন্দ বরুয়া নিরস্ত্র নয়! এখনও তার শক্তিমান্ মুষ্টি বজ্রনিভ কঠোর! এখনও তার দৃষ্টি—প্রস্তর ভেদে সমর্থ! এখনও তার কর্ণ বায়ুহিল্লোলে শত্রুর গুপ্ত ষড়যন্ত্র শুন্‌তে পায়। এখনও তার পদ মুহূর্ত্তে অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রমণ ক'র্‌তে পারে! আর তুই চুলিকৃফা, তুচ্ছ দু'টো গুপ্তঘাতুকে দিয়ে আমাকে বন্দী ক'র্‌বি? ব্যাঘ্রকে বিড়ালশাবক অনুমান করা

তোর ন্যায় মূর্খ নির্ব্বোধেরই কর্ম্ম। নতুবা বুদ্ধিমান তাকে কৃতান্ত দর্শন ক'রে তার ত্রিসীমায় পদস্পর্শ ক'র্‌তে সঙ্কুচিত হয়। চুলিকৃষ্ণা, তোর নিজের জীবনের পরিণাম চিন্তা কর্! আজই হ'তো, মূর্খ সদাপাণি যে বুঝ্‌লে না? সে যদি আজ আমায় ভালবেসে কোল দিত, যদি এই অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কোন একটী প্রাণী আমার সঙ্গে যোগ দিত, তাহ'লে দেখ্‌তিস্ চুলিকৃষ্ণা, এই আনন্দ বরুয়া আজ তোর কি সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তো! ক'র্‌তো কি ব'ল্‌ব? আনন্দ বরুয়া আজ নিজেই তোর ক'ক্ষে প্রবেশ ক'রে তোর বুকের রক্ত পান ক'রে আস্‌ত! কারেও তিলার্দ্ধ কিছু বুঝ্‌তে দিত না। কি করি! কিছুতেই ত আর স্থির হ'তে পার্‌ছি না। কৌটিল্যের অবতার রাজ-নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ চাণক্য নিজ বুদ্ধিবলে নন্দবংশোচ্ছেদ ক'রেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী শকটার তার মূল ভিত্তি। তেমনি আমি দুরাত্মা চুলিকৃষ্ণাকে সংহারের নিমিত্ত কোন কি কৌটিল্যের অবতারের সাহায্য পাবো না? দ্বিতীয় চাণক্য কি জন্মগ্রহণ করেনি?

(গুপ্ত ঘাতুকগণ প্রকাশ্যভাবে আসিয়া আনন্দ বরুয়ার তরবারি গ্রহণ ও বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল)

গুপ্ত ঘাতুকগণ। ক'রেছে, ক'রেছে রাজদ্রোহী দুরাচার!

১ম গুপ্ত ঘাতুক। উপস্থিত প্রাণ হত্যা ক'রো না।

২য় গুপ্ত ঘাতুক। যে ভাবে বক্ষে ছুরিকা প্রবেশ ক'রেছ, তাতে আর জীবনের আশা নাই।

আনন্দ বরুয়া। অনন্ত-বিশ্ব চেয়ে দেখ, আনন্দ বরুয়ার মৃত্যু!

২য় গুপ্তঘাতুক। অনন্ত-বিশ্ব চেয়ে দেখ, অনন্ত-বিশ্ব আজ রাজদ্রোহীর শত্রু!

আনন্দ বরুয়া। সব আশা মিটে গেল! কল্পনার সূত্র ছিন্ন হ'ল'! উঃ বড় যন্ত্রণা।

১ম গুপ্তঘাতুক। মহরাজের আদেশ—পাপিষ্ঠকে গুপ্ত হত্যার কালে মৃত্যুর মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়ে—দীর্ঘ সময় দিবে।

২য় গুপ্তঘাতুক। তাই চল, অদূরে ঐ পর্ব্বতের প্রস্তর র'য়েছে, সেইখানে পাপিষ্ঠের বক্ষে ভীষণ প্রস্তর চাপিয়ে রেখে যাওয়া যাক্। বিষাক্ত ছুরিকা—জীবনের কোনরূপ আশা নেই, তাই ত কারা আসে—এখন একটু স'রে পড়ি চল্।

(গুপ্তঘাতুকগণের গোপনে দণ্ডায়মান)

আনন্দ বরুয়া। হ'ল না—অঙ্কুর শুকিয়ে গেল। চুলিক্ফা—গ্রহ তোর সুপ্রসন্ন, তাই আজ আনন্দ বরুয়ার এ হেন পরিণাম তুই ক'র্‌তে পেরেছিস্! যাই মা—জল দাও—কে কোথায় আছ, জল দাও—

বেগে ডাণ্ডবের প্রবেশ।

ডাণ্ডব। কে তুমি বনের মাঝে জল চাও? তোমার স্বর যে আমার পরিচিতের মত গো! কে তুমি? একি রক্তশয্যায় শয়ন ক'রে কে তুমি? কে তুমি এ কঙ্করবিস্তৃত বনপ্রান্তরে কাতর ভাবে আজ জল চাচ্চ? একি—তুই—তুই, পাপিষ্ঠ আনন্দ বরুয়া তুই? মহাপাপী নরকের কৃমিকীট তুই? তোর এমন দশা হয়েছে? এ যে

কল্পনা-ধারণার সীমাতীত। মনে হ'ত, যমও তোর নিকট পরাজিত! দণ্ডধর তোর ভয়ে তোর ছায়া স্পর্শ ক'রতে ভয় পায় ব'লে এই ভগবানের ন্যায়-রাজ্যে তোর ন্যায় মহাপাতকীর এতদিনেও শাস্তি ঘটেনি? তবে আজ একি? আনন্দ বরুয়া, তুই কি ম'রেছিস্ না কপটভাবে অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে এ কক্ষরে শয়ন ক'রে আছিস্!

আনন্দ বরুয়া। কে বরুণা? বরুণা! চ'ল্লেম, তোর নিকট আমি বহু অপরাধে অপরাধী। আমার ক্ষমা কর্! পূর্ব্ব অপরাধ আমার বিস্মৃত হ'। এক রাজ্যের লোভে তোকে ভালবেসেও আমি ভালবাস্‌তে পারিনি। সেই রাজ্যের লোভেই আমি তোকে সংসারে কলঙ্কিনী ক'রেছি! ভালবাসায় ভস্ম ঢেলেছি! হায়— সতী-অশ্রুজলের পরিণাম—আজ আমার এই দুর্দ্দশা! সতি! তুমি ভ্রষ্টা নও, সেই সতী-ভালবাসা একদিন আমাতে ছিল, সেই গৌরবে আমি গৌরবান্বিত ছিলাম, কিন্তু তাহ'লে হবে কি—এক রাজ্য-লোভই আমার সকল শান্তির অরি হ'য়েছিল। আজ সব ফুরাল, আমায় ক্ষমা কর—আর একবার বরুণা, তোমার সতী-পাদ-পদ্ম আমার ক্ষত হৃদয়ের উপর স্পর্শ কর। আমি পবিত্র হ'য়ে অনন্ত স্বর্গে চ'লে যাই। আর একবার মুখে বল্, দুরাচার আনন্দ বরুয়া, আমি তোকে ক্ষমা ক'র্‌লাম।

তাণ্ডব। কেন চৈতন্য, ছুটে আস্‌ছ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, এ অপবিত্র শরীরে তোমার ত স্থান নেই! আনন্দ বরুয়া—প্রিয়তম— প্রিয়তম! তুমি আমায় ভালবাস্‌তে? এ কথা ত তোমার পৈশাচিক অভিনয়ের সময় একবারের জন্যও বলনি। কেবলি যে আমায়

উপেক্ষা ক'র্‌তে। হায়—আমি অভাগিনী যে অমনি আপনার নারীধর্ম্ম স্বামীভক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে পিশাচ-মূর্ত্তি ভেবে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে কেবল আপন কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনা ক'রেছি! চক্ষের জলে বক্ষের বসন ভিজিয়েছি! আজ কি শুনি, কি শুনি দেব! বরুণা পেয়েও তারে পেলে না, কেবল নারীজীবনের বিষ-লতা সংগ্রহ ক'রে চ'ল্‌ল। একদিনও শান্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌লে না? প্রাণাধিক! আমায় তুমি ক্ষমা কর! অজ্ঞানে কত অন্যায়ের পসরা মাথায় ক'রে তোমায় আমি ঘৃণার চক্ষে চেয়ে ছিলাম, সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর। যাও আরাধ্য দেব—আমিও যাব! শ্রীচরণের ধূলি দান কর, তুমি সহস্র পাতকী হ'লেও আমার স্বামী! তোমাকে আমি কিছুতেই ঘৃণা ক'র্‌তে পারি না! তবে যা ক'রেছি, সে কেবল আমার মনের দুর্ব্বলতায়, আমার স্ত্রীসুলভ অজ্ঞানতায়। ক্ষমা কর প্রভু, ক্ষমা কর স্বামিন্! আমারও শেষ কাল উপস্থিত! তুমি যাবে, আমি থাক্‌ব কেন? তবে তোমাতে আমাতে বিবাহ হয় নি, কিন্তু পতিপত্নী সম্বন্ধ ত হ'য়েছিল, তোমায় ত আমি মনে প্রাণে একদিন আত্মদান ক'রেছিলাম! একদিন স্বামী ব'লে ভক্তি ক'রে বুকে নিয়েছিলাম! হে স্বামিন্, এখনও যে নির্ম্মলভাব হৃদয়-সাগরে খেল্‌ছে, এ ভাব তখন আমার হৃদয়ে কেন খেলেছিল না! তোমার জীবিত দেহে ভক্তি ক'র্‌তে পারিনি, এখন মুমূর্ষু দেহকে পূজা ক'র্‌ছি, এই আমার গলার মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিলুম! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! প্রস্তুত হ'য়েছি! তোমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি! তুমি গেলে

আমার জীবনের আবার প্রয়োজন কি! এস প্রাণাধিক, পদতলে স্থান দাও। (আত্মহননোদ্যত)

দ্রুতপদে পাগলের প্রবেশ

(পাগল অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক) গীত

এ বাজারে কেউ মোলো না তুই মর্‌বি কি।
যে মরে সে একলা মরুক্ তাতে তোর ভাবনা কি॥
তুই যে বেটী খাঁটি সোনা হোস পতিব্রতা
তোর কি বৈধব্য আছে তুই যে জীবের মাতা,
জ্বলে না পাপে তোর হিয়ে, তুই যে বেটী খাঁটি মেয়ে,
যার জ্বলেছে সেই মরেছে, দেখ্‌না চোখ চেয়ে
পাপের বাতি নিভে গেল, পুণ্যের বাতি জ্ব'ল্‌ছে ধিকি ধিকি॥

পাগল। মর্‌বি কেন বেটি!

ডাণ্ডব। আমার পতি মর্‌ছে যে পাগল!

পাগল। তোর পতি নরকে যাচ্চে।

ডাণ্ডব। আমিও নরকে যাব বাবা! পতিই নারীর অবলম্বন।

আনন্দ বরুয়া। মহারাজ—রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভীষণ চীৎকার)।

ডাণ্ডব। কেন প্রভু, এমন ক'র্‌ছেন?

আনন্দ বরুয়া। আমি আপনাদের অন্নদাস, আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছি, কৃতজ্ঞতা হারিয়ে কৃতঘ্ন হ'য়েছিলুম—অন্যায় ক'রেছি, ক্ষমা করুন! অহো গেলাম গেলাম—

ডাণ্ডব। ওকি—চক্ষের তারা যে বেরিয়ে এল!

পাগল। মহাপাপীর যমশাসন হ'চ্চে রে বেটি!

আনন্দ বরুয়া। অহো—কি ভীষণ সর্প! একটা সর্পের এত ফণা? অহো অহো—চারিদিকে এত বৃশ্চিক কেন? এদের এত বৃহৎ দীপ্ত দ্রংষ্টা! গেলুম গেলুম—শ্বাস ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কোথায় আবার ডুবাচ্চ? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! ও যে ভয়ঙ্কর স্থান। চারিপার্শ্বেই বিষাক্ত শাণিত অস্ত্রের ফলার উপর ফেল্‌ছ কেন! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়, উঃ জল—জল— (মৃত্যু)

ডাণ্ডব। এই ত শেষ হ'য়ে গেল! পাগল, আমার অস্ত্র দাও, জীবন আর বহন ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

পাগল। একদিন পতিভক্তি হারিয়ে ছিলি, প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বি না?

ডাণ্ডব। প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত—কিন্তু পতিভক্তিহীন, পাতকিনী রমণীর প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে চাই!

পাগল। তবে বুক বেঁধে আমার সঙ্গে আয়! জীবের কর্ত্তব্য প্রতিপালন আর অনুতাপ সংসার-জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

ডাণ্ডব। তাহ'লে স্বামিদেহের সৎকার ক'র্‌ব না পাগল!

পাগল। সহজেই তার উপায় হবে, এখন আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

১ম ঘাতুক। মহারাজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ল না। দুর্বৃত্ত আনন্দ বরুয়ার মৃত্যু হ'য়েছে।

২য় ঘাতুক। চল্, এখন এই মৃতদেহ মহারাজের নিকট নিয়ে যাই, তারপর—তাঁর আদেশ মত কার্য্য করা যাবে।

সকলে। তাই ভাল।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ পথ।

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। গীত

রে রমণী গরবিনী আদরিণী আমার মেয়ে।
মহা সতী ভাগ্যবতী দেখ্‌বি যদি আয় মা ধেয়ে॥
তোরাও পতি বাসিস্ ভাল সবি করিস্ পতির তরে,
তবু বল্ দেখি মা কজন তোরা মরতে পারিস্ এমন ক'রে।
হাতের নোয়া সিঁতের সিঁদুর নিয়ে যেতে পারিস্ স্বর্গপুরে,
কিন্তু মাগো, এমন সতী ভাগ্যবতী পাবি না তুই ত্রিলোক চেয়ে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

প্রহরী ও সৈন্যগণ বেষ্টিত জয়মতীর প্রবেশ।

সকলে। জয় মহারাজ চুলিকৃফার জয়।

২য় প্রহরী। দেখ্ রে দেখ, মা যেন কেমন একতর হ'য়ে যাচ্ছেন!

জয়মতী। একদিন পতিপ্রাণা সতী দক্ষের নন্দিনী,
পতিনিন্দা শুনি ত্যজিলেন প্রাণ!
হ'তে যমধাম মরা পতি নিল ফিরি সাবিত্রী রমণী!
আর আমি এত অভাগিনী!
তাঁদের তনয়া হ'য়ে পতির কল্যাণে—
নারিব জীবন দিতে, ধিক্ ধিক্ কালামুখী!
ওরে, ওরে, মার্ মার্ বাহিরাক্ প্রাণ,
কর্ ত্রাণ তাপের ধরণী হ'তে—
নাই চিতে অপর বাসনা! ওমা শবাসনা,
নে মা অশ্রুজল—দে' মা হৃদে বল,
সংসার-সম্বল পতিরে জীয়াও মোর!
আর মা ঈশানি! দেখ্ মা নন্দিনী
তোর, পাদপদ্ম খানি কেমনে ধরেছে বুকে!
দাঁড়া মা অভয়া, নিয়ে পদছায়া—

শান্তি লভি যাই শান্তি-লোকে।
বল বল দুর্গে দুঃখহরে ত্রিতাপবারিণি,
মোক্ষাবধারিনি, শিবে, দুঃখবিনাশিনি!
ওমা কাত্যায়িনি - নে'মা কোলে দে,মা পদে স্থান।

(ধরাশনে উপবেশন ও মৃত্যু)

পাগলিনীর প্রবেশ।

পাগলিনী। নীরবে—নিঃশব্দে এসেছি মা,চ'লে আয়! তোকে কোলে ক'রে দেহ পবিত্র করি আয়। চুপ্, চুপ্, কথা ক'সনে। আমি কোল পেতে বসি, আমার কোলে মাথা রেখে শান্তির ঘুম্ ঘুমিয়ে নে। তোর জন্যে কৈলাসে আমার সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ হ'চ্চে! এখন আমার কোলে থাক্, তার পর তোকে সেই দেব-বালাবাঞ্ছিত বিবিধ কুসুমচয়সুরভিত রম্য মনোমদ মন্দিরে নিয়ে যাব! (উপবেশন) ঘুমা মা, ঘুমা!

গীত

আয় রে মলয়সমীর যুই-যুথি-মল্লিকার বাসে মিশিয়া।
ধীরে ধীরে ধীরে—আবেশ ভাবে যা রে মায়ের অঙ্গে বহিয়া।

(নেপথ্যে ভৈরবীগণ)

ভৈরবী। আয় গো আয় মা চলিয়া, সিন্দূরের বিন্দু পর হাসিয়া হাসিয়া,
পাগলিনী। যত আয়তিরে ক'র্ মা আশীষ,
যেন তোরি মত যায় পতিপ্রেমে ভাসিয়া॥

দ্রুতপদে চুলিকৃফার প্রবেশ।

চুলিকৃফা। কর্ কর্ বেত্রাঘাত—যাক্ যমালয়ে জয়মতী,
দেখি কাহার শকতি কোন্ রাজ্যবাসী—
পারে দিতে বাধা তাহে ?
গদাপাণি কতক্ষণ আর পারে লুকাইতে ?
আজ হয় গদাপাণি দিক্ ধরা,
নয়—জয়মতী যাবে যমালয়।
কর্ কর্ বেত্রাঘাত,
উঠুক্ গগন ভেদি রোদনের ধ্বনি।

(সকলে বেত্রাঘাতোদ্যত)

২য় প্রহরী। আর কারে মার্‌বি হতভাগারা, মা আছে কি নেই।

চুলিকৃফা। বলিস্ কি, বলিস্ কি ! জয়মতী এরি মধ্যে মরেচে ? তাহ'লে গদাপাণিকে ধৃত ক'র্‌ব কেমন করে ! না, না, তোরা বুঝিস্ না, বেত্রাঘাত কর্। এখনও কণ্ঠের ধ্বনি উঠ্‌বে। সেই ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি দূরদূরান্তে বিক্ষিপ্ত হবে। সেই ধ্বনি গদাপাণি শুন্‌তে পাবে।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ গদাপাণির জয়।

বেগে তৃতীয় প্রহরীর প্রবেশ।

৩য় প্রহরী। মহারাজ ! মহারাজ ! যে রাজকুমার গদাপাণিকে আপনি শত্রু ব'লে বন্দী ক'র্‌বেন স্থির ক'রেছিলেন, সেই রাজপুত্র গদাপাণি আজ মহারাজের দুর্গ—রাজধানী সমুদায়ই

অধিকার ক'রেছে! আমাদের সমুদায় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়েছে! সেনাপতি মৃত! অন্যান্য বীর বন্দী! শত্রু জয়োল্লাসে মা জয়মতীর উদ্দেশে বধ্যভূমি আক্রমণ ক'র্‌ছে! ঐ—ঐ সেই কালান্তক কুকিরাজ আর সেই রাজকুমার গদাপাণি!

কুকিরাজ, গদাপাণি, ও অন্যান্য কুকিগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় মহারাজ গদাপাণির জয়—হৈ, হৈ হৈ!

গদাপাণি। কুকিরাজ,ঐ সেই দুরাত্মা চুলিকৃফা! ঐ যে সৈন্য-ব্যূহের মধ্যে ভুজঙ্গ-শিশুর মত ফণা উত্তোলন ক'রে দাঁড়িয়ে! কৈ কোথায় সেই দুরন্ত আসাম-রাজ্যেশ্বর! যে আমার পত্নী-হরণকারী কলঙ্কিত অসংযমী কাপুরুষ—যে পাপিষ্ঠ অসহায় নিরাশ্রয় অবলাকে হরণ ক'রে এনে অযথা নিদারুণ উৎপীড়ন ক'র্‌ছে! তাকে চাই, হয় সে আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিকা জয়মতীকে প্রত্যর্পণ করুক, নয় এই আমার উত্তোলিত সুশাণিত তরবারির সম্মুখে তার বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুক্! এই ত সেই বধ্যভূমি! শুন্‌লাম, এই খানেই দুরাত্মা আমার জয়মতীকে বেত্রাঘাত ক'র্‌ছে! কৈ কোথায়? ঐ যে—ঐ যে—আরে রে দুরাচার—

কুকিরাজ। কোথা রে তুই চুলিকৃফা! হামার ম্যায়া কোথা তুই দিয়ে দে! যদি পরাণটা রাখ্‌তে চাস্, তাহ'লে তুই হামার

ম্যায়াটা আগে দিয়ে, তোর নিজের কথাটা কইবি। তা না হ'লে গর্দ্দানটা দিবি। (তরবারি উত্তোলন)

চুলিকৃষ্ণা। কি—কি—এতদূর! আরে আরে গুপ্তশত্রু, চুলিকৃষ্ণা সৈন্যবলে মাত্র বলীয়ান হ'য়ে এই আসাম-রাজ্যের রাজা হয় না; তার বাহুশক্তি আছে—অনেক বল আছে! তোর ন্যায় বন্য পশুকে দলন ক'র্‌তে তার তিলার্দ্ধ অপেক্ষা সৈবে না। সৈন্যগণ, প্রস্তুত হও, আজ পতনোন্মুখ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-রাজ্য অন্ধকারময় হ'য়ে যাক্! গোধূলি-ললাটে চন্দ্রের উদয় হয় হ'ক্, কিন্তু "মরি কিম্বা মারি" এই প্রতিজ্ঞা-ভিত্তিতে আরূঢ় হও।

কুকিরাজ। বুঝ্‌লি না বুঝ্‌লি না, মরিয়ে যাইবি, মরিয়ে যাইবি। আরে কুকি ভাই, একবার লড়ত! সব বেটার গর্দ্দান লে—গর্দ্দান লে, হামার ম্যায়ার লগে নয় গর্দ্দান দে!

কুকিগণ। রজা, ঐ শয়তানটার ত গর্দ্দান নিব? খুব নিব, খুব নিব! আরে, তুই যখন হুকুম দিয়েছিস্, তখন কাম হাসিল হইয়ে গেল! আরে রে—হৈ হৈ!

গদাপাণি। রে চপলমতি, এখন আর চিন্তার বহু অবসর নেই। এর মধ্যে যা হয়, তা কর্। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না? ভাই—ভাই, একই মহাপুরুষের শুক্রশোণিতের অংশে আমাদের জন্ম; তাই এখনও কেমন মমতা এসে আক্রমণ ক'র্‌ছে! জ্ঞাতিত্বসূত্র ছেদন করিস্ না ভাই। এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হ', আর সেই অবলা রমণী নিরীহা হরিণী জয়মতীকে প্রত্যর্পণ কর্।

চুলিকৃষ্ণা। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়, সৈন্যগণ, দেখ্‌ছ কি,

শত্রু সম্মুখে! যেরূপে পার বন্দী কর! না পার, আপনাপন অস্ত্রে অপদার্থ প্রাণকে আজ উপস্থিত সংগ্রামে বলি দাও।

কুকিরাজ। বলি ত হামরা দিব রে! মা কালীমাগ্নিকি নামটা ল'য়ে হামরা ত সব লড়ায়ে এসেছি! হামরা ত সব দু'আঁখে যেটারে দেখিব,সেইটারে ত মায়ের নামে বলি দিয়ে যাব। তুই কি বলির কথা বলিস রে! লে—লে, নেংটা বেটীটা মোর, তোর রক্ত খেতে ঐ ত দাঁড়িয়ে রে!

চুলিকৃফা। কি বন্য পশু, কার সম্মুখে কথা কচ্ছিস্, তা বুঝি স্মরণ নাই? আয়—দুর্দ্দান্ত রিপু, অগ্রে এই যুদ্ধে তোর পশুরক্তে আমার পবিত্র তরবারি কলুষিত করি। সৈন্যগণ, নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেখ্‌ছ কি! দ্বারাগত শত্রুর শিরশ্ছেদন ক'রে আতিথ্য সৎকার কর।

সৈন্যগণের প্রবেশ।

চুলিক্‌ফার সেন্যগণ। জয় মহারাজ চুলিকৃফার জয়!

কুকিসেন্যগণ। জয় মহারাজ গদাপাণির জয়!

[যুদ্ধ ও সৈন্যগণ, কুকিরাজ এবং চুলিক্‌ফার প্রস্থান।

পুনঃ যুদ্ধ করিতে করিতে চুলিকৃফা ও কুকিরাজের প্রবেশ।

চুলিকৃফা। পালাও কেন, পালাও কেন,অস্ত্র ধর! শত্রু নিপাত কর। একি, এ যে কেউ নাই! সকলেই পলায়ন ক'রেছে!

ক'রেছে করুক, চুলিকৃফা এখনও আছে! এখনও তার হস্তে তরবারি আছে! অসভ্য বন্যপশু! এইবার—এইবার—এই অস্ত্রাঘাতে তোর জীবনের শেষ! (অস্ত্রোত্তোলন)

কুকিরাজ। সেটার জন্যে আমারর কিচ্ছুটী ভাবনা নেই রে! তবে হামিও তোরে বলি, আমারর এই কাঁড়ার তীরে তোর এইবার— পরাণটা যাইবে রে! শয়তান! (অস্ত্রত্যাগ)

চুলিকৃফা। উঃ, বড় সাংঘাতিক আঘাত! বিষাক্ত শরে প্রাণ যায়! হায়—হায়, এত ক'রেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌লাম না! যে রাজ্যের লোভে—যে আকাঙ্ক্ষার আগুনে আপন জ্ঞাতি-কুটুম্ব রক্তগত সম্বন্ধের উচ্ছেদ সাধন ক'রেছি, আজ তার পরিণাম এই হ'ল! এরূপ মৃত্যু হবে ব'লে কখনও ত কল্পনাও করিনি! আজ সব আকাশকুসুমে পরিণত হ'ল! কোথায় রাজত্ব স্থায়ী ক'র্‌বার প্রবল বাসনার আবির্ভাব, আর কোথায়—নিরাশায়—শ্মশান শয্যায় শয়ন! এই জগতের এই পরিণাম! বড় তৃষ্ণা—জল দাও—

(উভয়ের যুদ্ধ ও উভয়ের পতন)

কুকিরাজ। হামার ম্যায়ার সঙ্গে দেখাটা হইল নি রে! এই যে হামার বড় দুঃখু রহিয়ে গেল। এত দিনের পর হামার শরীরটা জুড়িয়ে গেল রে! আরে, আর ত হামি কথা কইতে পার্‌ছিনি! আমারর গদাপাণিকে কেউ ডাকিয়ে দে রে! হামি তার সঙ্গে গোটা কতক কথা কইয়ে যাই। হ'ল না রে, তার সঙ্গে হামার ত দেখা হইলনি! আমারর লেখা পত্তরটা হামি হামার বুকের উপর রাখিয়ে থাই। পত্র বাহির করিয়া বক্ষে স্থাপন) মধুসূদন—

নারায়ণ--বড় জ্বালিয়ে ছিলি, আজ ঠাণ্ডা করিয়ে দিলি! পর জনমে আর এমন করিয়ে কষ্ট দিস্‌নে রে! নারায়ণ—নারায়ণ—(মৃত্যু)

বেগে গদাপাণির প্রবেশ।

গদাপাণি। কেউ ত কোথাও নাই! শক্রসৈন্য পলায়িত! কৈ আমার প্রাণাধিকা জয়মতী শুন্‌লাম এই বধ্যভূমিতেই যে তাকে বেত্রাঘাত ক'র্‌ছিল! অপরাজিতা—কোমল অতসীকে বেত্রাঘাতে দলন ক'র্‌ছিল! কৈ প্রিয়তমে! কৈ তুমি? কে এ? দুরাত্মা চুলিকফা নয়? হত হ'য়েছে? কে সংহার ক'র্‌লে? একি পিতৃস্থানীয় পরম পূজাপাদ কুকিরাজ যে মুক্তপ্রাঙ্গণের ধূলিশয্যায় শায়িত! ইনিও কি মৃত? আ মরি মরি! তুষারেন্দুনিভ সর্ব্ব শরীর যে শোণিতাপ্লুত হ'য়েছে! কে যেন কুন্দযুথিকাকে রক্তচন্দনে আর্দ্র ক'রে দেবপূজার নির্ম্মাল্য ক'রে সাজিয়েছে! কুকিরাজ! কি হ'ল! আজ অনাহুত দীন হীন দরিদ্র হতভাগ্যের জন্য এ কি ক'র্‌লে? ধন্য রাজা! এত উদার প্রাণ তোমার! আজ জগতে পরোপকার মহাব্রতের জ্বলন্ত পবিত্র চারুচিত্র যে ভাবে দেখিয়েছ,এ অতি বিশুদ্ধ—দেব চরিত্রেও সম্ভবে না! তুচ্ছ মানবের কথা ত স্বতন্ত্র। হায়—হায়! আমা হেন দুর্ভাগ্যের জন্য সে দেবমূর্ত্তির অন্তর্ধান হ'ল! তুমি আজ দুষ্ট চুলিক্‌ফাকে হত্যা ক'রে—তার অস্ত্রে আপনার অমূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দিয়েছ! কি নিঃস্বার্থ ব্রত তোমার! কে পরের জন্য আপন প্রাণ তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে? যে পারে, সেই ত মহৎ—সেই ত উচ্চ—সেই ত শ্রেষ্ঠ! যে পারে,

সেই ত মানবাকারে দেবপুরুষ! তার অম্লান শুভ্র যশোকিরণ অনাদি অনন্তকালের তমোবিধ্বংসী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা স্বরূপ। ধন্য মহাপুরুষ! তুমি আজ বিরাট বিশ্বকে শিক্ষা দিয়ে—সেই মহাশিক্ষার একটী আদর্শ হ'য়ে—একটী নূতন অলঙ্কারের সৃষ্টি ক'রে—পাপতাপ-জ্বালা-ময় মর্ত্ত্যরাজ্য ছেড়ে নিত্যশান্তি-ময় স্বর্গধামে চ'লে গেছে! যাও, দেবাত্মা! তোমার স্থান—এ পোড়া মর্ত্ত্যে নয়, তুমি স্বর্গরাজ্যেরও একটী আদর্শ দর্শনীয় ভূষণ! যাও, সেই শোভমান দেবরাজ্যে বিশ্রাম-সুখ লাভ করগে। এখন জয়মতি! জীবনসর্ব্বস্ব জয়মতি! কৈ—কোথায় কোন্ স্থানে? সুদূর মর্ত্ত্যভূমির কোন স্থানে সেই বৈকুণ্ঠালঙ্কৃতা দেবী ইন্দিরার মূর্ত্তি! বিধাতা দুর্ভাগ্যকে ভাগ্যধর ভ্রমে যে মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাকে উপহার প্রদান ক'রেছিলেন, কৈ সেই নলের দময়ন্তী—সত্যবানের সাবিত্রী—শ্রীবৎসের চিন্তা—হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা—শ্রীরামচন্দ্রের সীতা—ভাগ্য-হীন গদাপাণির সংসারসারসর্ব্বস্ব প্রতিমা অরুণা, আমার আদরের জয়মতী—কৈ তুমি? (চারিদিকে ভ্রমণ) কৈ—কৈ তুমি? আমার অজ্ঞাত রাজ্যের প্রেমময়ী নায়িকা, কৈ তুমি? সেই শ্বেতবসনা, স্মিতবদনা, আকর্ণবিস্তৃতনয়না, তিল-শুক-নাসা—অহো সে মূর্ত্তি যে নরলোকের নয়। কোন দিব্যলোকের শান্তি-শ্রী-নির্ম্মলা সুন্দরী মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে উদয় হ'য়েছিল, তা জানি না! কৈ তুমি? এই যে—এই যে সে চারুনেত্রা আমার শুষ্ক পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় একপার্শ্বে পতিতা র'য়েছে! ওঠ—ওঠ চন্দ্রমুখি! রাজরাজেশ্বরীর ধূলিশয্যায় শয়ন কেন? তুমি কে পাগলিনী?

মা, তুমি আমার বুকের অমূল্যনিধিটাকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌ছ? আমার কি আছে যে, তাই দিয়ে আমি আমার কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান ক'র্‌বো? প্রাণভরা আবেগাশ্রু আছে, তাই নাও। আর আমার সাধের জয়মতীর সাধের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও পাগলিনি! এত কোলাহলে আমার জয়মতী কখন ত ঘুমোয় নি? তবে আজ কেন এমন হ'চ্চে! জয়মতি!

পাগলিনী। গীত

ফুল ঝরে গেছে প্রকৃতির আঙ্গিনায়।
বড় ভালবাসি তাই আসি ধ'রেছি হিয়ায়॥
হায় ফুল তুই যার তরে পড়িয়ে ধূলায়,
সেই তোরে অতি সমাদরে অমিয় ভাবায়॥
কেন বল, অভিমান, না রাখিস, তার মান,
যার মানে তুই গো মানিনী এ ধরায়॥

গদাপাণি! এই তোর ঝরা ফুল কুড়িয়ে নে। ফুলের ইহজীবনের সম্বন্ধ ফুরিয়েছে, পরজন্মের অপেক্ষা কর্! তোর জয়মতী তোরই আছে!

গদাপাণি। কি বল্লি মা! জয়মতী মরেছে? শ্বেতনলিনী আমার তাই কি আবর্জ্জনায় প'ড়ে র'য়েছে? না না অসম্ভব। জয়মতি! জয়মতি! (আলিঙ্গন) কেন, কেন, আমার আদরের নাম কি তোমার আর ভাল লাগে না প্রিয়ে! তবে অরুণা, জীবনাধিকা হিরণ্ময়ী প্রতিমা—হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমার আরাধনা কি তোমার প্রিয় হ'ল না প্রিয়তমে! কি—তবে কি সত্যই জয়মতী আমার ইহসংসারে নাই! উঃ অহো হো, সে আমার অনেক

সয়েছে, আর সৈতে পার্‌লে না! অহো হো, অনেক কষ্ট পেয়েছে, আর কষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লে না! প্রিয়ে! তোমার রুদ্রসিংহ চন্দ্রনাথকে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়েছ ত? অনেক যে ভাব্‌তে, জুড়িয়েছ ত? অনেক জ্বালায় জ্বলেছ, এখন শান্তি পেয়েছ ত? সাধ্বি আমার—সাবিত্রি আমার! তুমি যে পতিব্রতা! তবে স্বামীকে এ জ্বালা দিচ্চ কেন প্রিয়ে? সঙ্গে নাও, গদাপাণি তোমার বিরহ তিলার্দ্ধও সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না। (মূর্চ্ছা)

পাগলিনী। কান্না আসে—কান্না আসে—পাষাণও ফেটে যায়!

গদাপাণি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) না হ'ল না, মৃত্যু হ'ল না। আপনা হ'তে সংজ্ঞা এ'ল! জয়মতি—জয়মতি—অরুণা—অরুণা! আমি ডাক্‌লে তোমার যে আর আনন্দ ধর্‌ত না আনন্দময়ি! তবে আজ সে আনন্দ কোথায় গেল? হায় হায়, বেত্রাঘাতে প্রাণ দিয়েছে! আমারই জন্য পতিব্রতা সাধ্বী আমার নিদারুণ কশাঘাতের কঠোর জ্বালা সৈতে সৈতে আর সৈতে না পেরে, শেষে আপনার প্রাণ জলাঞ্জলি দিয়ে সকল জ্বালার হাত এড়িয়ে চ'লে গেছে! জয়মতি! কি করি—কোথায় যাই? সতি তোমার নিকটে যে বনবাসের অপরিসীম ক্লেশ একদিনও মনে আসে না! তোমায় ল'য়ে যে অনন্ত মহাজ্বালাময় সংসার অগ্নিকুণ্ডেও সোনার সংসার পাতিয়ে ছিলাম গুণবতি! হায় হায়—আজ আমি সেই সতীকে হারিয়েছি! বাবা শিবশঙ্কর সাধ্বী সতীর কন্যা আজ আর নাই! কোথায় যাই? চারিদিক যে অন্ধকারময় দেখ্‌ছি! না—না জয়মতি! তোমায় আমি ছাড়্‌ব না! এস,

এস—আমার বক্ষে এস। পাগল ভোলার পাগল চেলা গদাপাণি আজ তোমায় স্কন্ধে ল'য়ে ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'র্‌বে। "সতী আমার পতির তরে এমনি ক'রে মরেছে ? প্রফুল্ল লতিকা আমার এমনি ক'রে শুকিয়েছে! প্রকৃতির সুরম্য উদ্যানের সৌন্দর্য্যময় ফুলটী আমার এমনি ক'রে ঝরেছে" এই ব'লে গান করে বেড়াব—জয়মতি! সংসারে তোমাকে ভিন্ন আর আমার দেখ্‌বার সামগ্রী কিছুই নাই। এস, এস বক্ষে রেখে বক্ষ শীতল করি, চক্ষে দেখে নয়ন তৃপ্ত করি, স্পর্শ ক'রে আত্মহারা হ'য়ে যাই! আমার বক্ষের ধন ধূলায় থাক্‌বে কেন? দরিদ্রের রত্নভাণ্ডার নাই, মাত্র তোমায় পেয়ে আমি আমার হৃদয়-ভাণ্ডার অমূল্য রত্নময় ব'লে গৌরবশালী মনে ক'র্‌তুম! এস প্রাণাধিকে—সে হৃদয় আমি শূন্য রাখ্‌ব কেন। (গ্রহণোদ্যত)

রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে করিয়া শিবরামের প্রবেশ।

রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথ। কৈ আমাদের মা কৈ দাদা! কৈ আমাদের মা!

রুদ্রসিংহ। এখানে এত রক্ত কেন?

চন্দ্রনাথ। আমাদের দাদামশায় এখানে ঘুমিয়ে কেন?

শিবরাম। ঘুমাও—ঘুমাও। নিঃস্বার্থপর পরোপকারী মহাপুরুষ বড়ই কঠোর শ্রান্তিতে আজ ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছেন, ঘুমাতে দাও,

ঘুমাতে দাও! ভাগাধর আজ বড় ঘুমিয়েছেন, এমন ঘুম আমার অদৃষ্টে আর ঘটল না। এ ঘুম ঘুমাব ব'লে অনেক চেষ্টা ক'রেছি, অনেক ক্লেশ স্বীকার ক'রেছি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হ'লেন! একি বাবা রাজকুমার, ক'র্‌ছেন কি?

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহ। এই যে আমাদের মা, এই যে আমাদের বাবা! (ক্রোড় হইতে অবতরণ) মা—মা—

গদাপাণি। কে তোমরা? নারায়ণের অংশরূপী হ'য়ে কে তোমরা আমার সতী-অঙ্গ ছেদন ক'র্‌তে এসেছ? পার্‌বে না—পার্‌বে না, কার সাধ্য আমার সতী-অঙ্গ স্পর্শ করে? না, না, প্রাণপ্রিয়ে! তুমি ঘুমাও—ঘুমাও!

শিবরাম। (স্বগত) একি—তবে কি মা জয়মতী জন্মের মত আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! এত ক'রেও মাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না! হায়, প্রতিমা দর্শন ক'র্‌তে এলুম, সে প্রতিমা নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে!

চন্দ্রনাথ। দাদা, বাবা কেন অমন ক'র্‌ছেন? মা কেন কথা কচ্চেন না? মা—মা— (রোদন)

রুদ্রসিংহ। বাবা, বাবা, অমন ক'র্‌ছ কেন গা! মাকে ডেকে দাও না, চন্দ্রনাথ যে বড় কাঁদ্‌ছে বাবা! মা—মা— (রোদন)

গদাপাণি। ও কে রোদন করে? মর্ম্মভেদী—পাষাণভেদী—অস্থিভেদী রোদন কার রে! ও কে আমার রুদ্রসিংহ চন্দ্রনাথ! কাঁদ্‌ছে? কাঁদুক্, কাঁদুক্—তা না হ'লে যে প্রবল স্রোত হৃদয়-বেলায় স্ফীত হ'য়েছে, তাতে যে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে! কাঁদুক্—

কাঁদুক্, গিরিবাহিনী বারিধারা বহির্গত হ'য়ে যাক্, তা হ'লেও তবু ওরা আমার শান্তি পাবে।

শিবরাম। বাবা রাজকুমার! স্থির হও, এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি, এবার বুঝ্‌তে পেরেছি! আনন্দের হাট ভেঙে গেছে! সোনার সংসার মাটি হ'য়েছে! ভাই রে, আর কাকে মা ব'লে ডাক্‌ছিস্ দাদা! মা কি আর ইহসংসারে আছেন? চণ্ডালদের অত্যাচারে দেবী মা আমার পোড়া পৃথিবী ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! তোমরা এতদিনে যথার্থই অনাথ হ'য়েছ! দুগ্ধপোষ্য বালকের সান্ত্বনার বস্তু আর নাই! আয়, আয় বুকে আয়! হতভাগ্য শিশুরা, তোরাও জগতে এত মহাপাপ ল'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি? (ক্রোড়ে গ্রহণ) ভাগ্যহীন শিবরামেরও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন শেষ হয়নি! এখন তাকে মোহকারায় আবদ্ধ হ'য়ে নির্য্যাতন ভোগ ক'র্‌তে হবে।

চন্দ্রনাথ। ওগো আমায় ছেড়ে দাও না গো, (অবতরণ) আমার মাকে একবার দেখি, একবার মাকে মা ব'লে ডাকি! ওমা—ওমা—(জয়মতীর নিকটে রোদন)

রুদ্রসিংহ। (অবতরণ) সেই মাকে দেখে ছিলুম গো, আর যে মাকে দেখ্‌তে পাইনি! উঃ, মা গো, কে আমাদের কথা শুন্‌বে গো! ও ভাই চন্দ্রনাথ রে—এতদিনের পর আমাদের মা বলার সাধ মিটে গেল ভাই। ওমা—ওমা—আমার মাথা যে কেমন ক'র্‌ছে মা। আমি যে আর কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছি না মা! ওমা, চন্দ্রনাথ দুষ্টু, সে তোমায় জ্বালাতন ক'র্‌ত, আমি ত তোমায় কিছু ব'ল্‌তাম

না মা! কখন ত তোমার অবাধ্য হ'তাম না মা! ও মা যে চন্দ্রনাথকে তুমি চোখের আড়াল ক'র্‌তে না, আজ সে চন্দ্রনাথকে কার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েচ! এত কাঁদ্‌ছি মা, তবু কি তুমি শুন্‌তে পাওনি? (রোদন)

গদাপাণি। শুন্‌তে পাচ্চে বৈ কি! বাবা রে, শুনতে পাচ্চে বৈ কি! তবে সে যে বড় বেত্রাঘাত পেয়েছে, বেদনায় তার সর্ব্ব-শরীর অবশ হ'য়ে গিয়েছে, তাই সে মুখ ফুটে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছে না! জয়মতি, জয়মতি! তোমায় চন্দ্রনাথ আর রুদ্রসিংহ আজ কি ভাবে আহ্বান ক'র্‌ছে, শুন্‌তে কি পাচ্ছ না? মূর্ত্তিমতী করুণে! তুমি ত কঠিনা নও! পতি-পুত্র-প্রাণা সাধ্বি! পাষাণী হও না, কোমল পুষ্পে বজ্রকঠোর ভাব ত সম্ভবে না প্রিয়ে!

শিবরাম। এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ ক'রেছিলাম, কিন্তু আর পার্‌লুম নি। চক্ষু জলভারাক্রান্ত হ'য়ে আসছে! বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! চুলিকফার অত্যাচারের নরককুণ্ডের অগ্নি-শিখা নির্ব্বাণ হ'য়েছে বটে, কিন্তু তার শেষ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! তাতে উৎসর্গীকৃত অস্থিকঙ্কালময় এই শবদেহ—স্মৃতি-নয়নের নীল তারায় তপ্ত শলাকার ন্যায় বিদ্ধ ক'র্‌ছে। যদিও শবের ঢল ঢল সুকুমার রূপ এখন আভাহীন তেজোহীন হয় নি, তবু যেন তাকে দেখ্‌লেই অন্তরাত্মা আপনা হ'তে কেঁপে উঠে। মাগো, দস্যু নরাধম চণ্ডাল গুপ্তঘাতুক শিবে বরুয়াকেও তুই কাঁদিয়ে গেলি? অতি শৈশবে মা হারিয়ে ছিলুম মা, তার পর তোকে পেয়ে—সে মায়ের অভাব পুরণ করেছিলুম,

মা, হায়—হায় সে মায়ের আজ কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লাম না! মা গো, তোর হাতের খুদের কণা যে অমৃতের ন্যায় সুমিষ্ট বোধ হ'ত! রাজার নন্দিনী—রাজার গৃহিণী হ'য়ে যে যাতনা পেয়েছ, স্মরণ ক'র্‌তে গেলেও বুক ফেটে যায় মা! হায় অভাগিনি, আজ সুদিনের প্রভাতে সে সুখ আর দেখ্‌লে না? জন্ম-কাঙালিনী হ'য়ে চিরজন্মই দুঃখের বোঝা মাথায় ক'রে যাতনা ভোগ ক'রেই গেলে! ভাই রে, তোদের মুখ দেখ্‌লে যে আরও অধীর হ'য়ে উঠি ভাই! হায় হায়—তোরাও আজ অমূল্য মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হ'লি! পাগল, পাগল! তুই সুখী! সদানন্দ মহাপুরুষ! আমায় তোর পদছায়া দে।

ডাণ্ডব ও পাগলের প্রবেশ।

পাগল। গীত

জ্ঞান-খোলাতে পাকিয়ে নে না মায়া-নাড়ু।
ঘুচে যাবে সবার কদর, যদি দিতে পারিস্ তায় বিবেক-তাড়ু॥
যদি বলিস তা পারে কয় জনা, ও মন পাঁকাল মাছ হ'না,
পাঁকের ভিতর আস্‌বি যাবি গায়ে লাগ্‌বে না,
যদি তাও না পারিস্ মন, তবে নে শ্যামার চরণ,
যে চরণে শিব ত্রিলোচন, শমনের মুখে মেরেছে ঝাড়ু।

পাগল হবি, পাগল হবি! ঐ যে পাগ্‌লী, ঐ ত আমায় পাগল ক'রেছে! আবার এটা বলে, "আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব" তাই নিয়ে এলুম! যা, যা, ঐ দুটো ছেলেকে নিয়ে মানুষ কর্‌গে

যা। ওদের মা সতীকন্যা ছিল, সেই সতীকন্যার পুত্রদের মানুষ ক'র্‌লে তোর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! ভাব্‌ছিস কি?

পাগলিনী। ভাব্‌ছিস কি বেটি! পাগল কি মিথ্যে ব'লে? ছেলে দু'টিকে চিন্‌তে চাস? তোর অরুণা দিদির ছেলে।

ডাণ্ডব। অ্যাঁ অ্যাঁ তবে কি এই সতী-সাধ্বী জয়মতী আমার অরুণা দিদি? পাগলিনি! আমি যে অন্ধকার দেখ্‌ছি! ওরে বাবা রে আমার! তোরা আমার অরুণা দিদির ছেলে? আর এই আমার অরুণা দিদি শ্মশান আলো ক'রে প'ড়ে র'য়েছে! পাগলিনি! এর অনেক দিন আগে তোমার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তবে তখন বলনি কেন! একবার দিদির সঙ্গে কথা কইতেম,একবার দিদি ব'লে ডাক্‌তেম! দিদি, দিদি, তোমার স্নেহের বরুণা মরেনি, তোমারই রাজ্যে ডাণ্ডব নামে বালক বেশে তোমারই নিকট এতদিন ছিল, হায় হায়—কি হ'ল!

পাগল। বরুণা, তোর পিতাকে দেখ্‌তে চাস্?

পাগলিনী। ঐ দেখে নে; ঐ—যে মহাপুরুষ নিঃস্বার্থতার বিশুদ্ধচিত্র দেখিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে আমার গদাপাণির জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ ক'রেছে, ঐ—সেই কুকিরাজ! ওঁর বুকে ওঁরই হস্ত লিখিত একখানি লিপি র'য়েছে, প'ড়্‌লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বি। তোরা অরুণা আর বরুণা দুই বোন! ব্রহ্মপুত্রের জলপ্লাবনের কালে রাজা-রাণী সহ ভেসে গিয়েছিলি; রাণী অরুণার সহিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন, সেইখানেই অরুণার সহিত গদাপাণির বিবাহ হয়। গদাপাণি অরুণা নাম

পরিবর্ত্তন ক'রে জয়মতী নাম রাখে; কেমন গদাপাণি, মনে প'ড়ছে ?

গদাপাণি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কে আপনি পাগলিনি! সব সত্য, সব সত্য! মা—এত গুপ্ত কাহিনী আপনি কিরূপে জান্‌লেন ? এই রমণীই কি আমার জয়মতীর সহোদরা ?

পাগলিনী। হাঁ সহোদরা, এখন ঐ লিপিখানি পাঠ কর শিবরাম!

শিবরাম। (পত্রগ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপাঠ) কল্যাণবরেষু, প্রাণাধিক গদাপাণি! আমি মানসী রাজ্যের রাজা, আমার নাম—মদ্রসিংহ। আমার দুই কন্যা ছিল, একের নাম অরুণা—অন্যের নাম বরুণা। আজ সে অনেক দিনের কথা—ব্রহ্মপুত্রের জলপ্লাবনে আমার রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন হয়। তৎকালে আমি স্ত্রী-কন্যা সহ রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে প্লাবন-জলে বিধ্বস্ত হই। তারপর কি হ'ল—কেউ কারো আর সন্ধান পেলাম না। তারা জীবিত কি মৃত, তাহাও জানি না। কিন্তু তোমার পত্নীকে আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা ব'লেই অনুমিত হয়; আমার অনুমান অভ্রান্ত কিনা, তা এক ভগবান ব্যতিরেকে আর কে ব'ল্‌বে। যাহাই হউক ? আমি এই অজ্ঞাতভাবেই চ'ললাম; ঈশ্বর করুন, যদি এই সতী আমার কন্যাই হয়, তাহ'লে ঝাটি-বৃক্ষমূলে যে বৃক্ষের ত্বকচ্ছেদ ক'রে তোমায় আমি কিছু মণি-মুক্তা প্রদান ক'রেছিলেম, সেই বৃক্ষের অষ্টদশ হস্ত পরিমিত ভূগর্ভের নীম্নে অগণিত বহুমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে তাহার পূর্ণ স্বত্ব রহিল। আরও প্রকাশ থাকে যে, যদি আমার

কনিষ্ঠা কন্যা বরুণার কোন রূপ সন্ধান পাও, তাহা হইলে সে তাহার অর্দ্ধ সত্ত্বের অংশিনী হইবে। নতুবা ইহাতে আমি তোমার পুত্রদ্বয়কে একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া চলিলাম। আমার পূর্ণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও।

দুরদৃষ্ট—

শ্রীমদ্রসিংহ।

ডাণ্ডব। শেষ হ'য়েছে? আপনার পাঠ শেষ হ'য়েছে? বাবা, বাবা, আমিই তোমার সেই অভাগিনী বরুণা! এখনও মরিনি বাবা! রাক্ষসী তোমাদের খেয়েও মরেনি! বাবা পদধূলি দাও, আজ পিতৃপদ-রেণু মাথায় ক'রে মানব-জন্ম সার্থক করি।

(পদধূলি গ্রহণ)

গদাপাণি। বাবা, বাবা, তবে কেন আপনি এতাদন ছদ্মবেশে ছিলেন? যদি অভাগিনী জয়মতীকে অরুণা' ব'লেই অনুমান ক'রে ছিলেন, তাহ'লে কেন আপনি এতদিন সে কথা আমায় ঘুণাক্ষরে প্রকাশ ক'র্লেন না বাবা! বাবা শিবরাম, শুন্‌ছ? বাবা রুদ্রসিংহ, বাবা চন্দ্রনাথ তোমাদের মাতামহের পদধূলি মাথায় নাও বাবা!

(পদধূলি গ্রহণ)

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহ। দাদামশায়! (রোদন)

শিবরাম। নে ভাই,সকলে মিলে আজ পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের পদধূলি নিই আয়! (সকলের পদধূলি গ্রহণ) চল, সকলে মিলে ঐ অদূরে শ্মশানে শব দেহের সংকার করিগে। এঁদের ইহলোকের

কার্য্য ত কিছু ক'র্‌তে পারলেম না. তবে পরলোকের কার্য্য ক'রে আপন আত্মাকে পবিত্র করি এস। আজ জন্ম পবিত্র—কর্ম্ম পবিত্র ব'লে বোধ হ'চ্চে! পুণ্যবান পুণ্যবতীর পূতত্নু স্পর্শ ক'রে বিশুদ্ধ হব'! আজ দুরাত্মা শিবেবরুয়ার সকল পাপের ধ্বংস হবে।

গদাপাণি। শিবরাম, তাই হবে। তোমার ন্যায় সাধু চরিত্রের কোন কার্য্যই অসম্ভব নয়; তবে বাবা, একবার এই পাগল পাগলিনীর পরিচয়টী গ্রহণ ক'রে দেখি, কে এঁরা! বলুন, বলুন, মহাপুরুষ, কে আপনি? বলুন, বলুন মা, কে আপনি সুরবালিকা? মা! অধম পুত্র ব'লে ঘৃণা করিস্‌ না।

পাগল। পরিচয় জান্‌তে যাও, শুদ্ধ হ'য়ে চন্দ্রনাথ মন্দিরে এস, সেই খানেই আমাদের পরিচয় প্রাপ্ত হবে।

[প্রস্থান।

পাগলিনী। শিবরাম, তুমি আত্মবিশুদ্ধ, তুমিই বাছাদের সঙ্গে ক'রে আন।

[প্রস্থান।

শিবরাম। আসুন, এখন পাগলিনীর আজ্ঞামত কার্য্য করা যাক্। এঁরা কেউ সামান্য নন, ছদ্মবেশিনী শিব—দুর্গা!

সকলে। হায়—হায়—এরি নাম "হরিষে বিষাদ"!

[মদ্রসিংহ ও জয়মতীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

———:০✱০:———

ক্রোড় অঙ্ক।

চন্দ্রনাথ-মন্দির।

চন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ।

পাগল, পাগলিনী, ভূতগণ, ভৈরবীগণ,
গদাপাণি, চন্দ্রনাথ, রুদ্রসিংহ,
শিবরাম ও বরুণা
আসীন।

গীত

ভূতগণ। জয় হর হর শঙ্কর ব্যোম ব্যোম—চন্দ্রনাথ বিরাজে।
ভৈরবীগণ। সঙ্গে শক্তি মহামহিমময়ী দেবী মনোমোহিনী সাজে।
ভূতগণ। কুল কুল জটায় গঙ্গা—শিরে কং কং ফণীর ধ্বনি,
ভৈরবীগণ। ভাংয়ে বিভোর আঁখি বামে জগত-জননী।
ভূতগণ। নীলকণ্ঠ রজতবরণ বাঘাম্বর পিণাক-পাণি,
ভৈরবীগণ। বিবিধ তাল অতি রসাল বম্ বম্ গাল বাজে,
হরগৌরী সুধামিলনে পাগল-পাগলিনী ঐ নাচে।

যবনিকা পতন।